উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮২,১৭২.১০ (+৩৯৮.৪৪)
নিফটি : ২৫,১৮১.৮০ (+১৩৫.৬৫)

শান্তি ফিরছে গাজায়
গাজায় অবশেষে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা। বুধবার সমাজমাধ্যমে ট্রাম্প লেখেন, 'গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করছি, ইজরায়েল এবং হামাস উভয়েই শান্তি পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে স্বাক্ষর করেছে।' » ৭

সাহিত্যে নোবেল হাঙ্গেরির লেখকের
এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন হাঙ্গেরির উত্তরাধুনিক লেখক লাজলো ক্রাশনাহরকাই। বৃহস্পতিবার তাঁর নাম ঘোষণা করে সুইডিশ অ্যাকাডেমি। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
	৩৩°	২১°	৩৩°	২১°	৩৩°	২১°	৩৩°	২৩°

সিইও'র কড়া সমালোচনা মমতার » ৫

২৩ আশ্বিন ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 10 October 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 140

৭৭ বলে ৯৪। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আশা জাগালেন শিলিগুড়ির রিচা ঘোষ। মহিলা বিশ্বকাপের ম্যাচে। বিশাখাপত্তনমে বৃহস্পতিবার।

আদিবাসী নির্যাতনই অস্ত্র

হামলায় হাইকোর্টে জোড়া মামলা পদ্মের

নিউজ ব্যুরো

৯ অক্টোবর : সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শংকর ঘোষের ওপর হামলায় রাজ্যের ওপর পরিকল্পনামাফিক চাপ বাড়াচ্ছে বিজেপি। বৃহস্পতিবার ওই হামলায় আরও তিনজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলেও বিজেপি চাপে দাঁড়ি টানছে না। বরং পৃথক দুই মামলায় গত রবিবারের ওই ঘটনার সিবিআই ও এনআইএ তদন্ত চেয়ে হাইকোর্টে মামলা করেছে বৃহস্পতিবার।

বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আগেই সিবিআই ও এনআইএ তদন্ত দাবি করে হাইকোর্টে যাবেন জানিয়েছিলেন। তাঁর অভিযোগ, রাজ্য পুলিশের তদন্তে বিজেপির ভরসা নেই। ইতিমধ্যে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে বাংলায় 'আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়া'র রিপোর্ট দিয়ে সংবিধান অনুযায়ী পদক্ষেপ করার বার্তা দিয়েছেন। কিন্তু তাতে যে শুভেন্দু পুরোপুরি সন্তুষ্ট নন, তা তাঁর বৃহস্পতিবারের মন্তব্যে স্পষ্ট।

রাজ্যপালের মন্তব্য সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে শুভেন্দু বলেন, 'বেঙ্গল ওয়ান্ট অ্যাকশন (বাংলা পদক্ষেপ চায়)। এখন সাংবিধানিকভাবে এই সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সময় এসে গিয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়। এব্যাপারে কেন্দ্রের কিছু করণীয় নেই। আমরা রাজ্যপালের কাছে সদর্থক পদক্ষেপ আশা করছি।'

দলের সাংসদ ও বিধায়ক নাগরাকাটায় আক্রান্ত হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কেউ গ্রেপ্তার না হওয়ায় রাজ্যের সমালোচনায় সরব হয়েছিল বিজেপি। কিন্তু প্রথমে বুধবার ২ জন ও পরে বৃহস্পতিবার তিনজনকে গ্রেপ্তার করে জলপাইগুড়ি জেলার পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে দুজন ও বিকেলে একজন গ্রেপ্তার হয়। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'বুধ ও বৃহস্পতিবার ধৃতদের মধ্যে চারজনকে আদালতে পেশ করে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়েছে।'

তিনি জানান, যাঁকে আজ বিকেলে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁকে আগামীকাল আদালতে পেশ করা হবে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। বিজেপির অবশ্য অভিযোগ, মূল অভিযুক্তদেরই পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি। এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে বিজেপি রাজ্য সরকার ও তৃণমূলকে আদিবাসী জনজাতি বিরোধী চিহ্নিত করে প্রচারে নামতে চাইছে। যাতে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে দলের পায়ের তলায় মাটি আরও শক্ত করা যায়।

আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা বৃহস্পতিবার সল্টলেকে বলেন, 'আগামী ১৩ থেকে ১৬ অক্টোবর রাজ্যের ২৩ জেলায় এই সরকারের আদিবাসী বিরোধিতার কথা প্রচার করবে বিজেপি।' বালুরঘাটে আদিবাসী মহিলাদের ওপর নির্যাতন ও আদিবাসীদের থেকে জমি কেড়ে নেওয়ার অভিযোগেও প্রচার চলবে। রক্তাক্ত হয়ে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার চারদিন পর বৃহস্পতিবার প্রথম মুখ খোলেন বিজেপির উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু।

তিনি এখনও চিকিৎসাধীন। হাসপাতালের বেডে শুয়ে তিনি দাবি করেন, পাথর দিয়ে মাথা থেঁতলে তাঁকে এবং শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষকে খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। *এরপর দশের পাতায়*

চর্চায় খগেন

- নাগরাকাটায় খগেন মুর্মুর উপর হামলার ঘটনায় চাপ বাড়াচ্ছে বিজেপি
- ঘটনায় নতুন করে গ্রেপ্তার হয়েছে আরও ৩ জন
- মাথা থেঁতলে তাঁকে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল বলে বয়ান খগেনের
- কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্ত চেয়ে হাইকোর্টে মামলা বাপি গোস্বামীর

উত্তরের খোঁজে

ভিনরাজ্যের দ্বিতীয় শহরের পাশে ম্লান শিলিগুড়ি

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে মাঝে মাঝেই মনে হবে আসলে যাচ্ছি বেঙ্গালুরু বা চেন্নাইয়ের পথ দিয়ে। বিশাল বিশাল দোকান। অধিকাংশই শাড়ি বা সোনার। শহরের প্রাণকেন্দ্র গান্ধিপুরম চলেছে তো চলেছেই। এত বড়!

শাড়ির দোকানগুলোতে কলকাতার বিখ্যাত শাড়ির দোকান অন্তত গোটা পাঁচেক ঢুকে পড়তে পারে। পাঁচ ছয়তলাজুড়ে শুধু একটা কোম্পানিরই নিজস্ব শাড়ি বিক্রি চলছে। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন শহরে এদের ব্র্যান্ড জনপ্রিয়। দোকান লোকে লোকারণ্য। সেলসম্যান, সেলসগার্লই অন্তত শ-খানেক বা তার থেকেও বেশি।

রাস্তাগুলো বিশাল বিশাল। শহরটা এত দীর্ঘ, আকাশ থেকে কিছুটা কল্পনা করা যায়। কিছুটা কল্পনা করা যায় গাড়িতে যেতে যেতে। ৪০ কিলোমিটার দূরের যমজ শহর মেট্টুপালয়ম একেবারে একাকার হয়ে গিয়েছে এই শহরের সঙ্গে। সীমানারেখা বলে কিছু নেই। হাইওয়ে, ফ্লাইওভারে ছেয়ে গিয়েছে শহর।

তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোরের পথে হাঁটতে হাঁটতে এক কাঞ্চনজঙ্ঘাসুলভ হতাশা গ্রাস করবে যে কোনও বাঙালির মনে। কটনের বিখ্যাত ব্যবসার পাশাপাশি আইটি সেক্টর এমনভাবে ঢুকে পড়েছে তামিলনাড়ুর দু'নম্বর শহরে, সেখানে বিশ্বখ্যাত ফরাসি ব্র্যান্ডও হোটেল চালু করেছে। ই অ্যান্ড ওয়াই-এর মতো নামী বহুজাতিকও অফিস খুলে ফেলেছে এখানে। বিশাল বিশাল কিছু পার্ক এখানে। নামী বিদেশি ব্র্যান্ড এবং লোকাল ব্র্যান্ড দোকান খুলেছে ওই চত্বরে।

কোয়েম্বাটোরের পথে হাঁটতে গেলে শিলিগুড়ির কথা সবার আগে মনে পড়বে। শিলিগুড়ি আমাদের রাজ্যের দু'নম্বর শহর। দেশের অধিকাংশ রাজ্যের দু'নম্বর শহরের *এরপর দশের পাতায়*

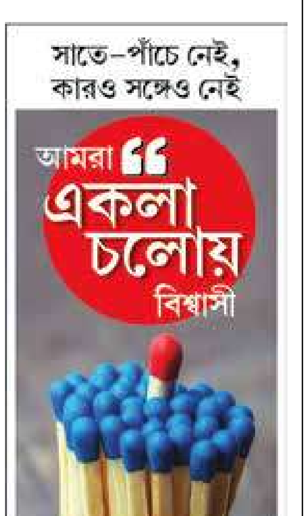

যৌনাঙ্গে চেপে শ্বশুরকে খুন, ধৃত পুত্রবধূ

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ৯ অক্টোবর : পারিবারিক বিবাদের জেরে পুত্রবধূ শ্বশুরের যৌনাঙ্গে আঘাত করে অণ্ডকোষ টিপে তাঁকে খুন করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম নুরু শেখ (৬০)। অভিযুক্ত সুলতানা খাতুনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম এলাকার ঘটনা। স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে চলা টাকা-পয়সা সংক্রান্ত পারিবারিক বিবাদের জেরেই ঘটনাটি ঘটল।

এদিনের ঘটনার বিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য আবদুল সালাম দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, 'পরিবারটিতে দীর্ঘদিন ধরেই বিবাদ চলছিল। কিন্তু তা থেকে যে এমন একটি ঘটনা ঘটতে পারে তা কেউ ভাবতেই পারিনি। দোষীর কড়া শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।' মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে। ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও তারা জানিয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরেই নুরু শেখ, তাঁর স্ত্রী আরকেশ বিবি এবং বড় ছেলে আব্দুল্লাহ শেখের স্ত্রী সুলতানা খাতুনের মধ্যে পারিবারিক কলহ চলছিল। বিশেষ করে অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে পরিবারে প্রায় দিনই অশান্তি লেগে থাকত। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই বিবাদ চরম আকার ধারণ করে। এদিন সন্ধ্যায় প্রথমে শাশুড়ি আরকেশ বিবির সঙ্গে সুলতানা বচসায় জড়িয়ে পড়েন। সে সময় পরিস্থিতি সামাল দিতে নুরু বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই সুলতানা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং নৃশংস আক্রমণ চালান বলে অভিযোগ। প্রথমে তিনি শ্বশুরের হাত কামড়ে দেন, এরপর তাঁর গোপনাঙ্গে ঘুসি মেরে অণ্ডকোষ চেপে ধরেন। এই মারাত্মক আঘাতে নুরুর মৃত্যু হয়। খবর ছড়াতেই এলাকায় ভিড় জমে যায়। পরিবারের সদস্যরা সুলতানার উপর চড়াও হন। *এরপর দশের পাতায়*

নাবালিকাকে গণধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৫

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ৯ অক্টোবর : গতমাসে বাবার বাড়িতে ঘুরতে এসে এক গৃহবধূ গণধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন। ওই ঘটনার রেশ মিটতে না মিটতেই কুশমণ্ডিতে অষ্টম শ্রেণির আদিবাসী এক নাবালিকাকে গণধর্ষণের ঘটনা ঘটল। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ছয়জনের মধ্যে পুলিশ বৃহস্পতিবার পাঁচজনকে পাঁচদিনের জন্য হেপাজতে নিয়েছে। ধৃতদের মধ্যে একজন নাবালক। বাকি চারজনের মধ্যে একজন ইউটিউবার আছেন। নাবালককে জেলা জুভেনাইল আদালতে পাঠানো হয় বলে কুশমণ্ডি থানার আইসি তরুণ সাহা জানান। বিচারক গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে ওই নাবালিকার গোপন জবানবন্দি নেন। দক্ষিণ দিনাজপুরের পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল বলেন, 'মঙ্গলবার রাত ৯টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। বুধবার অভিযোগ পাওয়ার পর রাতেই পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।'

চার বোনের মধ্যে অষ্টম শ্রেণির ওই নাবালিকাই সবার ছোট। বাবা কয়েক বছর আগে মারা যান। সামান্য জমির ফসল ও পরের জমিতে কাজ করে মা সংসার চালান। স্থানীয় একটি জুনিয়ার হাইস্কুল থেকে ওই নাবালিকা অষ্টম শ্রেণি পাশ করে অন্য স্কুলে নবম শ্রেণিতে আর ভর্তি হয়নি। লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার গ্রামেই মেলা বসেছিল। মায়ের সঙ্গে ওই নাবালিকা মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিল। রাত ৯টা নাগাদ ঘুম পেয়ে গেলে বন্ধুরা ওই নাবালিকাকে মেলা থেকে বাড়ি যাবার জন্য খানিকটা পথ এগিয়ে দেয়। বাড়ি ঢোকার ১০০ মিটার আগে ১০-১৫ জন তরুণ ওই নাবালিকার মুখ চেপে ধরে তাকে পাঁজাকোলা করে একটি অসমাপ্ত পাকা বাড়িতে নিয়ে যায়। ওই তরুণদের একাংশ তাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। বাকিরা বাইরে পাহারা দিচ্ছিল।

ঘটনাস্থলের খুব কাছেই ওই নাবালিকার মাসির বাড়ি। মাসতুতো দাদা জানান, রাতে তাঁর স্ত্রী একটি বড় টর্চলাইট নিয়ে শৌচালয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় টর্চের আলো ওই পাকা বাড়িতে গিয়ে পড়ে। তা দেখে ওই দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। ওই নাবালিকা কোনওক্রমে পালিয়ে মেলা প্রাঙ্গণে তার মায়ের কাছে ফিরে যায়। এরপর মা মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। পরিবারটি বুধবার সকালে আদিবাসী সমাজের স্থানীয় মোড়লের দ্বারস্থ হয়। অভিযুক্তরা একই গ্রামের বাসিন্দা। অভিযুক্তদের নিয়ে আলোচনার সিদ্ধান্ত হলেও তাঁরা কেউ মোড়লের কাছে আসেননি বলে অভিযোগ। ওই নাবালিকার মা সেদিন রাত ৯টা নাগাদ কুশমণ্ডি থানায় খবর দেন। পুলিশ গ্রাম থেকে নাবালিকাকে নিয়ে এসে কুশমণ্ডি হাসপাতালে ভর্তি করে। অন্যদিকে, রাতভর অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত *এরপর দশের পাতায়*

ন্যক্কারজনক

- কুশমণ্ডিতে আদিবাসী এক নাবালিকা মায়ের সঙ্গে মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিল
- রাত ৯টা নাগাদ সে যখন একা বাড়ি ঢুকতে যাচ্ছিল তখন ১০-১৫ জন তরুণ তাকে তুলে নিয়ে যায়
- ওই তরুণদের একাংশ তাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ, বাকিরা ঘটনাস্থলের বাইরে পাহারা দিচ্ছিল

এডিশন স্পেশাল

পশ্চিমবঙ্গকে ৬৮০.৭১ কোটির অনুদান কেন্দ্রের » সাতের পাতায়

গৃহহীনদের আগে বাড়ি বরাদ্দ » পাঁচের পাতায়

শিশু চুরি নিয়ে ধোঁয়াশা

হইচই বালুরঘাট হাসপাতালে

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৯ অক্টোবর : পাচার! নাকি ব্যক্তিগত শত্রুতা! বালুরঘাট হাসপাতাল থেকে শিশু চুরির চেষ্টায় দুই মহিলা ধরা পড়ার কুড়ি ঘণ্টা পরেও কারণ নিয়ে ধোঁয়াশায় পুলিশ। বিশেষ করে যে দুই মহিলাকে ওই হাসপাতাল থেকে শিশু চুরির চেষ্টায় ধরা হয়েছে, তাঁদের কোলে আরও একটি দুই বছরের শিশুকেও দেখা গিয়েছে। ওই শিশুটিকেও কোথাও থেকে চুরি করা হয়েছিল কি না, তা-ও এদিন স্পষ্ট হয়নি। এদিকে, ঘটনার পর আরও রহস্য বেড়েছে পুলিশের ভূমিকায়। ওই দুই ধৃত মহিলাকে এদিন বৃহস্পতিবার বালুরঘাট আদালতে পাঠানো হলেও তাঁদের হেপাজতে নেওয়ার জন্য আবেদনই করেনি পুলিশ। কেন পুলিশ ধৃতদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানাল না তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। বালুরঘাট আদালতের সরকারি পক্ষের আইনজীবী পপি দত্ত বলেন, 'ধৃতদের বিরুদ্ধে পকসো সহ বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশের কাছে বিচারক বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। ধৃতদের আগামী ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

ডিএসপি সদর বিক্রমপ্রসাদ বলেন, 'সুয়োমোটো মামলা হয়েছে। ধৃতদের পুলিশ হেপাজতের আবেদন জানানো হবে। হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোথায় ত্রুটি রয়েছে, তা-ও এদিন খতিয়ে দেখা হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

পুলিশ জানায়, ধৃতদের নাম মেনকা মার্ডি ও সোনালি মুর্মু। তাঁদের বাড়ি বালুরঘাট ব্লকের বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েতে। ওই মহিলাদের একজনের কোলে শিশু থাকলেও, দুজনের কথাতেই নানা অসংলগ্নতা রয়েছে। মানসিক ভারসাম্যহীন কি না তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে পুলিশের। বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশ বাগ বলেন, 'দুই মহিলা একটি শিশুকে নিয়ে চলে যাচ্ছিল। যদিও ওয়ার্ডের ওঁরা আটকে দিয়েছে। এটা পাচারচক্র কি না তার তদন্ত করুক পুলিশ।' *এরপর দশের পাতায়*

হাসপাতালের বাইরে জটলা। বৃহস্পতিবার।

আজ খুলছে চিলাপাতা-কোদালবস্তি, পর্যটকদের ভিড় গরুমারা-লাটাগুড়িতে। সন্ধ্যায় জমজমাট দার্জিলিং ম্যালও। তিনচুলে থেকে সিটং, বেলটার থেকে রামধুরা - দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের অধিকাংশ জনপদেই নির্দ্বিধায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন পর্যটকরা। পরের সপ্তাহ থেকেই বদলে যাচ্ছে হাওয়া। কমবে পারদ। ফলে পর্যটকদের সোনায় সোহাগা।

হাসছে কাঞ্চনজঙ্ঘা... পাহাড়ও

দীপ সাহা

কার্সিয়াং, ৯ অক্টোবর : ঘুম চোখে ঘুমে পৌঁছে আড়মোড়া ভাঙছিলেন বেহালা ১৪ নম্বরের বাসিন্দা অরাত্রিকা সেন। চোখ ডলে জানলার কাচ নামিয়ে বাইরেটায় তাকাতেই মুগ্ধ হয়ে ছিলেন বেশ কিছুক্ষণ। ঘুম স্টেশনের ঠিক আগে গাড়িটা তখন জ্যামে ফেঁসে। ছেলেকে ডেকে নাকি বলছিলেন, 'দ্যাখ বাবু, বাইরেটায় কেমন কুয়াশা। মনে হচ্ছে যেন শীতকাল।'

সকাল থেকে কখনও মেঘলা, কখনও রোদ ঝলমলে। অরাত্রিকারা যখন সপরিবার দার্জিলিংয়ের হোটেলে পৌঁছে ফ্রেশ হয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়ালেন, তখন মেঘ সরিয়ে উঁকি দিচ্ছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা। সন্ধ্যায় মুঠোফোনে কথা হচ্ছিল তাঁর সঙ্গে। ম্যালে বসে বলছিলেন, 'আরে মশাই, সোশ্যাল মিডিয়ায় এতসব ভিডিও, পোস্ট দেখে তো ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম, ট্যুরটা বাতিল করে দেব। ভাগ্যিস করিনি। এখন তো দারুণ আবহাওয়া।'

পাশ থেকে ফোনটা নিলেন অরাত্রিকার স্বামী দুর্জয় সেন। বললেন, 'উত্তরবঙ্গের পাহাড়ের অবস্থা খারাপ দেখতে দেখতে মাথাটা ঝিম ধরে গিয়েছিল। পাঙ্খাবাড়ি হয়ে দার্জিলিং পৌঁছাতে শুধু কয়েকটা জায়গায় নামমাত্র ধস দেখলাম। এটা তো খুব স্বাভাবিক। এত অপপ্রচার হলে আমাদের মতো লোকজন কি আর বেড়াতে আসবেন!'

শনিবার রাতের দুর্যোগে দার্জিলিং বিধ্বস্ত বলে ভিডিও ভাইরাল নেটদুনিয়ার। ইউটিউবার, কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের সেইসব ভিডিও দেখে অনেকেই প্ল্যান বাতিল করেছেন। কিন্তু যাঁরা একটু বুদ্ধিমান, তাঁরা খোঁজখবর নিয়ে ঠিকই এসে পড়েছেন পাহাড়চূড়ায়। ফলে আতঙ্ক সরিয়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছে উত্তরের পাহাড়ি জনপদগুলি। *এরপর দশের পাতায়*

দার্জিলিংয়ের ম্যালে আড্ডা পর্যটকদের। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়।

পর্যটনে ছন্দে ফিরছে ডুয়ার্স

শুভদীপ শর্মা ও অভিজিৎ ঘোষ

লাটাগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার, ৯ অক্টোবর : গত রবিবার প্লাবনের পর লাটাগুড়ির উত্তর ঝাড় মাটিয়ালির রিসর্ট থেকে কয়েকজন পর্যটককে উদ্ধার করেছিল সিভিল ডিফেন্স ও স্থানীয়রা। একইভাবে আর্থমুভারে তুলে জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজ থেকে উদ্ধার করতে হয় পর্যটকদের। এসব ঘটনা এখন অতীত। ফের ডুয়ার্সের জঙ্গলমহলে পা বাড়াচ্ছেন পর্যটকরা। তাঁদের জন্য আবার খুলে গিয়েছে গরুমারা-লাটাগুড়ির জঙ্গল। শুক্রবার থেকে খুলে যাচ্ছে জলদাপাড়ার জঙ্গল সাফারিও। ওইদিন সকাল থেকেই চিলাপাতা, কোদালবস্তি এবং শালকুমার গেট হয়ে জঙ্গল সাফারি শুরু হয়ে যাবে। কার সাফারি ও হাতি সাফারি দুটোই শুরু হওয়ায় সেখানেও পর্যটকদের ভিড় হবে বলেই মনে করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। তবে এখনও অনিশ্চিত জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের মূল গেট অর্থাৎ মাদারিহাট থেকে সাফারি।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ডিএফও পারভিন কাশোয়ান বলেন, 'জাতীয় উদ্যানের বর্তমান পরিস্থিতি দেখে এবং জঙ্গল সাফারির রাস্তাগুলি পর্যবেক্ষণ করার পর তিন জায়গা থেকে সাফারি চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাকি জায়গাগুলি পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সেখান থেকে কবে সাফারি চালু করা যাবে।'

গরুমারা-জলদাপাড়া-বক্সা নিয়েই ডুয়ার্সের পর্যটন সার্কিট। গত শনিবার রাত থেকে রবিবার ভোর পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার মুষলধারায় বৃষ্টিতে তছনছ হয়ে গিয়েছে গরুমারা-লাটাগুড়ি-জলদাপাড়া।

মাটি ধসতে থাকায় সেদিন বক্সাতেও পর্যটকদের সাফারি বন্ধ করে দেওয়া হয়। মঙ্গলবার থেকেই অবশ্য বক্সা খুলে দেওয়া হয়েছে সাফারির জন্য। বুধবার থেকে খুলে গিয়েছে গরুমারার সাফারিও। *এরপর দশের পাতায়*

গরুমারায় জঙ্গল সাফারিতে পর্যটকরা।

দুর্যোগের পর আবার পাহাড়ের পথে ছুটবে টয়ট্রেন। -ফাইল চিত্র

ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে পাহাড়

চারদিন পর চাকা গড়াল টয়ট্রেনের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : ধস সরিয়ে লাইন মেরামতির পর বৃহস্পতিবার থেকে ফের শুরু হল নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা। চারদিন বন্ধ থাকার পর এদিন ৩০ জনেরও বেশি পর্যটককে নিয়ে পাহাড়ে গিয়েছে টয়ট্রেন।

অন্যদিকে, উৎসবের মরশুমে শুরু করা নতুন জয়রাইডগুলির মধ্যে শিলিগুড়ি জংশন-রংটং টি অ্যান্ড টিম্বার স্পেশাল ট্রেনের চাহিদাও ব্যাপক বলে ডিএইচআরের (দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে) তরফে জানানো হয়েছে। প্রথম সপ্তাহেই প্রথমদিন ১১ জন এবং পরেরদিন ২০ জন পর্যটক এই পরিষেবা নিয়েছেন। দ্বিতীয় সপ্তাহে অর্থাৎ আগামী শনিবার এবং রবিবারও প্রায় ৪০ জন পর্যটক বুকিং করেছেন। তবে কার্সিয়াং থেকে মহানদী কিংবা কার্সিয়াং থেকে তিনধারিয়া জয়রাইডে তুলনামূলকভাবে যাত্রীসংখ্যা অনেকটাই কম। ওই দুটি জয়রাইড নিয়ে আরও বেশি প্রচারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'ধস সরিয়ে লাইন মেরামত করে পরিষেবা স্বাভাবিক করে দেওয়া হয়েছে। উৎসবের মরশুমে ট্রেনের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।'

শনিবার রাতের প্রবল বর্ষণের জেরে ৫৫ নম্বর জাতীয় সড়কের একাধিক জায়গায় ধস নামে। মূলত টয়ট্রেনের লাইনের ওপর ধস নামায় এবং লাইনের নীচের থেকে মাটি সরে যাওয়ায় টয়ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপরেই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে লাইন মেরামতির কাজ শুরু করে ডিএইচআর। প্রথম দু'দিন আবহাওয়া খারাপ থাকায় এবং ওপর থেকে ছোট ছোট পাথর পড়ায় মেরামতির কাজে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটে। পরবর্তীতে আবহাওয়া ঠিক হতেই দ্রুত কাজ শেষ করে বুধবার বিকেলে লাইন দিয়ে ট্রেন চালিয়ে পরীক্ষা করা হয়। সফল হতেই বৃহস্পতিবার থেকে ফের পরিষেবা শুরু করা হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

মালদা ডিভিশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট লট পরিচালনার জন্য উপার্জন চুক্তি প্রদান

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ - ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ পশ্চিমবঙ্গ (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক), মালদা ডিভিশনের পীরপৈন্তী (পিপিটি) ও সুলতানগঞ্জ (এসজিজি) স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট লট পরিচালনার জন্য উপার্জন চুক্তি প্রদানের জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন।

● অকশন ক্যাটালগ নং : পিএনইউ-২০২৫-১১। অকশন শুরু : ২৩.১০.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিটে। যথাক্রমে ক্রমিক নং ও লট নং; স্টেশন : (১) পিএনইউ-এমএলডিটি-পিপিটি-টিওআই-৩৪-২৫-১; পীরপৈন্তী (পিপিটি)। (২) পিএনইউ-এমএলডিটি- এসজিজি- টিওআই-৪১-২৫-২; সুলতানগঞ্জ (এসজিজি)। আরও বিশদে জানার জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-191/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মেধা বিকাশে ভিন্ন উদ্যোগ

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ৯ অক্টোবর : আমাদের সমাজে অনেক মেধাবী পড়ুয়া রয়েছে। যাঁদের অনেকেই দুঃস্থ। অর্থের অভাবে তাঁরা অনেকেই উপযুক্ত গাইড বা প্ল্যাটফর্ম পান না। তাই তাঁদের মেধাগুলো আর বিকশিত হওয়ার সুযোগও পায় না।

তাই এবার সেই দুঃস্থ মেধাবীদের জন্য এগিয়ে এলেন রায়গঞ্জের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ডঃ কৃষ্ণচন্দ্র নন্দী। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে আপাতত একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের বিনামূল্যে পড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন তিনি। পরের বছর থেকে দ্বাদশ শ্রেণিরও পড়ুয়াদেরও পড়ানো হবে। ত্রিশজনকে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত ও জীবন বিজ্ঞান পড়ানো হবে। পাশাপাশি নিট, আইআইটি, জেইই প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে।

তাঁর এই উদ্যোগে সব রকমভাবে সহযোগিতা করবেন তাঁর প্রাক্তন পড়ুয়ারা। যাঁদের অনেকেই এই মুহূর্তে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মেডিকেল কলেজে প্রতিষ্ঠিত। ডঃ নন্দী এই কোচিং সেন্টারের নাম দিয়েছেন 'মিশন সামান্য'।

এই প্রতিবেদনটি একঝলকে এইটুকু পড়ে মনে হতেই পারে হৃতিক রোশন অভিনিত সুপার থার্টি সিনেমার কথা। যা বিহারের আনন্দ কুমারের জীবনকাহিনী নিয়ে তৈরি হয়েছিল।

যে সমস্ত দুঃস্থ পড়ুয়ারা এখানে গাইড নেবে তাদের ১০ অক্টোবর থেকে ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত যৎসামান্য মূল্যে ফর্ম পূরণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে আবেদনকারীর সংখ্যা যদি অনেক হয়ে যায় তাহলে মেধা যাচাই পরীক্ষার মাধ্যমে ত্রিশজন বাছাই করা হবে। শহরের বীরনগর দেবালয় উন্নয়ন সমিতির দোতলার একটি ছোট ঘরে আপাতত এই কোচিং সেন্টার শুরু হবে।

ডঃ নন্দীর 'মিশন সামান্য' কোচিং সেন্টারের প্রস্তাবিত বাড়ি। রায়গঞ্জে।

> আমার শিক্ষকতা জীবনে দেখেছি অনেক মেধাবী ছেলেমেয়ে রয়েছে, যারা অর্থের অভাবে উপযুক্ত গাইড পায় না। তাদের কথা মাথায় রেখেই আমার এমন উদ্যোগ। এমন চিন্তাভাবনা শুরু করে তা বাস্তবায়ন করতে প্রায় কুড়ি বছর লেগে গিয়েছে।
>
> **ডঃ কৃষ্ণচন্দ্র নন্দী**
> অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক

ডঃ নন্দী চল্লিশ বছরের অধিক সময় ধরে বিভিন্ন হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর কথায়, 'আমার শিক্ষকতা জীবনে দেখেছি অনেক মেধাবী ছেলেমেয়ে রয়েছে, যারা অর্থের অভাবে উপযুক্ত গাইড পায় না। অথচ উপযুক্ত গাইড পেলে তারাও অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারবে। তাদের কথা মাথায় রেখেই আমার এমন উদ্যোগ। এমন চিন্তাভাবনা শুরু করে তা বাস্তবায়ন করতে আমার প্রায় কুড়ি বছর লেগে গিয়েছে। কয়েকবছর আগেও একবার এই কাজ শুরু করার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু করোনা অতিমারির কারণে তখন এই মিশন থমকে যায়।'

মাস ছয়েক আগে ডঃ নন্দী এই কাজের জন্য বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণ মিশনের সহযোগিতা চেয়েছিলেন। রায়গঞ্জের বীরনগরের একটি বাড়িতে (যা রামকৃষ্ণ মিশন অধিগৃহীত) এই কোচিং সেন্টার চালানোর কথা ছিল। কিন্তু বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ সেখানে মেয়েদের পড়ানোয় আপত্তি জানানোয় ডঃ নন্দী সেখান থেকে সরে আসেন বলে তাঁর দাবি।

ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অফ এসেক্সের ডঃ অনির্বাণ চৌধুরীর কথায়, 'স্যারের এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। এতে অনেক ছাত্রছাত্রী উপকৃত হবেন।' ফ্রান্সের এক কলেজের অধ্যাপক ডঃ সন্দীপ মুন্সী বললেন, 'আমাদের স্যার মহৎ উদ্যোগ নিয়েছেন। এই কাজে আমরা সর্বদা স্যারের পাশে আছি।'

সব জায়গায় যখন শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা শুরু হয়েছে সেখানে ডঃ নন্দীর এমন উদ্যোগ বিভিন্ন মহলের যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছে।

সেবক হয়ে কিছু ট্রেনের সময় বদল

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৯ অক্টোবর : সেবক-রংপো রুটে প্রি-নন ইন্টারলকিং ও নন ইন্টারলকিংয়ের কাজের জন্য ৮ অক্টোবর থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের সময়সূচি বদল হবে। এই কাজ শেষ হলে সেবক থেকে সিকিমের রংপো পর্যন্ত নতুন রেল যোগাযোগের কাজ অনেকটাই এগোবে বলে দাবি রেলমন্ত্রকের। রেলমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, এই কাজের জন্য বামনহাট-শিলিগুড়ি ডেমু প্যাসেঞ্জার ৮ ও ৯ অক্টোবর ভোর ৫টার পরিবর্তে সকাল ৮টায় যাত্রা করেছে। একইভাবে শিলিগুড়ি-নিউ বঙ্গাইগাঁও ডেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি ১০ ও ১১ অক্টোবর সকাল ১০টা ৫০ মিনিটের পরিবর্তে দুপুর ১টায় এনজেপি থেকে ছাড়বে। আবার নিউ বঙ্গাইগাঁও-শিলিগুড়ি ডেমু প্যাসেঞ্জার ১৫ অক্টোবর সকাল সাড়ে ৬টার পরিবর্তে সাড়ে ৯টায় চলবে। শিলিগুড়ি-বামনহাট ডেমু প্যাসেঞ্জার ওই দিনই বিকাল ৪টে ৫ মিনিটের পরিবর্তে সাড়ে পাঁচটায় ছাড়বে।

আরও যেসব ট্রেনের সময় পরিবর্তন হয়েছে তাঁর মধ্যে রয়েছে কামাখ্যা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল এক্সপ্রেস। ট্রেনটি ৯ অক্টোবর ভোর ৫টার পরিবর্তে ৬টায় যাত্রা করেছে। অন্যদিকে, মহানন্দা এক্সপ্রেস ১০ অক্টোবর সাড়ে ১০টার বদলে দুপুর ১টায় ছাড়বে। আবার ওই ট্রেনটিই ১৫ অক্টোবর সাড়ে ১০টার বদলে দুপুর ৩টেয় ছাড়বে। কামাখ্যা-রাজেন্দ্রনগর ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস ১০ অক্টোবর ৬টা ১৫ মিনিটের বদলে সকাল ৮টা নাগাদ ছাড়বে। ১৫ অক্টোবর তা ছাড়বে সকাল ১০টায়। পাশাপাশি কামাখ্যা ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস রুট বদলে শিলিগুড়ি জংশন থেকে নিউ জলপাইগুড়ি, নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ বঙ্গাইগাঁও হয়ে চলবে। উদয়পুর সিটি-কামাখ্যা কবিগুরু এক্সপ্রেস নিউ জলপাইগুড়ি থেকে রানিনগর হয়ে ধূপগুড়ি, নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, শামুকতলা রোড ও বঙ্গাইগাঁও দিয়ে চলাচল করবে বলে জানিয়েছে রেল। এর আগেও একাধিকবার সেবক-রংপো রুটে কাজের জন্য একইভাবে বিভিন্ন ট্রেনের সময়সূচি বদল করা হয়েছিল।

Notice Inviting eBid

The Block Development Officer, Karandighi, Uttar Dinajpur invites the following NIT :
1. eNIT No:- 49/KDI/2025-26, Memo No : 2538/Estt, Dated : 09/10/2025.
2. eNIT No:- 50/KDI/2025-26, Memo No : 2539/Estt, Dated : 09/10/2025.
3. eNIT No:- 51/KDI/2025-26, Memo No : 2540/Estt, Dated : 09/10/2025.
4 eNIT No:- 52/KDI/2025-26, Memo No : 2541/Estt, Dated : 09/10/2025
Bid Proposal submission Start Date : 10/10/2025 at 10.00 AM
Bid Proposal for submission Closing Date : 24/10/2025 at 5.00 PM
Bid Opening for Technical evaluation Date : 29/10/2025
Block Development Officer
Karandighi, Uttar Dinajpur

DMMU, Siliguri & DRDC, SMP
Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri-734001
NIet No.-32/DRDC/SMP/2025 dt. 09/10/2025
On behalf of **DMMU, Siliguri & DRDC, SMP**, e-tender is invited by ADMD, DMMU & PD, DRDC, SMP from renowned Suppliers for supply of 01 (one) 40 KVA Diesel Generator Set.
Start date of submission of bid : 09.10.2025 from 11:00 a.m. (server clock), Last date of submission of bid : 17.10.2025 upto 09:00 a.m. (server clock)
All other details will be available from Notice Board of DMMU, Siliguri & DRDC, SMP. Intending suppliers may visit the website, namely-**http://wbtenders.gov.in** for further details.
Sd/- ADMD, DMMU & PD, DRDC, SMP

অ্যাফিডেভিট

আমার ভোটার কার্ড নং- DWP2146900-এ ভুলক্রমে আমার নাম মৌসুমী খাতুন, স্বামী জলিল হক হওয়ায় গত 21/08/2025 J.M. 1st Class কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে আমি মৌসুমী বিবি, স্বামী আব্দুল জলিল হক হলাম। মৌসুমী বিবি, স্বামী আব্দুল জলিল হক এবং মৌসুমী খাতুন, স্বামী জলিল হক উভয় একই ব্যক্তি। পুটিমারি ফুলেশ্বরী, কোচবিহার।

●

আমি Anarul Hoque, S/O- Abdul Taiyab আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স-এ (No - WB - 66E/2893) PVT. আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত ইং 23-09-25 তারিখে নোটারি পাবলিক মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Abdul Toyap থেকে Abdul Taiyab করা হলো। যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/118602)

●

আমার জন্ম শংসাপত্রে নাম ভুল থাকায় গত 09/10/2025 তারিখে J.M. 1st কোর্টে জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Sahanur Alam, S/o Rejaul Karim এবং Md. Sahanur Alam এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/118525)

বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল-টিআরডি-৪৯-২৫-২৬ তারিখ : ০৯-১০-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : টেন্ডার নং : ইএল_টিআরডি_৪৯_২৫-২৬ কাজের নাম : ... টেন্ডার মূল্য : ৫৮,৭৯,০২২.৯২/- টাকা, বায়না মূল্য : ১,১৯,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : ২৮-১০-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৮-১০-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

নং : এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৫-২৬ তারিখ ০৮.১০.২০২৫

সংশোধনী

চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/সেলস, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ দ্বারা প্রকাশিত অক্টোবর, ২০২৫ মাসের জন্য পূর্ব রেলওয়ের ই-অকশন কর্মসূচির প্রেক্ষিতে সংশোধনী। অক্টোবর, ২০২৫ মাসের জন্য হাওড়ার ই-অকশন কর্মসূচির নিম্নরূপ আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে এবং ডিপো এবং ডিভিশনের অন্যান্য তারিখগুলি অপরিবর্তিত থাকবে।

ডিভিশন	বর্তমান তারিখ	সংশোধিত তারিখ
হাওড়া	২১.১০.২০২৫ ও ২৮.১০.২০২৫	৩১.১০.২০২৫

(STORES-40/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE COMMANDANT 78 BN BSF, GOPALPUR, WEST BENGAL

No. Prov/78 Bn BSF/P-Auction/2025/7296-7318 Dated, the 08 Oct' 2025

AUCTION NOTICE

It is hereby notified for information of all concerned and the public in general that a Public Auction of various unserviceable/condemned stores on 31st Oct 2025 (Friday) at 1000 Hours at Bn HQ 78 Bn BSF, Gopalpur. Coochbehar (WB).

2. Interested bidders can participate in the said Public Auction on the following terms and condition.

i. All the authorized bidders can bid for the Public Auction. They will be deposting the Income Tax, Service Tax clearance certificate and must have GST No/PAN Card. etc.

ii. Each Bidder will have to deposit a sum of Rs. 15,000/- (Rupees fifteen thousand) only as Earnest Money which will be returned/adjusted after the auction.

iii. All the bidders will have to register their names with the board of officer's before perticipating in the Auction.

iv. GST 18% or as applicable in WB State will be payable by the successful bidder on final bid.

v. The Stores will be sold to the highest bidder on UPI/Online payment to Govt. account including sale tax (GST) as applicable immediately after the auction is over.

vi. The successful bidder will have to lift the stores as soon as the auction is over at his own arrangement.

vii. Public Auction will be completed with the acceptance of highest bid.

viii. No transport will be provided by this unit for lifting/shifting the auctioned stores.

ix. In case the final bidders fails to diposit the cost of store on the spot, his earnest money will be forfited and board may consider for sale to next higher bidder.

x. Each bidder must be in possession of the PAN Card in original alongwith proof of income tax return, residential proof failing which they will not be allowed to participate in the auction.

Sd/- (PRAVIN KUMAR) DC/QM
FOR COMMANDANT
78 BN BSF

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৩৫৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৭৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৫৮৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৫৯০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

গ্রিড সংযোজিত রুফটপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা

টেন্ডার নোটিস নং. ডিওয়াই.সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ৩৫আর২/২৪-২৫ তারিখ: ০৭-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নাম: মালিগাঁও মণ্ডলে (মুখ্য কার্যালয়) - (পার্ট-এ) গোশালা এবং নামবাড়ি এলাকায় স্থিত সেবা ভবন এবং আবাসিক ভবনসমূহের ছাদের ওপরে ৫ বৎসরের এএমসি/সিএমসি সহিত ১৭৩৩ কেডব্লিউপি গ্রিড সংযোজিত রুফটপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশি: ১০,৬৮,৫২,১৫০.৬২/- টাকা। বায়না রাশি: ৬,৮৪,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ২৮-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিওয়াই.সিইই/পিএস/মালিগাঁও/এইচকিউ
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

উৎসব/অনুষ্ঠান

কালীপুজোয় থিম আছে, শীঘ্রই যোগাযোগ করুন। M-9475550281. (C/118333)

কর্মখালি

শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসে হার্ডওয়ার দোকানের জন্য স্থানীয় পুরুষ লেবার চাই। M :- 9641618231. (C/118332)

●

শিলিগুড়িতে বাড়ির রান্নার জন্য মহিলা চাই। থাকা, খাওয়া মাহিনা দিয়ে। M - 7908176630.

সংশোধনী - ২

টেন্ডার নং : ইএল-সিওএন-০৪-২০২৫-২৬-বি-এস -এর জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ডিওয়াই. সিইই/সিওএন/আরই-II/এমএলজি/১৮/২০২৫, তারিখ : ০৪-০৯-২০২৫ -এর বাতিলের জন্য সংশোধনী - ২। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।
ডিইই/সিওএন/এইচকিউ/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Notice

E-Tender is being invited from the bonafied contractors vide **N.I.T. No No 23/DEV/PHD/APAS/HETMURI/2025-26, 24/DEV/PHD/APAS/BDN II/2025-26, Dated : 08.10.2025 and Last date for submission of Bids - 24.10.2025 up to 6.00 pm.** Others details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.
Sd/-
Block Development Officer, Phansidewa Development Block

সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : কেআইআর-এন-২০২৫-২৬-৪০, তারিখ : ০৭-১০-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ... এসএমএস সিস্টেমের সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্য : ৪,২৬,২৪,৩৯৫/- টাকা, বায়না মূল্য : ৩,৮৮,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৯-১০-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৯-১০-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (এস অ্যান্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Rent

Prime Office Rental Spaces on Main Hill Cart Road, Siliguri 1,500 sft 1st Floor & upto 5000 sft 4th 5th Floor. Malhotra Towers, Pradhan Nagar. Call 8961-222222. (K)

বিক্রয়

শামুকতলা থানা এলাকার পাকা রাস্তার পাশে পুখুরিয়া মৌজায় ৫০ বিঘা জমি বিক্রয়। যোগাযোগ - 9883919944. (C/118500)

ত্যাজ্যপুত্র

আমরা রামবালক চৌহান, পিতা-মহাবীর চৌহান এবং প্রমিলা চৌহান, স্বামী-রামবালক চৌহান, ঠিকানা-গ্রাম ও পোঃ সান্তালপুর, থানা-শামুকতলা, জেলা-আলিপুরদুয়ার। ০৯/১০/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার নোটারি কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রী মনোজ চৌহানের অভব্য আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে তাকে ত্যাজ্য পুত্র ঘোষণা করলাম এবং আমাদের স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির অধিকার থেকে এবং আমাদের আমাদের মৃত্যুর পর পারলৌকিক ক্রিয়া-কর্মের অধিকার থেকেও তাকে বঞ্চিত করলাম। (C/117094)

CINEMA সিনেমা

Now showing at
BISWADEEP
KANTARA CHAPTER-1
Big 2nd week
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M.

From 10th October 2025 at
Dinabandhu Mancha
RAGHU DACAIT
(Bengali)
Time : 4 P.M., 7 P.M.

আজ টিভিতে

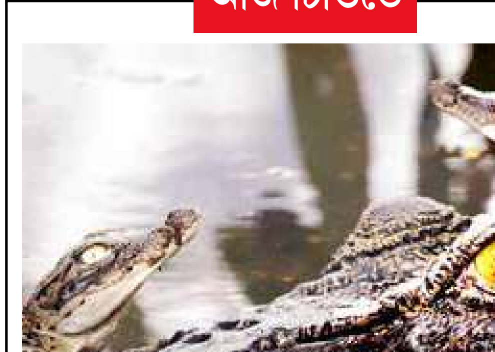

ক্রক্টোবর সন্ধে ৭.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

সিনেমা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ রূপবান, দুপুর ১২.০০ হাঁদা ভোঁদা, ২.৩০ অগ্নিপথ, বিকেল ৫.০০ শত্রু মিত্র, রাত ১১.০০ পাকা দেখা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.১৫ বোঝে না সে বোঝে না, দুপুর ১২.১৫ স্নেহের প্রতিদান, বিকেল ৩.৩০ যুদ্ধ, সন্ধে ৭.০০ প্রতিবাদ, রাত ১০.০০ শিবা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৪৫ ওয়ান, দুপুর ১.৪৫ পারব না আমি ছাড়তে তোকে, বিকেল ৪.১৫ শ্রীমান ভূতনাথ, সন্ধে ৭.১৫ রংবাজ, রাত ১০.০০ সেন্টিমেন্টাল

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পথ ও প্রাসাদ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.৩০ আদরের বোন

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ গঙ্গা

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.০০ বুম বুম বোলে, বিকেল ৩.০০ রিস্তে, সন্ধে ৭.০০ দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে, রাত ১০.০০ এক ভিলেন

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৪৫ বদলা নাগ কা, দুপুর ২.২২ সর্দার গব্বর সিং, বিকেল ৪.৫৮ আর্মি, সন্ধে ৭.৩০ পুলিশগিরি, রাত ১০.২২ মেঘামন

জি সিনেমা : দুপুর ১২.৫৫ জুদাই, বিকেল ৪.৪৫ স্যামি-টু, সন্ধে ৭.৫৬ সুপ্রিম খিলাড়ি, রাত ১১.০০ নাইনটি এমএল

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৪০ খিলাড়ি ৭৮৬, দুপুর ২.০০ রিয়াল টেভর, বিকেল ৪.২০ বিজয়-দ্য মাস্টার, সন্ধে ৭.২৯ হিটলিস্ট, রাত ৯.৫৭ জার্নি টু দ্য ইস্ট

দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে সন্ধে ৭.০০ কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড

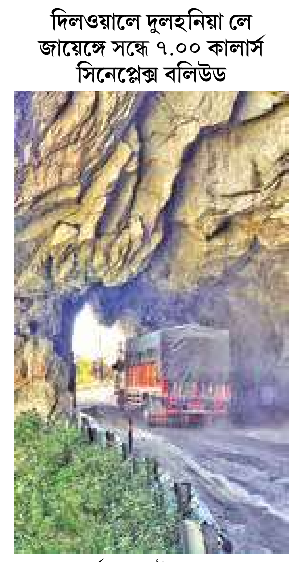

ওয়ার্ল্ডস মোস্ট ডেঞ্জারাস রোডস রাত ৮.৫৯ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

যুদ্ধ বিকেল ৩.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বহুদিনের কোনও স্বপ্নপূরণ। কোনও আত্মীয়ের সুপরামর্শে সংসারের জটিলতা কাটবে। বৃষ : বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তার অবসান। মিথুন : কোনও প্রিয়জনের কাছ থেকে খারাপ ব্যবহার পেয়ে মানসিক যন্ত্রণা। কর্মক্ষেত্রে সুসংবাদ পেতে পারেন। কর্কট : কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। সম্পত্তির জন্যে আজ আইনি সাহায্য নিতে হতে পারে। সিংহ : আত্মীয়ের সঙ্গে অহেতুক বিবাদে শান্তি নষ্ট। বিদেশে পাঠরত সন্তানের সুসংবাদ। কন্যা : স্ত্রীর ভাগ্যে সম্পত্তি-যোগের সম্ভাবনা। সংগীত ও অভিনয় শিল্পীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। তুলা : অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। পেটের সংক্রমণে ভোগান্তি। বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে বিরোধীরা আপনার পক্ষে থাকবে। বাবার পরামর্শে লাভবান। ধনু : ব্যবসার জটিল পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবেন। কর্মস্থলে পদোন্নতি এবং বদলির সংবাদ মিলবে। মকর : গোপন পরামর্শে লাভবান হবেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দলাভ। কুম্ভ : সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা। সামান্য সমস্যাতেই ভেঙে পড়বেন না। মীন : অতি আকাঙ্ক্ষা ক্ষতি করবে। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৩ আশ্বিন, ১৪৩২, ভাঃ ১৮ আশ্বিন, ১০ অক্টোবর ২০২৫, ২৩ আহিন, সংবৎ ৪ কার্তিক বদি, ১৭ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৫, অঃ ৫।১৪। শুক্রবার, চতুর্থী রাত্রি ১২।২২। কৃত্তিকানক্ষত্র রাত্রি ১০।৫১। অসৃকযোগ রাত্রি ১১।৩৮। ববকরণ দিবা ১।৩৪ গতে বালবকরণ রাত্রি ১২।২২ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, প্রাতঃ ৬।২৭ গতে বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ, রাত্রি ১০।৫১ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ১০।৫১ গতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈরৃঋতে, রাত্রি ১২।২২ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৮।৩০ গতে ১১।২৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।১৯ গতে ৯।৫২ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। প্রাতঃ ৬।২৭ গতে রাত্রি ১২।২২ মধ্যে চন্দ্রদগ্ধা। প্রদোষে সন্ধ্যা ৫।১৪ গতে রাত্রি ৬।৫০ মধ্যে দশরথচতুর্থী ব্রত। জাতীয় ডাক দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩১ মধ্যে ও ৭।১৫ গতে ৯।২৯ মধ্যে ও ১১।৪২ গতে ২।৪১ মধ্যে ও ৩।২৫ গতে ৫।১৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৬ গতে ৯।১১ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ৩।১২ মধ্যে ও৪।৩ গতে ৫।৩৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিজয়া সম্মিলনিতেও তর্জায় শাসক

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ৯ অক্টোবর : বিজয়া সম্মিলনি ঘিরে ফের প্রকাশে এল তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল। এবারের ঘটনা কুমারগ্রামে। বুধবার এই বিজয়া অনুষ্ঠান ছিল। কিন্তু, সেখানে বেছে বেছে নেতাদের 'গুরুত্ব' দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। সেই অনুষ্ঠানে এক তৃণমূল ছাত্র নেতাকে বরণ না করায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছে ছাত্র সংগঠনের একাংশ। শুধু তাই নয়, তৃণমূলের সাফানগর পঞ্চায়েতের কুশুমতারা বুথ সভাপতির মৃত্যুর শোকপ্রস্তাবও সেই অনুষ্ঠানে নেওয়া হয়নি। যা বিতর্ককে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তাতে ক্ষোভ বেড়েছে আরও। এসব নিয়ে বুধবার রাত থেকে সামাজমাধ্যমজুড়ে চলছে তর্জা ও পালটা পোস্ট। শাসকদলের এই হাল দেখে বিরোধী বিজেপিও তোপ দাগছে। তৃণমূলকে কটাক্ষ করেছেন বিজেপির বিধায়ক বুধরাই টুডু।

রাজ্য নেতৃত্ব একজোট হওয়ার বার্তা দিয়েছে। কিন্তু, জেলা পর্যবেক্ষক রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় কুমারগঞ্জ ছাড়ার পরই গোষ্ঠীকোন্দলের আগুনে যেন ঘি পড়েছে।

একাংশের দাবি, জেলায় বিভিন্ন কর্মসূচিতে ছাত্র সংগঠনের অবদান থাকা সত্ত্বেও সেই অনুষ্ঠানে প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয়নি। এ নিয়ে রাইন সরকার, সাইন আলম, রাজ দাস, সাহিন সরকার এবং সুমন রায়ের মতো একাধিক ছাত্র নেতা সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, ছাত্রদের দিয়ে পতাকা লাগানো, দেওয়াল রং করা, চেয়ার বসানো, প্রচারের মতো সব কাজ করিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু মঞ্চে সম্মানটুকু দেওয়া হয় না।

এই পরিস্থিতি নিয়ে ব্লক সভাপতি গণেশ দাস পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বলেন, 'অনুষ্ঠানে রাজ্য ও জেলা স্তরের বহু নেতা উপস্থিত ছিলেন। মঞ্চে জায়গা ও সময়ের অভাবে শুধু ছাত্র নয়, মাইনরিটি সেল, কিষান খেতমজুর সহ একাধিক সংগঠনের নেতৃত্বকেও ডাকা যায়নি। ক্ষীরোদ রায়ের মৃত্যুর খবরও পরে জানতে পারি।' তাঁর সংযোজন, 'সামাজমাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় মন্তব্য না করে আমাদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করলে সব স্পষ্ট হয়ে যেত। কুমারগঞ্জে কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই।'

তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ঘটনাটি ছোটখাটো মনে হলেও কুমারগঞ্জে পুরোনো গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের পুনরুত্থানের ইঙ্গিত দিচ্ছে। রাজ্য নেতৃত্ব ঐক্যের বার্তা দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু মাঠের

> টাকার এবং এলাকার ভাগ নিয়েই তৃণমূলের এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। যে দলে বুথ সভাপতির মৃত্যুতেও শোকপ্রস্তাব নেওয়া হয় না, সেখানে সংগঠনের মূল ভিত্তি বিপন্ন।
>
> **বুধরাই টুডু** *বিজেপি বিধায়ক*

কর্মীদের মধ্যে বিভাজন যে এখনও গভীর, তা এই ঘটনায় আবারও প্রমাণিত।

অন্যদিকে, বিজেপি এই সুযোগে তৃণমূলের এই কোন্দলকে হাতিয়ার করে আক্রমণ শানিয়েছে। তপনের বিধায়ক বুধরাই টুডু বলেন, 'টাকার এবং এলাকার ভাগ নিয়েই তৃণমূলের এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। ওদের নীচুতলার অনেক কর্মী আমাদের দলে যোগ দিতে চাইছেন। কিন্তু মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে পড়ার ভয়ে সামনে আসতে পারছেন না। যে দলে বুথ সভাপতির মৃত্যুতেও শোকপ্রস্তাব নেওয়া হয় না, সেখানে সংগঠনের মূল ভিত্তি বিপন্ন।'

দুর্গতদের জন্য পদ্মের ত্রাণ সংগ্রহ

গাজোল ও পতিরাম, ৯ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গের বন্যাদুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে কার্যত ঝাঁপিয়ে পড়েছে রাজ্য বিজেপি। বিরোধী দলনেতা থেকে শুরু করে রাজ্য সভাপতি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদরা দুর্গত এলাকায় গিয়ে সাহায্য তুলে দিচ্ছেন। সেই পথে হেঁটেই মানুষের জন্য পথে নামলেন গাজোলের বিজেপি বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন। দলের নেতা-কর্মীদের নিয়ে ত্রাণ সংগ্রহ করছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার প্রথম পর্বে পান্ডুয়া, গোলঘর এবং রানিগঞ্জ বাজার এলাকায় ত্রাণ সংগ্রহ করেছেন। দ্বিতীয় পর্বে গাজোল হাটে মানুষের কাছ থেকে ত্রাণ সংগ্রহ চলে। বিধায়ক বলেন, এখান থেকে যে সমস্ত ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করা হবে, তা দলের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের বন্যাদুর্গতদের পাঠানো হবে। মালদার নেতা-কর্মীরা উত্তরের বন্যাদুর্গতদের পাশে আছেন।

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য পতিরামে ত্রাণ সংগ্রহ অভিযান করল বিজেপির। নেতৃত্ব দেন তপনের বিধায়ক বুধরাই টুডু। উপস্থিত ছিলেন মণ্ডল সভাপতি ছোটন চক্রবর্তী সহ দলের অন্য নেতা-কর্মীরা।

পতিরাম থেকে এই অভিযান করে ৯,৩০৭ টাকা সংগ্রহ করা গিয়েছে। যা নেতৃত্বর হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছে, এই অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ত্রাণ তহবিলে পাঠানো হবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে আরও সহায়তা কর্মসূচি নেওয়া হবে।

বাইকের ধাক্কায় বৃদ্ধের মৃত্যু

রায়গঞ্জ, ৯ অক্টোবর : বাজার সেরে সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে বুধবার রাত সাড়ে নটা নাগাদ মোটরবাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। মৃতের নাম সুশীল দেবনাথ (৬১)। তিনি পেশায় দিনমজুর ছিলেন। তাঁর বাড়ি রায়গঞ্জ থানার বীরঘই গ্রাম পঞ্চায়েতের কমলাই গ্রামে। বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত বাইকচালক স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন না।

জালে ওঠেনি ইলিশ। বৈষ্ণবনগরে হতাশ মৎস্যজীবীরা। বৃহস্পতিবার। -সংবাদচিত্র

ইলিশহীন গঙ্গায় ডুবে যাচ্ছে জেলেদের স্বপ্ন

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ৯ অক্টোবর : গঙ্গার বুকে সারি সারি নৌকা। ভোরবেলা নদীতে নামা জেলেদের চোখে তখনও আশার আলো। কিন্তু দুপুর গড়াতেই সেই আলো ম্লান। নদী থেকে একের পর এক নৌকা ফিরে আসছে খালি হাতে। কপালে ঘাম, চোখে হতাশা আর মাথায় একরাশ চিন্তা, ঋণের টাকার বোঝা কবে, কীভাবে শোধ হবে?

'দু'মাস আগে ভাবছিলাম এ বছর একটু ভালো রোজগার হবে। তাই মহাজনের কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকা ধার নিয়ে নতুন জাল কিনেছি। এখন নদী ফাঁকা, ইলিশ নেই। হাতে পয়সা নেই, পেটের দায়ে ধার বাড়ছে।' বলছিলেন বৈষ্ণবনগরের মৎস্যজীবী ইউনুস আলি।

ইউনুসের স্ত্রী রুবিনা বেগমের গলায় কান্না, 'বাচ্চাদের স্কুলের ফি বাকি পড়ে আছে। রান্নাঘরে এখন চালটাও মেপে খেতে হচ্ছে। গঙ্গা যদি এমন রাগ করে থাকে, তবে আমাদের বাঁচাবে কে?'

একই অবস্থার কথা জানালেন পরেশ হালদার। তাঁর গলায় ধরা দিল কষ্ট আর ক্ষোভ, 'আমাদের বাবা-ঠাকুরদারাও এই নদীতে ইলিশ ধরতেন। তখন একটা ভালো মৌসম মানেই তিন মাস নিশ্চিন্তে খাওয়া-পরার ব্যবস্থা। এখন গঙ্গা যেন অভিমান করেছে। শুধু কাদা আর জল, মাছ নেই গো। আমরা এখন ভাবছি, পেশা পালটাব কি না।'

জেলেদের কথায়, দিনে ৮-১০

> কোশীতে ডলোমাইটের দূষণ বাড়ছে। সেই ডলোমাইট ভেসে এসে মালদায় গঙ্গায় মিশছে। এভাবে দূষণের মাত্রা বাড়তে থাকায় গঙ্গায় ইলিশের ওপর প্রভাব পড়ছে।
>
> **সুপ্রতিম কর্মকার**
> *নদী বিশেষজ্ঞ*

ঘণ্টা নদীতে কাটিয়েও শূন্য ঝুড়ি নিয়ে ফিরতে হচ্ছে। জালের ক্ষতি আলাদা। নৌকায় তেলের দামও বেড়েছে। সব মিলিয়ে লোকসানের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে।

নদীপাড়ের এক বৃদ্ধ জেলে বললেন, 'গঙ্গা একসময় মায়ের মতো ছিল। এখন যেন রুষ্ট মা। ছেলে ফিরে এসে খালি পেট নিয়ে কাঁদে।'

আবার পরিবেশকর্মী ও নদী বিশেষজ্ঞ তুহিনশুভ্র মণ্ডলের কথায়, 'টানা বর্ষণ ও গঙ্গার জলস্তর বৃদ্ধির ফলে সাগরের ইলিশ নদীতে ঢোকার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। তার ওপর নদীর দূষণ, অবৈধ জাল ফেলা ও নাব্যতা কমে যাওয়া পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। ইলিশের স্বাভাবিক বাসস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এনিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের যৌথভাবে আলোচনা করা দরকার।'

বাজারে আকাশছোঁয়া দাম। কিন্তু কালিয়াচক-৩ ব্লকের গঙ্গা এখন রুষ্ট। যেখানে কখনও প্রতি কেজি ইলিশ ৮০০-১০০০ টাকায় মিলত, এখন সেখানে দাম লাফিয়ে উঠেছে ১৮০০ থেকে ২০০০ টাকায়। সাধারণ মানুষের পাতে ইলিশ এখন প্রায় স্বপ্ন।

রুমি পারভিন নামে এক গৃহিণীর কণ্ঠে আক্ষেপ, 'গত বছরেও একবার ইলিশ রান্না করেছিলাম, এ বছর শুধু নাম শুনছি। বাজারে দাম শুনলেই হাত কাঁপে।' এই পরিস্থিতিতে ইউনুসদের মতো জেলেদের একটাই দাবি, 'আমরা চাই সরকার আমাদের একটু পাশে থাকুক। কেউ যদি একটা বিকল্প কাজ দেয়, অন্তত পরিবারটাকে বাঁচাতে পারব।'

গঙ্গার ঢেউ এখনও আগের মতোই দুলছে। কিন্তু তার বুকের গভীরে হারিয়ে গিয়েছে জীবনের রসদ- ইলিশ। আর সেই স্রোতে ভেসে যাচ্ছে গঙ্গার তীরে হাজারো জেলের জীবনের স্বপ্নও।

রিং বাঁধের দিকে এগিয়ে আসছে গঙ্গা

হরষিত সিংহ

মালদা, ৯ অক্টোবর : ইংরেজবাজারের খাসকোলে গঙ্গা আরও আগ্রাসী হতে পারে। ফলে বিপদ বাড়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না সেচ দপ্তর। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার ভাঙনকবলিত এলাকায় পরিদর্শনে যায় জেলা সেচ দপ্তরের এক প্রতিনিধিদল। রবিদাসপাড়া থেকে রিং বাঁধের দূরত্ব প্রায় দুশো মিটার। এখানে ভাঙন রোধের কাজ না হলে বাঁধের কাছে পৌঁছে যাবে গঙ্গা। স্থানীয় বাসিন্দা আত্তারুল শেখ বলেন, 'গত কয়েকদিন যেভাবে ভাঙন হচ্ছে, তাতে যে কোনও সময় আমাদের বাড়ির তলিয়ে যাবে। তারপরই খেলার মাঠ। মাঠের পরেই রয়েছে বাঁধ। এই মুহূর্তে ভাঙন রোধের কাজ না করলে আমাদের গ্রাম তো তলিয়ে যাবেই সঙ্গে বাঁধের কাছে পৌঁছে যাবে গঙ্গা। কী হবে কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। সব মিলিয়ে আতঙ্কে রয়েছি।'

শুধুমাত্র ইংরেজবাজারের খাসকোল নয়, মানিকচকের কামালতিপুর থেকে ইংরেজবাজার ব্লকের খাসকোল হয়ে মোথাবাড়ি পর্যন্ত গঙ্গার ভাঙন বাড়তে পারে বলেই আশঙ্কা করছে সেচ দপ্তর। প্রায় পাঁচ থেকে ছয় কিলোমিটার এলাকাজুড়ে গঙ্গার স্রোতে ঘূর্ণির ফলে ইংরেজি ইউ আকৃতি হয়ে ভাঙন শুরু হয়েছে। মানিকচকের কামালতিপুর এলাকায় অনেকটাই ভেতরে ঢুকে গিয়েছে গঙ্গা। তার ফলে এবার ইংরেজবাজারের খাসকোল সহ আশপাশের এলাকাতেও ভাঙন শুরু হয়েছে। তবে বৃহস্পতিবার আর নতুন করে ভাঙন হয়নি। গঙ্গা ইতিমধ্যে পৌঁছে গিয়েছে খাসকোলের রবিদাসপাড়ার একেবারে দোরগোড়ায়। পাশেই রয়েছে সামসুদ্দিনপাড়া, কাশীটোলা ও চৌধুরীপাড়া। ভাঙন না হলেও আতঙ্কে রয়েছে এই এলাকায় প্রায়

বাড়ছে উদ্বেগ

- রবিদাসপাড়া থেকে রিং বাঁধের দূরত্ব প্রায় দুশো মিটার
- এখানে ভাঙন রোধের কাজ না হলে বাঁধের কাছে পৌঁছে যাবে গঙ্গা
- মানিকচক ব্লকের কামালতিপুর থেকে খাসকোল পর্যন্ত ভাঙন রোধের কাজের পরিকল্পনা নিচ্ছে সেচ দপ্তর
- গঙ্গার জলস্তর কমে গেলে সেচ দপ্তরের তরফে সমীক্ষার কাজ শুরু করা হবে
- তারপরই রিপোর্ট তৈরি করে রাজ্যের কাছে পাঠানো হবে

৪৫০টি পরিবার। ইতিমধ্যে গ্রামের বাসিন্দারা বিষয়টি প্রশাসনকে জানিয়েছেন। তাঁদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আবেদনও করছেন। কারণ এখন আবার নতুন করে গঙ্গার জলস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামের বাসিন্দা প্রীতি রবিদাস বলেন, 'যে কোনও সময় গোটা গ্রাম তলিয়ে যাবে। আমরা আতঙ্কে রয়েছি।'

মানিকচক ব্লকের কামালতিপুর থেকে খাসকোল পর্যন্ত ভাঙন রোধের কাজের পরিকল্পনা নিচ্ছে সেচ দপ্তর। গঙ্গার জলস্তর কমে গেলে সেচ দপ্তরের তরফে সমীক্ষার কাজ শুরু করা হবে। তারপরই রিপোর্ট তৈরি করা হবে।

Terms and Conditions applied. *Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. *The interest rates, loan amount, down payment, tenure options and EMI are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. *Low EMI offers are applicable for select HMSI models as follows: ₹49/- per day for Shine100 DX ; ₹79/- per day for Shine125, SP125 & CB125 Hornet; ₹1999/- per month for Activa. *Some of the mentioned components of the scheme cannot be clubbed together. *The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. *Offer valid until 31st October 2025. **Instant Cashback up to ₹5000 is available on selected HMSI models for EMI transactions using HDFC Bank credit cards with a minimum transaction value of ₹40000. **An instant cashback of flat ₹2000 is applicable on a minimum full swipe transaction of ₹40000, and flat ₹3000 Instant cashback on a minimum full swipe transaction of ₹75002. **Instant Cashback up to ₹4000 is available on selected HMSI models for EMI transactions made using IDFC Bank credit cards with a minimum transaction value of ₹40000. **The offer is valid on credit card transactions processed through Pine Labs machines only and is applicable for one transaction per card/order during the offer period. **The Instant Cashback offers from HDFC Bank and IDFC Bank are valid until 31st October 2025. ^GST benefit is based on a reduction from 28% to 18% GST on the Ex-showroom price of NX 200. ^The actual savings may vary depending on the selected model and state. Product shown in the picture may vary from actual product available in the market. Accessories shown in the picture are not part of standard equipment.

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) – 122052, India; **Website:** www.honda2wheelersindia.com; **Customer Care:** customercare@honda.hmsi.in

Honda Exclusive Authorized Dealerships: ALIPURDUAR: Kaysons Honda - 9800089052; **BAROBISHA:** Shila Honda - 8918005224; **DHUPGURI:** Shreyansh Honda - 9635889131; **FALAKATA:** Dooars Honda - 9083279221; **BALURGHAT:** G.D. Honda - 8900776111; **GANGARAMPUR:** G.D. Honda - 7063593660; **CHANCHAL:** Santosh Honda - 9933479841; **KALIYAGANJ:** Shyamali Honda - 9800418203; **COOCH BEHAR:** Debnath Honda - 9800505897; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201; Aman honda - 9679285012; Dishan Honda - 7479012072; **KALIACHAK:** M.A. Honda - 9733140140; **KUSHMANDI:** Paul Honda - 9733015894; **BUNIADPUR:** SA Honda - 7980943436; **MALDA:** Narayani Honda - 9733089898; Mehi Honda - 9593555111; **PAKUA:** Laxmi Honda - 8016444505; **RAIGANJ:** Mira Honda - 9749059763; **SILIGURI:** Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 9144411170; Sona Wheels Honda (Shiv Mandir) - 7070709427; **ETHELBARI:** Shree Honda - 9333331093; **JALPAIGURI:** Ratna Automobiles - 9434199165; **MALBAZAR:** Gitanjali Automotives - 8637345924; **MAYNAGURI:** Binaa Automobiles - 7384289555; **HASIMARA:** Kaysons Honda - 9800089052; **ISLAMPUR:** Sunny Sanitary Mart - 973315651; **HALDIBARI:** Rajib Automobiles - 7908766076; **NAXALBARI:** Sunil Motors - 9933829999; **RATUA:** Paresh Honda - 9382757248; **SAMSI:** Puja Honda - 9635292872; **KRANTI:** Balaji Honda - 7363917008; **DALKHOLA:** Sarala Honda - 9153038380.
For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda.hmsi.in

গ্রেপ্তার অপহরণকারী

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৯ অক্টোবর : শুধু শিশু অপহরণকারী নয়, ধৃত আরও নানা অসাধু কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। ধৃত অপহরণকারী ছোটন নাগ হরিশ্চন্দ্রপুর ডেইলি মার্কেট এলাকার বাসিন্দা। সে মাদক কারবারি হিসেবে পরিচিত। পুলিশ সূত্রে খবর, অপর পলাতক অপহরণকারীর নাম সিতেন দাস। সে ভিঙ্গলের বাসিন্দা। প্রাথমিক অনুমান, ওই শিশুটিকে তারা ভালুকা হয়ে বিহার পালিয়ে যাওয়ার ছক কষেছিল। এই ব্যাপারে হরিশ্চন্দ্রপুর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ডাবলু রজক বলেন, অপরাধ দমনে হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশের তৎপরতায় আমরা খুশি। এ প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার বলেন, বুধবার অপহরণের মাত্র ২৫ মিনিটের মধ্যেই হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ নাবালিকা সহ এক অপহরণকারীকে ধরে ফেলে। তবে অপহরণের উদ্দেশ্য এখনও পরিষ্কার নয়। তবে ওই সিভিক ভলান্টিয়ার এবং ভিলেজ পুলিশের তৎপরতার জন্য এবং খবর সংগ্রহ করে পুলিশের টিমকে দেওয়ার ফলেই অপারেশন সফল হয়েছে। বাকি অভিযুক্তর খোঁজে তল্লাশি চলছে।

অন্যদিকে, অপরাধ দমনে পুলিশের বড় বড় অভিযানের তুলনায় ছোট কর্মীদের অবদানও থাকে যথেষ্ট। হরিশ্চন্দ্রপুরে শিশু অপহরণ কাণ্ডে সেটাই প্রকাশ্যে এল। বুধবার হরিশ্চন্দ্রপুরে মোটরবাইকে চেপে তিন বছরের একটি শিশুকে অপহরণ করে দুই দুষ্কৃতী। সেই ঘটনার ২৫ মিনিটের মধ্যে পুলিশের জালে শিশু অপহরণকারী। উদ্ধার হয়েছে সেই শিশুটিও। এর অন্যতম কৃতিত্ব এক সিভিক ভলান্টিয়ার এবং এক ভিলেজ পুলিশের।

গলায় ফাঁস

গঙ্গারামপুর, ৯ অক্টোবর : বুধবার গঙ্গারামপুর থানার কাঁটাতৈড় এলাকার এক তরুণ বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে গলায় ফাঁস দিলেন। ওই তরুণের নাম বিক্রম দাস (২৫)।

সম্প্রতি বিক্রমের স্ত্রী বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন। ওইদিন সন্ধ্যায় বিক্রমের মা বাড়িতে ঢুকে ছেলেকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। এরপর বিক্রমকে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা ওই তরুণকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বৃহস্পতিবার বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠায় গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ।

এই বিষয়ে মৃতের জামাইবাবু চারু দাস বলেন, 'আমার শ্যালক পেশায় রাজমিস্ত্রি ছিলেন। মাঝেমধ্যেই নেশা করে বাড়িতে অশান্তি করত। বিক্রমের স্ত্রী বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন। পরিবারের অন্য সদস্যরা বাড়ির বাইরে ছিল। ওই সময় এমন ঘটনা হয়।'

ঝুলন্ত দেহ

রায়গঞ্জ, ৯ অক্টোবর : বুধবার রাতে টেনহরির লক্ষ্মীমেলা দেখতে গিয়েছিলেন গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের বিষ্ণুপুর গ্রামের এক তরুণ। তারপর আর বাড়ি ফেরেননি তিনি। বৃহস্পতিবার বাড়ির অদূরে একটি জঙ্গলে আম গাছে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান এলাকার বাসিন্দারা। মৃতের নাম সুরজিৎ বর্মন। খবর পেয়ে রায়গঞ্জ থানায় পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে দেয়। বিকেল চারটে নাগাদ ওই তরুণের দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

গ্রেপ্তার এক

কুশমণ্ডি, ৯ অক্টোবর : মানসিক ভারসাম্যহীন এক তরুণীকে ধর্ষণে গ্রেপ্তার হল এক ব্যক্তি। ঘটনাটি কুশমণ্ডির একটি গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাছে। অভিযুক্ত ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রেরই চতুর্থ শ্রেণির সাফাইকর্মী। বুধবার দুপুরে স্থানীয়রা হাতেনাতে ধরে ফেলেন ওই ব্যক্তিকে। অভিযুক্তকে বৃহস্পতিবার গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠান।

শৈশব।। বালুরঘাটে এক পার্কে বৃহস্পতিবার মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

নিহত নেতার বাড়িতে মৌসম

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৯ অক্টোবর : গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে খুন হওয়া হরিশ্চন্দ্রপুর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কংগ্রেসের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ তথা আইনজীবী নরেন্দ্রনাথ সাহার পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম বেনজির নুর। বুধবার সন্ধ্যায় তিনি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের কনুয়া ভবানীপুরে গিয়ে মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানান। তিনি বলেন, 'খুবই দুঃখজনক ঘটনা। আমি মৃতের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি।

তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে গাড়িচালক ইচ্ছাকৃতভাবে ধাক্কা মেরেছে বলে তাঁর সন্দেহ। গাড়িচালকের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের পুরোনো বিবাদের কথাও নরেন্দ্রনাথের স্ত্রী আমাকে বলেছেন।' তিনি যোগ করেন, ' ইতিমধ্যেই আমি জেলা পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলেছি। এই ঘটনার যাতে যথাযথ তদন্ত হয় সেই বিষয়ে নজর রাখা হবে।'

লক্ষ্মীপুজোর রাতে গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে নরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হন আরও চারজন - শেখর সাহা, শশাঙ্ক সাহা, পুলক কুমার ও মনোজ দাস। বুধবার মৌসম আহতদের পরিবারের সঙ্গেও দেখা করেন। মৌসম পরিবারগুলির পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। সাংসদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কৃষি, সেচ ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম, হরিশ্চন্দ্রপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মোশারফ হোসেন।

কোজাগরি লক্ষ্মীপুজোর দিন রাতে এলাকার এক তরুণ বিপদ প্রামাণিকের সঙ্গে গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়েন নরেন্দ্রনাথ। এরপর ওই তরুণ গাড়ি দিয়ে নরেন্দ্রনাথকে পিষে দেন বলে অভিযোগ। এর ফলে নরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। নরেন্দ্রনাথকে বাঁচাতে গিয়ে শেখর, শশাঙ্ক, পুলক এবং মনোজ গুরুতরভাবে আহত হন। বর্তমানে তাঁরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

লক্ষ্মীপুজোর দিনের ওই ঘটনার পর একাধিক বিস্ফোরক তথ্য সামনে এসেছে। অভিযুক্ত গাড়িচালক বিপদের ভাই ২০২২ সালে এক বিবাহিত মহিলার সঙ্গে পরকীয়ায় যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ওই মহিলার স্বামী বিপদের ভাইকে খুন করেছিলেন বলে অভিযোগ। নরেন্দ্রনাথ তখন বিপদের ভাইকে খুনে অভিযুক্ত ব্যক্তিটিকে জামিন পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তখন থেকেই নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিপদের ঝামেলার সূত্রপাত। ঘটনার কয়েকদিন আগে থেকেই বিপদ নরেন্দ্রনাথকে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। প্রতিহিংসার কারণেই নরেন্দ্রনাথকে খুন করা হয়েছে বলে পুলিশের অনুমান।

তবে এই খুনের পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে কি না পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে।

খুনের পর কনুয়া ভবানীপুরের পরিবেশ এখনও থমথমে। উত্তেজিত জনতা যাতে বিপদের বাড়িতে আক্রমণ না করে তাই এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

মৃত নরেন্দ্রনাথের পরিবারের সঙ্গে কথা বলছেন মৌসম নুর।

গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্ট করার 'মিথ্যে' অভিযোগ

বৈষ্ণবনগর, ৯ অক্টোবর : গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্ট করার মিথ্যে অভিযোগ সামনে আসতে পুরোনো এক পারিবারিক বিবাদের ঘটনায় ফের চাঞ্চল্য ছড়াল। বৈষ্ণবনগর থানার পারদেওনাপুর গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। প্রায় চার মাস আগে বদরুল শেখ ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল যে তাঁরা বদরুলের ভাইয়ের স্ত্রীর গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্ট হওয়ার জন্য দায়ী। এই কারণে থানায় তাঁদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগও হয়। অথচ সম্প্রতি জানা গিয়েছে অভিযোগটি মিথ্যা। কারণ ওই বধূ বর্তমানেও গর্ভবতী রয়েছেন। এদিকে, মিথ্যা মামলার জেরে বিপাকে পড়া বদরুল শেখের পরিবার এখন তাই ক্ষোভে ফুঁসছে। অন্যদিকে, যাঁরা অভিযোগ করেছিলেন সেই আনারুল শেখ ও তাঁর স্ত্রীর এবিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। তবে গ্রামবাসীরা প্রশ্ন তুলছেন, মিথ্যে অভিযোগে এক পরিবারকে এমনভাবে অপমান করার পর অভিযুক্তরা কি ছাড় পেয়ে যাবে?

মিথ্যা অভিযোগের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই বদরুল বৈষ্ণবনগর থানায় এনিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তবে পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের সত্যতা যাচাই করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে এটিকে একটি পারিবারিক বিবাদজনিত সংঘাত বলেই মনে করছে পুলিশ। আবার বদরুলের দাবি, 'ভাইয়ের বৌ ও তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে বারবার মামলা তুলে নিতে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে এমনকি ভয়ও দেখানো হচ্ছে। মামলা না তুললে বড় ক্ষতি করে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হচ্ছে।' তাঁর আরও অভিযোগ, 'আগে আমার ভাইয়ের স্ত্রী আমাদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ সাজানো অভিযোগ তুলেছিল। আমরা নিরপরাধ হয়েও কিছু করতে পারিনি। সকলের মধ্যে বদনাম হয়েছে। আত্মীয়স্বজন সবাই দূরে চলে গিয়েছে।'

দুর্ঘটনায় আহত

বুনিয়াদপুর, ৯ অক্টোবর : টোটোর সঙ্গে সাইকেলের ধাক্কায় আহত হলেন সাইকেলচালক। আহতের নাম জাফর মিয়াঁ (৫৫)। তাঁর বাড়ি বংশীহারীর ঝাড়পুকুর এলাকায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে তিনি বাড়ি থেকে সাইকেল নিয়ে বুনিয়াদপুরের উদ্দেশে রওনা হন। ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে পাওয়ার হাউস এলাকায় একটি টোটোর সঙ্গে তাঁর ধাক্কা লাগে। এরপর ওই টোটোচালক প্রভু হালদার আহত সাইকেলচালককে রশিদপুর হাসপাতালে ভর্তি করেন।

বিপাকে সমবায় সমিতি

মোটা অঙ্কের ঋণ নিয়ে উধাও শিক্ষক

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ৯ অক্টোবর : শিক্ষক সমবায় সমিতি থেকে ১৩ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে উধাও এক প্রাথমিক শিক্ষক। স্বাভাবিকভাবে প্রায় দেড় বছরের বেশি সময় ধরে ওই শিক্ষক বন্ধ করেছেন স্কুলে যাওয়াও। তাঁর দেখা মিলছে না নিজের এলাকাতেও। স্কুল না যাওয়ার জন্য ওই শিক্ষকের বেতন বন্ধ করে দিয়েছে শিক্ষা দপ্তর। কিন্তু গঙ্গারামপুর পশ্চিম চক্রের অন্তর্গত কাঁটাতৈর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক অভিষেক বসুর এমন কাণ্ডে বিপাকে পড়েছে শিক্ষক সমবায় সমিতি। কীভাবে শিক্ষককে দেওয়া ঋণের টাকা পরিশোধ হবে, বুঝতে পারছেন না সমিতির কেউই। যেমন বোঝা যাচ্ছে না, ঋণ নেওয়ার পর কেন ওই শিক্ষকের দেখা মিলছে না।

২০২২ সালে দুই দফায় গঙ্গারামপুর প্রাইমারি টিচার্স কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড থেকে ১৩ লক্ষ টাকা ঋণ নেন প্রাথমিক শিক্ষক অভিষেক। ওই বছর মার্চ মাসে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ হিসেবে ১০ লক্ষ টাকা এবং স্বল্পমেয়াদি ঋণ হিসেবে এপ্রিল মাসে নেন ৩ লক্ষ টাকা। প্রথমদিকে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করলেও গত এক বছর ধরে কিস্তির টাকা দিচ্ছেন না বলে অভিযোগ।

খোঁজ নিয়ে সমবায় সমিতি জানতে পারে, দেড় বছর ধরে তিনি স্কুলে যাওয়াও বন্ধ করেছেন। বর্তমানে ওই শিক্ষকের কাছ থেকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ হিসেবে পাওনা ৮ লক্ষ ৫৪ হাজার ৪০০ টাকা এবং স্বল্পমেয়াদি ঋণ রয়েছে ২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। সুদ ধরলে টাকার পরিমাণ আরও বেশি। জানা গিয়েছে, গত ২০ সেপ্টেম্বর হওয়া শিক্ষক সমবায় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় ঋণ খেলাপের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। তাতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় জেলার শিক্ষা মহলে।

যা স্বীকার করে সমবায় সমিতির সভাপতি প্রসেনজিৎ কুণ্ডু বলেন, 'তিনজন শিক্ষক ঋণ বকেয়া রেখেছিলেন।

তাঁদের মধ্যে দুজন টাকা পরিশোধ শুরু করেছেন। অভিষেক বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না। সমিতিতে প্রায় ৬০০-৬৫০ সদস্য রয়েছেন। ঋণ অনাদায়ি থাকলে, তার প্রভাব পড়বে সব সদস্যের ওপরে। তাতে সমিতি কিছুটা বিপাকে পড়বে।' তবে এখনই যে তাঁরা এফআইআর করছেন না, তাও জানান তিনি। বেতন বন্ধ প্রসঙ্গে গঙ্গারামপুর পশ্চিম চক্রের ভারপ্রাপ্ত এসআই মদন বর্মন বলেন, 'ওই শিক্ষক কিছু না জানিয়ে অনেকদিন ধরে স্কুলে যাচ্ছিলেন না। বিষয়টি দেখার জন্য স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক আমাদের কাছে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু নানাভাবে চেষ্টা করেও ওই শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। তাছাড়া চেয়ারম্যানের নির্দেশ রয়েছে কোনও শিক্ষক যদি উইদাউট ইনফরমেশনে তিন মাসের বেশি স্কুলে না যান, তাহলে তাঁর বেতন শূন্য করে দেওয়ার। ওই নির্দেশ অনুসারে গত দেড় বছর ধরে ওই শিক্ষকের বেতন শূন্য করে রিপোর্ট পাঠাচ্ছি।'

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, নির্দিষ্ট হেয়ারিংয়ের দিনে অভিষেক সংসদে উপস্থিত হননি। পরবর্তীতে দেখা করলেও স্কুলে আর যাননি। বিষয়টি জানতে অভিষেকের বাড়িতে যাওয়ার পাশাপাশি ফোন করা হলেও যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। ফলে তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

যা হয়েছে

দীর্ঘমেয়াদি হিসেব ১০ লক্ষ টাকা এবং স্বল্পমেয়াদি খাতে ৩ লক্ষ টাকা ঋণ নেন ওই শিক্ষক

প্রথমদিকে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করলেও এক বছর ধরে বন্ধ রেখেছেন টাকা পরিশোধ

দেড় বছর ধরে স্কুলে না যাওয়ায় ওই প্রাথমিক শিক্ষকের বেতন বন্ধ রেখেছে শিক্ষা দপ্তর

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
সবে মিলে করি কাজ।। জলপাইগুড়ির সরকারপাড়ায় ছবিটি তুলেছেন নীলকমল রায়।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে বঞ্চিত আদিবাসী

বারবার প্রশাসনকে আবেদন, সমাধান অধরাই

মণিশংকর ঠাকুর

তপন, ৯ অক্টোবর : চার বছর ধরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পাচ্ছেন না এক আদিবাসী মহিলা। একাধিকবার প্রশাসনকে বিষয়টি জানালেও সমস্যার সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। অভিযোগকারীর দাবি, তিনি মাস তিনেক আগে জানতে পারেন তাঁর লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা অন্য এক অ্যাকাউন্টে ঢুকছে। এরপর স্বাভাবিকভাবেই তিনি আরও হতাশ হয়ে পড়েন। বৃহস্পতিবার ওই আদিবাসী মহিলা ফের তপন ব্লক অফিসে গিয়ে অভিযোগ জানান। এবার প্রশাসনের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখে সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প থেকে 'বঞ্চিত' ওই মহিলার নাম সোনামণি মুর্মু। তিনি তপন ব্লকের আউটিনা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভালকাদহ গ্রামের বাসিন্দা। অভিযোগের সুরে তিনি বলেন, '২০২১ সাল থেকে আমার অ্যাকাউন্টে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা আসছে না। আমি তিনবার বিডিও অফিসে গিয়েছি। গ্রাম পঞ্চায়েতেও গিয়েছি। কিন্তু কোথাও সুরাহা হয়নি। তিন মাস আগে জানতে পারি আমার নামে স্কিমটি চালু রয়েছে। তবু টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে ঢুকছে। আমার নামে স্কিম থাকলেও কেন টাকা আমার অ্যাকাউন্টে ঢুকছে না, বুঝতে পারছি না। আমার হকের টাকা কারা চুরি করল?'

তপনের বিডিও তীর্থঙ্কর ঘোষ বলেছেন, 'বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে। তদন্ত করে দেখব, কার অ্যাকাউন্টে ওই টাকা যাচ্ছে। কেন প্রকৃত প্রাপক প্রকল্পের টাকা পাচ্ছেন না, আমরা খতিয়ে দেখব।' ব্লক প্রশাসন আরও জানিয়েছে, চলতি বছর অগাস্ট মাসে সোনামণির অ্যাকাউন্ট নম্বর পরিবর্তন করা হয়। তার পরেও তাঁর সেই অ্যাকাউন্টে কোনও টাকা জমা পড়েনি।

বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয় বিরোধী দলের নেতারা। সিপিএমের তপন লোকাল কমিটির সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বিশ্বাসের কথায়, 'যদি একজন আদিবাসী মহিলা চার বছর ধরে এমনভাবে বঞ্চিত হন, তাহলে আরও কতজন প্রাপকের সঙ্গে এমন অনিয়ম হচ্ছে তা তদন্ত করে দেখা উচিত। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দুর্নীতির পর্দা ফাঁস হওয়া দরকার।'

অন্যদিকে, বিজেপির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সাধারণ সম্পাদক গৌতম রায়ের কটাক্ষ, 'রাজ্য সরকার দুর্নীতির ওপর টিকে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দরিদ্র এক আদিবাসী মহিলার প্রাপ্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা লজ্জার বিষয়।'

যদিও তৃণমূলের তপন ব্লকের (গঙ্গারামপুর বিধানসভা) সভাপতি সমীর রাহা বলেন, 'কাগজপত্রের কোনও ভুল তথ্যের কারণে এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। যদি কারও অনৈতিক দখল বা ভুলভ্রান্তি থেকে এই ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে তাঁর বা তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক।'

> বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে। তদন্ত করে দেখব, কার অ্যাকাউন্টে ওই টাকা যাচ্ছে। কেন প্রকৃত প্রাপক প্রকল্পের টাকা পাচ্ছেন না, সব দেখব।
>
> **তীর্থঙ্কর ঘোষ** বিডিও

অ্যাসিড পান

পুরাতন মালদা, ৯ অক্টোবর : পারিবারিক অশান্তি, হতাশা এবং মদ্যপানের জেরে অ্যাসিড পান করলেন এক ব্যক্তি। সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট কাদিরপুর গ্রামের ঘটনা। ওই ব্যক্তির নাম জিতেন মণ্ডল (৪২)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জিতেন প্রতিদিন মদ্যপান করতেন। বুধবার রাত ১১টা নাগাদ একই কারণে অশান্তি শুরু হয়। পরিবারের দাবি, এরপর রাগের মাথায় তিনি শৌচালয় পরিষ্কার করার অ্যাসিড পান করেন।

শ্লীলতাহানি

কুমারগঞ্জ, ৯ অক্টোবর : মঙ্গলবার দুই তরুণ বরাহর এলাকায় তাঁর মা এবং বোনের শ্লীলতাহানি করেছেন, এই মর্মে সুভাষ পাল বৃহস্পতিবার কুমারগঞ্জ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযুক্ত দুই তরুণের নাম আবির সিংহ রায় এবং রূপম দাস। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নিম্নমানের কাজ, প্রশাসনের দ্বারস্থ কাউয়ামারি

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৯ অক্টোবর : কাজ এখনও শেষ হয়নি। তার আগেই কোটি টাকায় তৈরি পেভার্স ব্লকের রাস্তা ভাঙতে শুরু করেছে। বিভিন্ন জায়গায় পেভার্স ব্লক উঠে আসছে বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, শিডিউল মেনে গার্ডওয়ালও নির্মাণ করা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে বুধবার বিকেলে রাস্তা তৈরিতে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখান হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের কাউয়ামারি গ্রামের বাসিন্দারা। এরপর সঠিকভাবে রাস্তা নির্মাণের দাবিতে প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন গ্রামবাসীরা। বৃহস্পতিবার প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে তাঁরা এই নিয়ে অভিযোগপত্র জমা দেয়।

যদিও হরিশ্চন্দ্রপুর এক নম্বর ব্লকের বিডিও সৌমেন মণ্ডল বলেন, 'এ বিষয়ে আমাকে কেউ এখনও অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় কোটি টাকার রাস্তা নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ। ওই এলাকায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে ১ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬০০ মিটার রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, শুরু থেকেই নিয়ম মেনে কাজ হচ্ছে না। নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে।

রাস্তাটি ১৬ ফুট চওড়া করার কথা থাকলেও ৯ ফুট চওড়া হয়েছে। রাস্তার ধারে জলাশয় থাকার ফলে গার্ডওয়াল নির্মাণের দরকার। কিন্তু সেটাও করা হয়নি। তার ওপর দুই মাস ধরে বন্ধ কাজ। এই অবস্থাতেই পেভার্স ব্লক উঠতে শুরু করেছে। যা নিয়ে এলাকায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা সাইদুর রহমানের কথায়, 'প্রথম থেকে ঠিকাদারি সংস্থাকে বিষয়টি জানিয়ে আসছি। আমরা এলাকার প্রশাসনিক কর্তা এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীকেও অভিযোগ করেছি। কিন্তু কেউ কোনও পদক্ষেপ করেননি।' বরং এই রাস্তা নির্মাণের দুর্নীতি নিয়ে অভিযোগ করতে গেলে ঠিকাদারি সংস্থার তরফে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আরেক বাসিন্দা মাস রেকুল আলম। তাঁর কথায়, 'এই দুর্নীতিতে বড় বড় মাথা জড়িয়ে আছে।'

এদিকে, ওই রাস্তা ঘটা করে শিলান্যাস করে গিয়েছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেন। রাস্তার বেহাল পরিস্থিতি দেখে অনেকেই বিধায়কের সমালোচনা করছেন।

যদিও তজমুলের সাফাই, ঘটনার কথা আমি জানি না। তবে খোঁজ নিয়ে দেখছি কী হয়েছে।

হরিশ্চন্দ্রপুরের রাস্তা নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ।

এখনও পড়ে প্রতিমার কাঠামো, পুকুরে দূষণ

গৌতম দাস

গাজোল, ৯ অক্টোবর : দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজোর শেষে বিসর্জনের পালাও সাঙ্গ হয়েছে বেশ কয়েকদিন আগে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বেশ কিছু পুকুর থেকে তোলা হয়নি প্রতিমার কাঠামো এবং আনুষঙ্গিক কিছু অঙ্গাবরণ। ফলে প্রতিমা তৈরির খড়, কাপড়, মারাত্মক রাসায়নিক রং জলে মিশে দূষণ ছড়াতে শুরু করেছে। পুকুরপাড়ের বাসিন্দা সহ সাধারণ মানুষের দাবি, অবিলম্বে তুলে ফেলা হোক এই সমস্ত বস্তু। যদিও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আশ্বাস দিয়েছেন, অতি দ্রুত পুকুরের মধ্যে পড়ে থাকা কাঠামো সহ বর্জ্য তুলে ফেলার কাজ শুরু হবে।

গাজোলের শহর এলাকার যে সমস্ত পুকুরে প্রতিমা বিসর্জন হয় তার মধ্যে অন্যতম কালীদিঘি। নিয়ম মেনে এবারও সেখানে বিসর্জন হয়েছে প্রচুর দুর্গা এবং লক্ষ্মী প্রতিমার। কয়েকটি প্রতিমার কাঠামো পাড়ে তোলা হলেও, এখনও বেশিরভাগ কাঠামোই ডুবে রয়েছে জলে। ফলে কাঠামো তৈরির খড় ও আনুষঙ্গিক জিনিস পচে গিয়ে দূষণ ছড়াতে শুরু করেছে। অবিলম্বে এগুলি জল থেকে তুলে ফেলার জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ।

এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে গাজোল পরিবেশ রক্ষা সমিতির সভাপতি প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, 'প্রশাসনিক সদিচ্ছা থাকলেই খুব সহজেই একাজটা করে ফেলা যায়। এই বিষয়ে আমাদের সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব ছিল। আমরা প্রশাসনকে বলেছিলাম, পুজোর জন্য সরকার থেকে প্রচুর টাকা অনুদান দেওয়া হচ্ছে ক্লাবগুলোকে। বিসর্জনের পরপরই প্রতিমাগুলো জল থেকে তোলার জন্য শ্রমিকের দরকার পড়ে। এক্ষেত্রে ক্লাবগুলোর কাছ থেকে সামান্য কিছু টাকা খরচ হিসেবে নেওয়া যেতেই পারে। কিন্তু পুজোর আগে প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে সভা হয় তাতে আমাদের ডাকাই হয় না। সভায় উপস্থিত থাকলে আমরা আমাদের প্রস্তাব পেশ করতে পারতাম। প্রতিমার কাঠামো জল থেকে তোলা না হলে পুকুরের জল যে দূষিত হবে একথা সবাই বোঝেন।' পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন বললেন, 'দুই-একদিনের মধ্যেই কাঠামোগুলো জল থেকে তুলে ফেলার কাজ শুরু করব আমরা। একই সঙ্গে ছটপুজোর জন্য পুকুরপাড় সংস্কারের কাজও শুরু হবে। এই বিষয়ে বিডিওর সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করছি'। গাজোল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রদ্যুৎকুমার সরদার বললেন, 'বিসর্জনের পরপরই অন্য বছরগুলিতে জল থেকে কাঠামো সাধারণত আমরা তুলে ফেলি। কিন্তু বিসর্জনের পরে কয়েকদিন আবহাওয়া খারাপ থাকায় সেই কাজ করে উঠতে পারিনি। এই কাজ যে শ্রমিকরা করেন তাঁরাও অনুপস্থিত ছিলেন। দুই-একদিনের মধ্যেই আমরা সমস্ত কাজটা করে দেব।'

কালীদিঘিতে পড়ে কাঠামো। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ।

স্বামীর নালিশ

মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে স্বামীর সঙ্গে চূড়ান্ত অভব্যতা করার অভিযোগ উঠেছে এক মহিলার বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে সার্ভে পার্ক থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তাঁর স্বামী।

স্টেশনে গাঁজা

বৃহস্পতিবার নৈহাটি স্টেশনে ১০০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে রেল পুলিশ। ওই গাঁজা পাচারের অভিযোগে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তরুণের দেহ

বন্ধুর জন্মদিনে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন এক তরুণ। এই নিয়ে দমদম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন তাঁর পরিবারের লোকজন। বৃহস্পতিবার ওই তরুণের দেহ জঞ্জালের স্তূপ থেকে উদ্ধার হয়েছে।

বদলি দাবি

শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির দ্বারস্থ হচ্ছেন ২০২১ সালে নিযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তাঁদের দাবি, বাড়ি থেকে দূরে কর্মরত শিক্ষকদের নিজেদের জেলায় বদলি করা হোক। শিক্ষামন্ত্রীর দ্বারস্থ হবেন তাঁরা।।

‘সাত দিনে’ এসআইআর

সিইও’র কড়া সমালোচনা মমতার

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরের নামে কার্যত এনআরসি করতে চাইছে নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার বিকালে নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক থেকে এই অভিযোগই তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিকে উৎসবের মরশুম, অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে বিপর্যয় চলা সত্ত্বেও এই সময়কে এসআইআরের জন্য কেন বেছে নেওয়া হল, তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। এদিনও ফের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা’র নাম না করে তাঁকে ‘মিরজাফর’ তকমা দিয়ে মমতা বলেন, ‘একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলছেন দেড় কোটি ভোটারের নাম নাকি বাদ দেবেন। এইসব কার নির্দেশে হচ্ছে? এর পিছনেও কি মিরজাফর আছে? পার্টি অফিসে বসেই কি তিনি এই কাজ করবেন? উত্তরবঙ্গে বিপর্যয়ে অনেকের কাগজপত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাঁরা কী করে এত দ্রুত কাগজ জমা দেবেন?’ এরপরই হুঁশিয়ারির সুরে মমতা বলেন, ‘একজন ভোটারের নামও হরণের চেষ্টা করবেন না। মনে রাখবেন, এটা বাংলা। এটা এসআইআর নয়, এনআরসি। এই মিরজাফর যদি কিছু করতে আসেন, মনে রাখবেন অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে।’

এই প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের নাম না করে তাঁকেও হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ‘জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে আমরা নিরপেক্ষ বলে মনে করি। কিন্তু এখানকার মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক বেড়ে খেলার চেষ্টা করছেন। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। রাজ্যের সিইওর বিরুদ্ধে

> জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে আমরা নিরপেক্ষ বলে মনে করি। কিন্তু এখানকার মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক বেড়ে খেলার চেষ্টা করছেন। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। রাজ্যের সিইওর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে। সময় হলে বলব। তিনি দুর্নীতিতে অভিযুক্ত। এসআইআরের নাম করে এনআরসি চালুর চেষ্টা করা হচ্ছে?
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

অনেক অভিযোগ আছে। সময় হলে বলব। তিনি নিজে নানা দুর্নীতিতে অভিযুক্ত। এখনও তো ভোট ঘোষণা হয়নি। তাহলে কীসের ভিত্তিতে এভাবে জেলায় জেলায় বৈঠক করছে কমিশন। এসআইআরের নাম করে এনআরসি চালুর চেষ্টা করা হচ্ছে?’ এদিন মমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘আগুন নিয়ে খেলবেন না। মনে রাখবেন, বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে হেরে গিয়ে ব্রিটিশরা দেশের রাজধানী দিল্লিতে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। তাই বাংলাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করবেন না।’

নদিয়ার দুই নাগরিক কয়েকদিন আগেই এনআরসির নোটিশ পেয়েছেন। সেই তথ্য জানিয়ে এদিন মমতা বলেন, ‘এসআইআরের নামে কেন এনআরসির নোটিশ পাঠানো হল? কোন অধিকারে বাংলার মানুষকে অসম সরকার এই নোটিশ পাঠাচ্ছে? সামনে এসআইআর পিছনে কী? এনআরসি করবেন গায়ের জোরে? কোনওদিন পারবেন না।’ বিজেপিকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এসআইআরের নামে ভোট কাটার ষড়যন্ত্র চলছে। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে গৈরিকীকরণের কাজ শুরু হয়েছে। আপনারা সবসময় বাংলাকে বঞ্চিত করবেন, আর ভোট এলেই আপনাদের মানুষের মধ্যে লড়াই শুরু করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন?’ এদিনই উপ নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতীর নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দল কোলাঘাটে বিএলওদের নিয়ে বৈঠক করেছে। সেখানেও বিএলওদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিএলএ কম, কবুল শুভেন্দুর

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : এসআইআরে বুথভিত্তিক সমীক্ষায় সব বুথে দলের এজেন্টই দিতে পারবে না বিজেপি। নিজের মুখেই এদিন কবুল করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের মুসলিম প্রধান এলাকার বুথে দলের কোনও কর্মী বা সংগঠন না থাকার কথাও মেনে নিয়েছেন তিনি। তা সত্ত্বেও শুভেন্দুর দাবি, রাজ্যে এসআইআর সঠিকভাবে হলে তৃণমূলকে টেক্কা দেওয়া অসম্ভব নয়। এসআইআর হলে রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে ১ কোটিরও বেশি নাম বাদ যাবে। তা হলে ’২৬-এর বিধানসভা ভোটে ড্যাং ড্যাং করে রাজ্যে ক্ষমতায় চলে আসবে বিজেপি। এমনটাই দাবি তাঁর। শুভেন্দুর মতে, গত ১০ বছরে এরাজ্যে আসা বাংলাদেশি মুসলিমদের ভুয়ো আধার কার্ড দিয়ে ভোটব্যাংক বানিয়েছে তৃণমূল। এসআইআর হলে ভোটার তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ গেলে ভোটে ভরাডুবি হবে তৃণমূলের। শুভেন্দু বলেন, গত লোকসভা ভোটে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির ব্যবধান মাত্র ২২ লাখ। তাও ডায়মন্ড হারবার মডেল, কেষ্ট মডেল বা সিতাই, শীতলকুচি মডেল করে।

বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার বিষয়টিকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে জেলায় জেলায় দলের কর্মীদের এসআইআরের জন্য প্রস্তুত হতে বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা থেকে সুনীল বনসলরা। ’২৬-এর নির্বাচনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তাকেই গুরুত্ব দিয়ে এদিনও রাজ্য ও জেলার বাছাই করা নেতৃত্বের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করছেন নির্বাচনি বিশেষ পর্যবেক্ষক ভূপেন্দ্র যাদব ও বিপ্লব দেবরা। অথচ এদিন সেই বৈঠকের দিনেই শুভেন্দু কবুল করলেন এসআইআরের জন্য সব বুথে দলের এজেন্ট দিতে পারবে না বিজেপি। বিধানসভার বাইরে তিনি বলেন, ‘রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধি বিএলএ-টু সব বুথে থাকতে পারবেন কি না তা নিয়ে আশঙ্কা আছে। বিএলও’রাও সব বুথে প্রাণ বাঁচিয়ে বিহারের মতো নির্ভয়ে কাজ করতে পারবেন কি না তারও আশঙ্কা আছে।’ যদিও তার জন্য এরাজ্যের বিশেষ পরিস্থিতিকে ঢাল করেছেন তিনি। রাজ্যের প্রায় ৯৪ হাজার বুথের মধ্যে কমবেশি ৩৫ হাজার বুথে সংখ্যালঘুরাই নির্ণায়ক শক্তি।

অথচ শুভেন্দুই বলছেন, ‘মুসলিম বুথগুলিতে আমাদের কর্মী নেই। তার বাইরে বাকি এলাকায় দলের কর্মীদের বাঁচিয়ে রেখে যাতে দলের এজেন্ট দেওয়া যায়, তার চেষ্টা করব।’ শুভেন্দুর দাবি, বিহারের মতো এখানে সরকার ও প্রশাসন এসআইআরের কাজে সাহায্য করবে না, তাই প্রধান বিরোধী দল হিসেবে তাঁরা শুরু থেকে ভোটার তালিকা চূড়ান্ত হওয়া পর্যন্ত সজাগ থাকবেন। পর্যবেক্ষকদের মতে, সব বুথে এজেন্টই দিতে পারবে না বলে কবুল করার পর এত খেলা শুরুর আগে তৃণমূলকে ওয়াকওভার দিয়ে দেওয়ার মতোই হল।

দুরন্ত ঘূর্ণির এই লেগেছে পাক... *বৃহস্পতিবার কলকাতায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।*

ডোমকলে পাকড়াও ছয় অনুপ্রবেশকারী

পরাগ মজুমদার

ডোমকল, ৯ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদে পুলিশের জোড়া অভিযানে পাকড়াও ছয়জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। প্রথমে ডোমকল মহকুমার হারুডাঙ্গা এলাকা থেকে চারজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম মহম্মদ তারিকুল ইসলাম, মহম্মদ জসিমুদ্দিন, মহম্মদ নুর ইসলাম ও মহম্মদ রবিউল ইসলাম। সকলের বয়স একুশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। তাদের বাড়ি বাংলাদেশের রাজশাহি জেলার গোদাগাড়ি এলাকায়। অন্যদিকে, ভাতসালা থেকে আকাশ শেখ ও রবি শেখ নামে দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারা বাংলাদেশের করিমগঞ্জ জেলার কিশোরগঞ্জের বাসিন্দা। ধৃতদের মধ্যে প্রথম চারজনকে কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় লালবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। আকাশ ও রবির ক্ষেত্রেও একই নির্দেশ দেয় বহরমপুর জেলা আদালত।

পুলিশের কাছে খবর ছিল, কালীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে বেশ কয়েক মাস ধরে ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে চারজন অনুপ্রবেশকারী। সেই অনুযায়ী পুলিশের একটি দল ওই এলাকায় অভিযান চালায়। প্রথমে যদিও তারা নানা অজুহাত দিয়ে আত্মপরিচয় গোপন করার চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশের জেরায় সব স্বীকার করে। ওই চার জন আত্মীয়পরিজনের বাড়িতে লুকিয়ে ছিল বলে প্রাথমিক জেরায় জানিয়েছে।

ভাতসালা এলাকা থেকে ধৃত আকাশ ও রবি আবার বাংলাদেশে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল। তাদের সে পরিকল্পনা ভেস্তে যায় পুলিশের তৎপরতায়। ভাতসালা মোড়ে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে আকাশ ও রবিকে জেরা শুরু করে পুলিশ। এরপরই তারা অনুপ্রবেশের বিষয়টি স্বীকার করে নেয়। তাদের ব্যাগ থেকে বাংলাদেশের সিম কার্ড, মোবাইল ফোন সহ বেশ কিছু বাংলাদেশি কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়।

ভাড়া কমল বিমানের

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া ধমকের পর কমল কলকাতাগামী বিমানের ভাড়া। দুর্যোগ পরিস্থিতিতে বাগডোগরা থেকে কলকাতাগামী বিমানের ভাড়া অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়াকে ‘বৈষম্য’ বলে বুধবার দাগিয়ে দিয়েছিলেন মমতা। তারপরই নড়েচড়ে বসে এয়ারলাইন্স সংস্থাগুলি। বৃহস্পতিবার দেখা গেল, যেসব এয়ারলাইন্সের ভাড়া ছিল ১৬ হাজার থেকে ৩৯ হাজার টাকা পর্যন্ত, সেইসব ভাড়া কমে দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার, ৪ হাজার টাকায়। কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য এখনও ভাড়া রয়েছে ৮-১২ হাজার টাকার মধ্যে। শাসক শিবির এই ঘটনাকে মুখ্যমন্ত্রীর ধমকের প্রভাব মনে করলেও বিমান সংস্থাগুলির বক্তব্য অন্য কথা বলছে।

তাদের মতে, বিমানের ভাড়া কমার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। চাহিদা বাড়লে ও বিমানের সংখ্যা সীমিত থাকলে দাম বাড়া স্বাভাবিক। দুর্যোগের সময় বিশাল সংখ্যক মানুষ কলকাতায় ফিরে আসতে চাইছিলেন। সেই কারণেই দাম বেড়েছিল। এখন চাহিদা কমে যাওয়ায় দাম কমেছে। অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রকের কর্তাদের ব্যাখ্যা, দেশের এয়ারলাইন্সগুলি বেসরকারি হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার তাদের ওপর যথেষ্ট নজর রাখে। তাই ভাড়া মাত্রাতিরিক্ত বাড়ানো বা কমানো কোনওটাই নিজেদের ইচ্ছামতো সম্ভব নয়। যত আসন ভর্তি হবে, ভাড়া ততই বাড়বে। আর তা পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করে এয়ারলাইন্সগুলি।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিকে কোর্টে চ্যালেঞ্জ

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : প্রাথমিকে নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করল টেট অনুত্তীর্ণদের একাংশ। সম্প্রতি ১৩৪২১ শূন্য পদে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল পর্ষদ। আগামী সপ্তাহে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। এই প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার ২০১৭ ও ২০২২ সালের টেট অনুত্তীর্ণদের একাংশ কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, ২০১৭ এবং ২০২২ সালের টেটে প্রশ্ন ভুলের মামলার এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। ওই দুটি টেটে প্রায় ২০টি প্রশ্ন ভুল রয়েছে। আবেদনকারীরা সেই নম্বর পেলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে চাইছেন তাঁরা। আদালত মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি ওম নারায়ণ রাই। পরে পুজো অবকাশকালীন বেঞ্চে মামলা শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

আবেদনকারীদের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন, ‘প্রশ্ন ভুলের মামলা এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। ওই দুই টেটে প্রশ্ন ভুল হয়েছে কিনা সেই সিদ্ধান্তে আসার আগেই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হলে অনেকেই আবেদন করতে পারবেন না। ভুল প্রশ্নের জন্য অনেকে নম্বর পেয়ে পাশ করতে পারেন।’ ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থী মোহিত করাতির কথায়, ‘আদালতের মামলার জন্য নিয়োগ স্থগিত যেন না রাখা হয়, আমরা সেটাই চাইব।’

বিপর্যয়ে গৃহহীনদের আগে বাড়ি বরাদ্দ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের গৃহহারাদের বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। ডিসেম্বরেই বাংলার বাড়ি প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৬ লক্ষ পরিবারকে বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হবে বলে আগেই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মতো পুজোর পর সমীক্ষার কাজও শুরু হয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে উত্তরবঙ্গে বিপর্যয়ে প্রচুর মানুষ গৃহহারা হয়েছেন। তাই নবান্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, নতুন ১৬ লক্ষ পরিবারের মধ্যে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে উত্তরবঙ্গে বিপর্যস্ত পরিবারগুলিকে। যাঁরা গৃহহীন হয়েছেন, তাঁদের তালিকা তৈরি করে চলতি মাসেই পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। ওই তালিকা যাচাইয়ের পর ডিসেম্বরেই তাঁদের প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে মুখ্যসচিব ছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিব উপস্থিত ছিলেন। ওই বৈঠকে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, ‘আমি উত্তরবঙ্গে আছি। এখানকার পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছি। পরবর্তী সিদ্ধান্তের কথা মুখ্যমন্ত্রী নিজেই জানাবেন।’ পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘রাজ্য সরকার বরাবরই মানবিক মুখ দেখিয়েছে। উত্তরবঙ্গের ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে যে রাজ্য সরকার রয়েছে, তা মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাই উত্তরবঙ্গের মানুষের পাশে দাঁড়াতে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার তা মুখ্যমন্ত্রী নিচ্ছেন।’

আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন। এরই মধ্যে উত্তরবঙ্গের বিপর্যয়ের দিনই কলকাতার দুর্গাপুজোর কার্নিভালে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি থাকা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক হয়েছে। তাই এখানকার গৃহহীনদের ঘর তৈরি করে দিয়ে তৃণমূল ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা করছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

ত্রাণ পাঠাচ্ছেন সৌরভ

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : উদ্যোগ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। উদ্দেশ্য প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গে ত্রাণ পাঠানো। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো। আর সেই উদ্যোগে মহারাজের সঙ্গে সামিল ঐতিহ্যশালী ইস্কন থেকে শুরু করে বেশ কয়েকটি বহুজাতিক সংস্থা। আজ বিকেলে মধ্য কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে নতুন একটি বহুজাতিক কোম্পানির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। সেখান থেকেই এই ঘোষণা করেন তিনি। পরে এই বিষয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে মহারাজ বলেছেন, ‘ওখানকার অবস্থা সাংঘাতিক। বহু মানুষ সমস্যায় রয়েছেন। আমরা সেইসব মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ত্রাণ পাঠাচ্ছি। কলকাতা থেকে কালই থেকেই সেই ত্রাণ পাঠানোর কাজ শুরু হয়ে যাবে।’

দলের নেতার হাতে প্রহৃত সিপিএম কর্মী

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : দলের অভ্যন্তরে ভুল সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করায় সিপিএম নেতার হাতে সিপিএম কর্মী আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ উঠল উত্তর ২৪ পরগনার খড়দায়। সম্প্রতি দলীয় হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে একটি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন সিপিএম কর্মী সৌমিত্র আচার্য। তিনি কল্যাণনগর এলাকার বাসিন্দা। তার পরেই দলীয় নেতা উত্তম বণিক ও ননীগোপাল দাস তাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেন বলে অভিযোগ। তবে দলের নির্দেশে বিষয়টিকে এড়িয়ে গেলেও বুধবার রাতে তিনি বাড়ি ফেরার সময় দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হন। তাঁর অভিযোগ, তিনজন দুষ্কৃতী তাঁকে রাস্তায় ফেলে লোহার রড দিয়ে মারধর করেছে। এই ঘটনার নেপথ্যে উত্তম ও ননীগোপাল জড়িত রয়েছেন।

বর্তমানে সিপিএমের সাংগঠনিক পরিস্থিতি তলানিতে ঠেকেছে। বুথ থেকে শাখা স্তরে কর্মী পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দলের অন্দরে চর্চা, ইতিমধ্যে নীচু তলার কর্মীদের টানার চেষ্টা করছে বিজেপি। তাই সংঘ পরিবার ও বঙ্গ বিজেপি কুপ্রভাব নিয়ে দলীয় কর্মীদের পাঠদান শুরু করতে চাইছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। এই পরিস্থিতিতে দলীয় সহকর্মীদের দ্বারা দলীয় কর্মীর আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা অস্বস্তিতে ফেলেছে দলকে। আক্রান্ত কর্মী বলেন, ‘বিরোধী দলের কোনও নেতা-কর্মী আজ পর্যন্ত নিগ্রহ করেনি। কিন্তু নিজের দলের লোকের থেকে এভাবে নিগৃহীত হয়ে খারাপ লাগছে।’ ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত সিপিএম নেতা উত্তম পলাতক।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন মালদা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মালদা - এর একজন বাসিন্দা সঞ্জিত বিশ্বাস - কে 12.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 75C 63811 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার হৃদয় অপরিসীম আনন্দে ভরে উঠেছে যা শব্দে ব্যাক্ত করা খুবই কঠিন। এটি শুধুমাত্র সম্ভবপর হয়েছে ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কারণে। তারা আমাকে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সঠিক অভিমুখের সন্ধান দিয়েছে এবং আমি এই সুযোগটি বুদ্ধিমানের সহিত প্রয়োগ করবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজ্ঞাপিত তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

আপনার পুরানো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে রাখা টাকার বিষয়ে ভুলে গেছেন?

আপনার যা সঞ্চিত আছে তা পুনরুদ্ধার করতে আরবিআই আপনাকে সাহায্য করবে।

আপনার ব্যাঙ্কে জমা থাকা নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্ট (2 বছরের বেশি এবং 10 বছরের বেশি সময় ধরে থাকা নিষ্ক্রিয়) / দাবি না করা ডিপোজিট (10 বছরের বেশি) থেকে অর্থরাশি আরবিআই-এর ডিইএ ফান্ডে স্থানান্তরিত হয়। আপনি অথবা আপনার আইনি উত্তরাধিকারীরা যে কোনো সময় এটি দাবি করতে পারেন।

3টি সহজ স্টেপে আপনার অর্থরাশির জন্য দাবি জানান

1. আপনার ব্যাঙ্কের যে কোনো শাখায় যান, সেটি আপনার রেগুলার শাখা না হলেও হবে
2. কেওয়াইসি নথিপত্র (আধার, পাসপোর্ট, ভোটার আইডি বা ড্রাইভিং লাইসেন্স) সহ একটি ফর্ম জমা দিন
3. ভেরিফিকেশনের পরে, আপনার টাকা সুদ সহ, যদি থাকে, উপলব্ধ করুন

আপনার দাবি না করা ডিপোজিট প্রাপ্ত করার জন্য

আপনার ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট অনুসন্ধান করুন বা আরবিআই-এর UDGAM পোর্টাল (https://udgam.rbi.org.in)-এ দেখুন বর্তমানে 30টি ব্যাঙ্ক এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত।

অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর 2025 পর্যন্ত দেশের সমস্ত জেলায় দাবিকৃত সম্পদের উপর পরিচালিত বিশেষ শিবিরগুলিতে (স্পেশাল ক্যাম্পগুলিতে) যান।

আরও বিশদ তথ্যের জন্য, ভিজিট করুন https://rbikehtahai.rbi.org.in-এ
প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য, লিখে পাঠান rbikehtahai@rbi.org.in
কিউআর কোড স্ক্যান করুন
অফিসিয়াল হোয়াটস্অ্যাপ নং. 99990 41935

জনস্বার্থে প্রচারিত সৌজন্যে
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৪০ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৩ আশ্বিন ১৪৩২

নজরে বিহার

মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের এক বছরের মাথায় হতে চলেছে বিহার বিধানসভার ভোট। দু'দফায় ভোটগ্রহণ হবে ৬ ও ১১ নভেম্বর। ফল ঘোষণার নির্ধারিত দিন ১৪ নভেম্বর। মহারাষ্ট্রে 'ইন্ডিয়া' জোটের ভরাডুবি হয়েছিল। বিহারে এখন প্রশ্ন, আরজেডি ও কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন 'ইন্ডিয়া' জোট কি পারবে জেডিইউ-বিজেপি'র জোট সরকারকে হটাতে? নাকি দু'দশকের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ফের বিহারের ক্ষমতায় ফিরবেন?

এই দুই পক্ষ ছাড়াও বিহারে আসরে রয়েছে ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোরের জন সুরাজ পার্টি। দলটি বিহারের ভোটে বড় ফ্যাক্টর হতে পারে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের দাবি, এসআইআর থেকে শুরু করে ১৭টি নয়া নিয়ম বিহারের ভোটকে 'মডেল' হিসেবে চিহ্নিত করে রাখবে। সেই প্রেক্ষিতে বিহারের ভোট কমিশনের কাছেও অগ্নিপরীক্ষা।

কোভিড অতিমারির পর সর্বপ্রথম বিহার বিধানসভারই নির্বাচন হয়েছিল ২০২০-র অক্টোবর-নভেম্বরে। ২৪৩ আসনের বিধানসভায় সেবার জেডিইউ নেতা নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে এনডিএ পেয়েছিল ১২৫টি। অন্যদিকে, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের নেতৃত্বাধীন 'ইন্ডিয়া' জোট জেতে ১১০ আসনে। নীতীশ প্রথমে বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার গড়েন। কয়েক মাসের মধ্যে বিজেপি-জেডিইউ মতভেদ দেখা দেয়। বিজেপির সঙ্গ ছেড়ে আরজেডির হাত ধরেন নীতীশ।

সেই নতুন সরকারে উপমুখ্যমন্ত্রী হন তেজস্বী। কিন্তু কিছুদিন পর নীতীশ-তেজস্বী'র ঝামেলা শুরু হয়। শেষমেশ আবার পদ্মের হাত ধরেন নীতীশ। গত ২৪ জুন বিহারে এসআইআর শুরু হওয়ার পর শোরগোল বাধে দেশজুড়ে। ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়া নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা হয়। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব যৌথভাবে রাজ্যের ১৭টি জেলায় 'ভোটার অধিকার' যাত্রা করেন।

বিহারে এসআইআর চলাকালীন বারবার শীর্ষ আদালতের ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়েছে কমিশনকে। কারণ পরিচয়পত্র হিসেবে কমিশনের নির্দিষ্ট ১১টি নথির তালিকায় আধার কার্ড ছিল না। ফলে বিহারের সাধারণ মানুষের চরম ভোগান্তি হয়। জুলাই থেকে অগাস্টের মধ্যে বিভিন্ন মামলার শুনানি চলাকালে কমিশন অন্তত চারবার বিচারপতিদের ধমক খেয়েছে। শেষপর্যন্ত আধারকে পরিচয়পত্র হিসেবে ১২ নম্বর নথির মান্যতা দিতে বাধ্য হয়েছে কমিশন।

৩০ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকায় বিহারের মোট ভোটার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭ কোটি ৪২ লক্ষ। তবে এনডিএ এবং 'ইন্ডিয়া'- দুই জোটেই আসন ভাগাভাগি নিয়ে অশান্তি চলছে। আরজেডি-কংগ্রেস শুরুতে উঠেপড়ে লাগলেও আসন ভাগ নিয়ে ঝামেলা বাধে তাদের মধ্যে। আবার তেজস্বী মুখ্যমন্ত্রী মুখ কি না, তা নিয়েও ধন্দে 'ইন্ডিয়া' জোট। তার ওপর সিপিআই (এমএল) লিবারেশন মাত্র ১৯টি আসন পেয়ে চূড়ান্ত হতাশ। এনডিএ-তেও ক্ষুব্ধ চিরাগ পাসোয়ানের লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস) প্রয়োজনে পিকে'র দলের সঙ্গে জোট গড়ার হুমকি দিয়ে রেখেছে।

শাসক ও বিরোধী- দু'পক্ষেই সমস্যা বিস্তর। তবে এনডিএ শিবির তুলনামূলক কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায়। খয়রাতি রাজনীতির কারণে রাজ্যের মহিলা ভোটারদের মধ্যে নীতীশ কুমারের অসম্ভব জনপ্রিয়তা আছে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর চালু হয়েছে 'মুখ্যমন্ত্রী রোজগার যোজনা।' আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত দিয়ে সূচনা হওয়া এই প্রকল্পে রাজ্যের ৭৫ লক্ষ মহিলার অ্যাকাউন্টে এককালীন দশ হাজার টাকা জমা পড়েছে।

কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা নীতীশ সরকারকে কটাক্ষ করে বলেছেন, 'শুধুমাত্র বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকারের এককালীন টাকা দেওয়ার এই প্রকল্প। সরকার নিয়মিত দিয়ে দেখাক।' নীতীশের অবশ্য দাবি, রাজ্যের প্রতিটি পরিবারে একজন করে মহিলাকে জীবিকা অর্জনে সহায়তা দেওয়া এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। খয়রাতি-রাজনীতিকে হাতিয়ার করে নীতীশ এবারেও ভোট বৈতরণি পেরোবেন নাকি বাজিমাত করবে ইন্ডিয়া, সেটাই এখন দেখার।

অমৃতধারা

যথেষ্ট গভীরে পৌঁছতে পারলে ভাবের আড়ালে অবস্থিত তত্ত্ব ও শক্তির সন্ধান পাবে। তখন আসবে সিদ্ধির শক্তি। যারা অধ্যাত্ম উন্নতির উপায় হিসেবে ধ্যানকে ব্যবহার করে তারা এভাবেই বস্তুর অন্তরালে নিহিত তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এর জন্য চাই বেশ কঠোর সাধনা, চাই বিপুল অভ্যাস। তখন তোমার মনের মধ্যে আলো নেমে আসে, একটি বোধশক্তি নেমে আসে, তখন ভাবকে যে কোনও রূপে প্রকাশের সামর্থ্য তুমি অর্জন কর। এখানে একটি পর্যায়ক্রম আছে, উচ্চতম পর্যায়ে আছে তত্ত্ব, কিন্তু সেই তত্ত্বও অনন্য নয়, কেননা তারও উপরে যাওয়া যায়। সেই তত্ত্ব নানা ভাবের মূর্তিতে প্রকাশিত হতে পারে। আর ভাবগুলো অসংখ্য চিন্তার মূর্তিতে, আর চিন্তাপুঞ্জ বহুবিধ ভাষায় থাকে।

-শ্রীমা

অর্ধেক আকাশজুড়ে থাকুক পুরুষও

শুধু নারীই নয়, পুরুষও কিন্তু নানাভাবে হেনস্তার শিকার। এমনটা হওয়ার কথা নয়। আইনে থাকুক সমানাধিকার।

পাপিয়া মিত্র

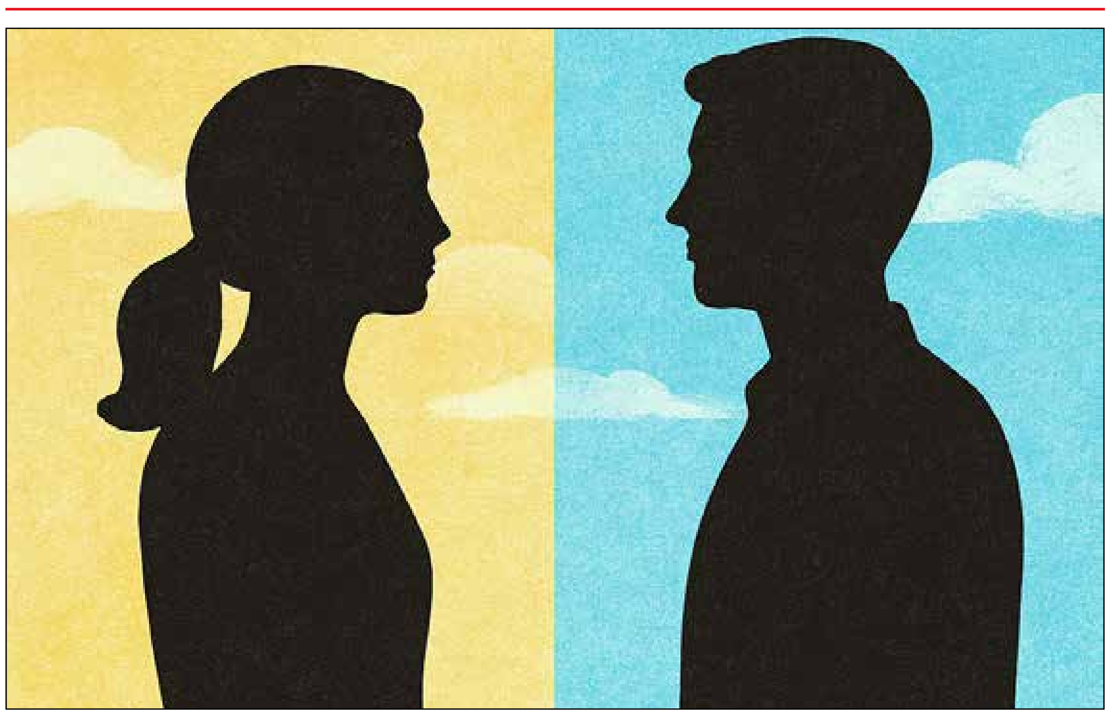

ন্যাশনাল হাইওয়ে ১৬ দিয়ে শাঁইশাঁই করে যাচ্ছে বাইকটি। চালকের পিঠটা আঁকড়ে ধরে এক বৃদ্ধ। কখনও বাসের সঙ্গে টেক্কা, আবার কখনও নিজের লেনে চলছে বাইকটি। অবশেষে বাস থামল। বাইকও থামল। বাসযাত্রী নামল। সড়কপথে চায়ের দোকানে চা পানের প্রয়োজন। বাইক আরোহী একটু প্রাণ ফিরে পেলেন। চালক দূরে ধূমপানে ব্যস্ত। চায়ের নেশা আছে বোঝা গেল বৃদ্ধের। একবার অনুরোধে সম্মতি পাওয়া গেল। চা পানের পাশাপাশি চলল কিছু কথা। হুড়মুড়িয়ে বলতে লাগলেন ৮২-র বৃদ্ধ।

শারদোৎসব শেষ, আসছে আলোর উৎসব, শ্যামাপুজো। পাড়ায় পাড়ায় কালীপুজো। নামে একরাতের পুজো হলেও এখন আমাদের সমাজ অল্পে থেমে নেই। যেমন দুর্গাপুজো শুরু মহালয়া তিথি থেকে। তাই কেনই বা বাদ যায় কালীপুজো? বাঙালির ঘরে ভূতচতুর্দশীর একটা পর্ব থাকে। সকালে ভাতের পাতে চোদ্দো শাক ভাজা ও সন্ধ্যায় চোদ্দো প্রদীপ জ্বালানো। এসব তো আমাদের সাবেক কালের প্রথা, চলে আসছে আজও। অন্তত‌পক্ষে যে ঘরে মধ্যচল্লিশ থেকে মহিলারা বিরাজ করছেন। তাঁরা অনেকেই পারিবারিক ধারাটিকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। আবার বাড়ির কর্তারা এটাকে জিইয়ে রাখতে বেশি পছন্দ করেন পরিবারের কৌলীন্য বজায় রাখতে।

কিন্তু আজ মাটির প্রদীপের স্নিগ্ধতা হারিয়ে জ্বলে উঠছে চোখ-মাথা-খাওয়া নানা বিদেশি আলো। আর সেই আলোর উৎসবের প্রতিযোগিতায় নামতে চলেছে জগৎসংসার। সদ্য চাকরি হারিয়ে ফেলা বাবাটি কি তাঁর সন্তানের কাছে আলোর উৎসবকে এনে দিতে পারবেন? ক'দিন ধরে তাঁর ছেলেটি যে বায়না করে চলেছে আলো-বাজির...। উপরন্তু জুটবে সন্তানের মায়ের মুখঝামটা। প্রশ্ন তুলবে মুরোদের (অর্থের ক্ষমতা)। কেননা এর পরেই স্কুল খুলবে এবং গল্পের ঝুড়ি উপুড় হবে বন্ধু মহলে। চাকরিহারা পুরুষটি কী করবে? মাথার ওপরে আছে সংসারের বিশ্বভার। বাবা-মা-বিধবা পিসি নিয়ে ছ'জনের পেট।

ফিরে চাই সপ্তমীর সকালের দিকে। প্রায় ৩৫ বছর আগের। তখনও এত ফ্ল্যাট গজিয়ে ওঠেনি। গৃহস্থের দরজা-জানলা সকাল হলেই খোলা থাকত। এমনই এক সকালে বিবাহিত কন্যাকে মারতে দেখে পাশের বাড়ির কাকিমা এগিয়ে এলেন। পরে সেই পিতা নিজেকে আর সামলাতে পারেননি। মেয়ের হাত ধরে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেন এই বলে যে- 'আমায় ক্ষমা করে দে মা। আজ ঘরে ঘরে উমামায়ের পুজো হচ্ছে আর আমি তোকে এত মারলাম!' অপরাধ, স্বামীছাড়া কন্যাটি চেয়েছিল একটা হলুদ-লাল শাড়ি। ন'জনের সংসারে এটা ছিল বিলাসিতার কারণ। নিজের কাছে নিগৃহীত পিতা শুধু পরিবারের কাছে নয়, অনুশাসন জারি থাকা প্রতিবেশী কাকিমার কাছেও কম কথা শোনেননি। কেন উপযুক্ত না করে পাত্রস্থ করেছিলেন? আসলে পুরুষমানুষ বাইরে যতটা বলশালী মননে ততটাই নরম প্রকৃতির। ভেবেছিলেন বড় আদরের কন্যাটি নিজের কাছেই থাক। কিন্তু অভাব অনটন বলে-কয়ে আসে না। গ্রামের জমিজায়গা বেহাত হয়ে যায় ভাগচাষিদের সুকৌশলে। একটা সময়ে এই পরিবারের কর্তাটি বড় সংসারের একমাত্র পুত্রসন্তান ছিলেন। সেই অন্তঃপুরের মহিলাদের আদরে বড় মাছের মাথা, নাড়ু, ক্ষীরের বাটি, দুধের গ্লাস, মাংসের জামবাটি– সবটাই গিয়েছে পুরুষসন্তানের পক্ষে। সংসারে অবহেলিত মেয়েরা যা অবশিষ্ট থাকত তা-ই পেত। ফলে পুরুষসন্তানটি নরম মনের হয়ে উঠল। আর পোড়খাওয়া মেয়েরা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মননে শক্ত হল। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। একা বাঁচার সাহস পেল। সমাজ অন্য ছবি উপহার দিতে লাগল।

আজ মেয়েরা যতটুকু এগিয়েছেন মূলত নিজেদের সদিচ্ছায়। ভালো কথা। আইন মেয়েদের পক্ষে। কথিত মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার উন্নতি সমাজগঠনের পরিকাঠামো শক্ত করে। কিন্তু তার অপব্যবহার তো যথেচ্ছভাবেই হচ্ছে। ধরা যাক, পথের ধারে চায়ের ভাঁড়ের বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে। ৮২ বছরের বৃদ্ধের ক্যাথিটার লাগানো, স্ট্রোকে বেঁকে যাওয়া চোয়াল নিয়ে চা খেতে খেতে বলছিলেন নিজের নিগ্রহের কথা। স্ত্রী-হারা বৃদ্ধ ভাঁড়ে মুখ দিতে পারেন না। চা খানিক পড়ে যায়। একমাত্র ছেলে-বৌমার চাপে পড়ে বাড়ি, জমানো টাকা সব লিখে দিয়ে শূন্য হাতে দিনযাপন করেছেন। ৪২-এর ছেলে চাপে পড়েই বৃদ্ধ বাবাকে নিয়ে চলেছিলেন। স্নেহ যে কী ভীষণ অন্ধত্বে পরিণত হয়! এখন তিনি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেন। বয়স তো একলাফে ৮২ হয়নি? তিনি ভবিষ্যতের কথা ভাবেননি কেন? তিনি তখন বা পরে থানাপুলিশ করেননি কেন? বৃদ্ধের কথায়, পুলিশ এসে প্রথমেই ছেলেকে তুলবে। আইন আদালত? পুরুষ নিগৃহীতদের পক্ষে এখনও পর্যন্ত কোনও আইন প্রণয়ন হয়নি। প্রায় কমবেশি দেখা যায় বা শোনা যায় এমন ঘটনা। বর্তমানে বিবাহিত পুরুষদের অবস্থা শাঁখের করাতের মতো। তাঁরা না পারেন মা-বাবাকে কাছে রাখতে, না ফেলতে পারেন বৌকে। ওই যে আত্মীয়পরিজনের কাছে মুখ দেখানোর লজ্জা। পুরনো পাড়া হলে প্রতিবেশীদের কথা (এখনও তো কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আছেন) শোনার ভয়, ছেলেমেয়ের বন্ধুরা ঠাম্মা-দাদুর কথা জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু একসময়ে সব লজ্জা হারিয়ে হঠাৎ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে সন্তানরূপী পুরুষটি বৌকে সন্তুষ্ট করতে। কৃতকার্য সম্পন্ন হলে যে যার ঘরে একা। ক্রমে ভালোবাসা ফুড়ুত। এমনই নানা সংসারে বড় হচ্ছে আমাদের উত্তর প্রজন্ম।

মেয়েদের ষষ্ঠ অন্তর্দৃষ্টি বড় প্রখর। আর এই হাতিয়ারকে কাজে লাগিয়ে পুরুষকে প্রেমের ফাঁদে ফেলছেন একাধিক বেশি বয়সি মেয়েরা। খুব চেনা চেনা ছবি আজকাল নানা কর্মস্থলে দেখা যায়। খুব পরিচিত একজন তো অনেক বছর প্রোমোশন নেননি শুধু তাঁর ঊর্ধ্বতন এক মহিলা ছিলেন বলে।

মেয়েদের ষষ্ঠ অন্তর্দৃষ্টি বড় প্রখর। আর এই হাতিয়ারকে কাজে লাগিয়ে পুরুষকে প্রেমের ফাঁদে ফেলছেন একাধিক বেশি বয়সি মেয়েরা। খুব চেনা চেনা ছবি আজকাল নানা কর্মস্থলে দেখা যায়। খুব পরিচিত একজন তো অনেক বছর প্রোমোশন নেননি শুধু তাঁর ঊর্ধ্বতন এক মহিলা ছিলেন বলে। তবে সব জায়গার চিত্র এক নয়। কাজে দক্ষ এমন অনেক পুরুষকর্মীকে নানাভাবে 'উত্ত্যক্ত' করেন অথবা 'কাছের' করে নেওয়ার অছিলায় ভালো ইনসেনটিভ দেওয়ার প্রোপোজাল দেওয়া হয় অনেক সময়। হয়তো সদ্যবিবাহিত ঝকঝকে এমপ্লয়িটির ট্যুর ব্যবস্থা হয়ে যায় গোপনে। প্রোমোশনের আশায় সেই এমপ্লয়িটি চলে যায়। তারপরে যা হওয়ার...। ক্রমে মানসিক চাপ বাড়ে স্ত্রীর কাছে। অফিসে গেলে মুখ তুলতে পারে না। অনেকে অন্যত্র চাকরি নেয় আবার অনেকে চেপে থেকে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলে। এমন পরিস্থিতি শুধু কর্মস্থলেই নয়। ভিড় বাসে-ট্রেনে-হোটেল-রেস্তোরাঁয় এমন ঘটনার উদাহরণ বহু আছে, মহিলা দ্বারা প্রতারিত হচ্ছেন বহু পুরুষ। আসলে আইন যা এসেছে তা শুধুই সেই লক্ষ্মীপ্রতিমাদের জন্য।

পারিবারিক ধারা বজায় রেখে লক্ষ্মীমতি বৌটি চোদ্দো শাক ও চোদ্দো প্রদীপ দিলেও স্বামীকে হেনস্তা করতে পিছপা হননি। স্বামীর প্রিয় বন্ধুর চাকরি যখন টিঁকে আছে তখন তার স্বামীর চাকরি যায় কী করে? সেই ঝকঝকে পুরুষটি ততদিনে মরচে পড়া এক বিধ্বস্ত জীবনযুদ্ধের সৈনিক। বাড়িকে বোঝানো যায় না প্রাইভেট চাকরিতে বাবা মায়ের সন্তানের অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে এত লোন নেওয়া আর কামাই করা কোম্পানি ভালো চোখে নেয়নি। উপরন্তু ট্যুর প্ল্যান ক্যানসেল করায় ঊর্ধ্বতন বারবার চাপ দিতে থাকে। ঘরে-বাইরের এই চাপ ক্রমে ডিপ্রেশনের দিকে ঠেলে দেয়। কোম্পানি লম্বা ছুটিতে যেতে বলে। সুস্থ হয়ে জয়েন করার দিনেই চাকরি থেকে ছাঁটাইয়ের চিঠি ধরিয়ে দেয় স্মার্ট পুরুষটিকে।

এসব তো হওয়ার কথা ছিল না। পৃথিবীর অর্ধেক আকাশজুড়ে যেমন নারী তেমনই তো অর্ধেক আকাশজুড়ে পুরুষের থাকার কথা। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় ছুটবে নতুন প্রজন্ম। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নির্ভয়ে যাবে রোগী চিকিৎসক। প্রতিবাদ হোক সুচিন্তিত, প্রতিশোধের আগুন যেন না ছড়ায়। আইনে থাকুক সমানাধিকার।

(লেখক সাহিত্যকর্মী)

আজ

১৯৬৪

পরিচালক, অভিনেতা গুরু দত্ত প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৫৪

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেত্রী রেখা।

আলোচিত

লিভ-ইন সম্পর্ক থেকে মেয়েদের দূরে থাকাই উচিত। এধরনের সম্পর্ক জীবনকে বরবাদ করে দিতে পারে। মেয়েদের বলব, তোমরা এরকম কোরো না। নয়তো তোমাদের দেহ ৫০ টুকরো অবস্থায় পাওয়া যাবে। এরকম ঘটনার পরিণাম অনাথ আশ্রমে ১৫ বছরের নীচে মেয়েরা কোলে বাচ্চা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

- আনন্দীবেন প্যাটেল

ভাইরাল/১

রাওয়ালপিন্ডি চিকেন টিক্কা মশালা, সারগোধা ডাল মাখানি, জাকোবাবাদ মেওয়া পোলাও, বালাকোট তিরামিসু– ভারতীয় বায়ুসেনার ৯৩ বর্ষপূর্তির ডিনার মেনুটা ছিল এমনই! প্রতিটি খাবারের 'প্রতীকী' নামকরণ করা হয় পাকিস্তানের সেইসব শহর বা জায়গার নামে যেখানে অপারেশন সিঁদুর অভিযান চলেছিল।

ভাইরাল/২

দক্ষিণ তুরস্কের এক কৃষক পেস্তা খামারের বাইরে ঘুমোচ্ছিলেন। পাশেই চিড়িয়াখানা। সেখান থেকে এক সিংহ এসে তাঁকে আক্রমণ করে। প্রাণ বাঁচাতে লোকটি পশুরাজের গলা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেন। গুরুতর আহত কৃষক হাসপাতালে ভর্তি। পরে সিংহটিকে গুলি করে মারা হয়।

জনমন
জনমত

ঘোকসাডাঙ্গা অঞ্চলে বন্যপ্রাণীর আতঙ্ক কাটছেই না

মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ঘোকসাডাঙ্গা অঞ্চলে বুনো শুয়োরের আতঙ্কে চাঁদের হাট। তৃণমূল, বিজেপি ও সিপিএমের প্রতিনিধিরা আসছেন, যাচ্ছেন। হেভিওয়েট নেতাদের জন্য পুলিশের ছোটাছুটি। মানবিক হয়ে আসা নেতাদের আবার বাকবিতণ্ডায় অমানবিক দৃশ্য দূষণের সাক্ষী থাকছেন সমগ্র ঘোকসাডাঙ্গার বাসিন্দারা।

ঘোকসাডাঙ্গা অঞ্চলের প্রান্তিক দুই কৃষককে খুবলে খেয়েছে বুনো শুয়োর। ঘাপটি মেরে কোথায় যে বসে আছে বুনো শুয়োর কে জানে! সন্ধ্যা হলে আতঙ্কে ঘরের আলো নিভিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে বড় শিমুলগুড়ি, পুঁটিমারি, ভেলাকোপা, সাউদেরবস গ্রামের মানুষকে। সন্ধ্যার আলো না নিভতে ঘোকসাডাঙ্গার পুলিশ প্রশাসন মাইকযোগে ঘরে ফিরতে মানুষকে সতর্ক করছে। সন্ধ্যা হলে ঘোকসাডাঙ্গার হাটবাজার শুনসান।

ভয়ংকর তোর্ষা কিছুটা শান্ত হলেও তোর্ষা তীরবর্তী এলাকা এখনও পুরোপুরি অশান্ত। কেননা কয়েকদিন আগেই তোর্ষার জলে মানুষ, হরিণ, বাইসন, গন্ডার, হাতি, বুনো শুয়োর, বিষধর সাপ ভেসে আসতে দেখা গিয়েছে। বুনো শুয়োর, বিষধর সাপ ভেসে এসে প্রাণ বাঁচাতে লোকালয়ে আশ্রয় নিয়েছে। অন্যান্য বন্যপশুরা যে আশ্রয় নেয়নি এমনটা বলা যাবে না। প্রশাসন মানুষকে সান্ত্বনা দিয়ে ফিরলে আবার ভোর হতেই বন্যপশুর আক্রমণে আরেকটি মৃত্যুর খবর পেতেই মানুষ আতঙ্কে প্রহর গুনছেন।

বিগত কয়েক বছরে ঘোকসাডাঙ্গা উনিশবিশা অঞ্চলে হাতি, বাইসন ও বাঘের আক্রমণে বেশ কয়েকজন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। মাঝেমধ্যেই জলদাপাড়া জঙ্গল থেকে বুনো হাতির দল ও বাইসন ঘোকসাডাঙ্গা উনিশবিশা অঞ্চলে ঢুকে পড়ছে। নষ্ট হচ্ছে ফসল, মৃত্যু হচ্ছে মানুষের।

জলদাপাড়া জঙ্গল থেকে ঘোকসাডাঙ্গার বহু দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও কেন ঢুকছে বন্যপ্রাণী তার কোনও সদুত্তর নেই নেতাদের মুখে। শুধু মানুষের মৃত্যু হলেই বেরিয়ে আসছেন রাজনৈতিক নেতারা। রাজনৈতিক দলগুলো আশ্বাস আর কিছু খাবারের প্যাকেট দিয়ে সস্তায় সহানুভূতি কিনতে ব্যস্ত। প্রিয়জনের মৃত্যুর মূল্য টাকা দিয়ে পরিশোধ কোনও পরিবারের সদস্যদের কাম্য হতে পারে না। এর স্থায়ী সমাধান কোথায়?

এই সময় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নয়, মানুষের প্রতিনিধি হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ালে মানুষ সাদরে গ্রহণ করবেন।

স্বপনকুমার রায়
উনিশবিশা, ঘোকসাডাঙ্গা, কোচবিহার।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

কাশির সিরাপে লাগামহীন দুর্নীতির বিষ

কাশির সিরাপে বিষাক্ত রাসায়নিক ডাই-ইথিলিন গ্লাইকলে বহু শিশুর প্রাণ গিয়েছে। দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন।

সৈকত দেবনাথ

পেট্রোলে মিশেছে ইথানল, দুধের বিশুদ্ধতা হারিয়েছে জলের মিশ্রণে, ভোটার তালিকায় কারচুপি। এবার মধ্যপ্রদেশের ছিঁদওয়াড়া থেকে রাজস্থান দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কাশির সিরাপে বিষাক্ত রাসায়নিক ডাই-ইথিলিন গ্লাইকল (ডিইজি) যেন কফিনে শেষ পেরেক পুঁতল। এই ঘটনায় একের পর এক শিশুর মৃত্যু সবাইকে নড়িয়ে দিয়েছে। যে ওষুধ শিশুদের সুস্থ করার জন্য দেওয়া হয়, সেটিই যখন সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত হয়ে ওঠে, তখন প্রশ্ন জাগে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে? এই ট্র্যাজেডির শিকার পরিবারগুলির অসহায়তা প্রমাণ করল ভারতে ওষুধ-নিরাপত্তা আজ কত অসহায় ও জীর্ণ। একে শুধুমাত্র একটি দুর্ঘটনা নয়, বরং দেশের ওষুধ নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার এক জঘন্য ব্যর্থতা বলা যায়।

১৯৩৭ সালে আমেরিকাতেও বিষাক্ত 'এলিক্সির সালফানিলামাইড'-এর কারণে শত শত মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। পরে এনিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সেই থেকে সেখানে আজ পর্যন্ত ডিইজি সংক্রান্ত একটিও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে দুর্নীতি ও অব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে বহু অসাধু ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা মুনাফার লোভে মানুষের জীবন নিয়ে খেলতে দু'বার ভাবছে না। এটি এক ভয়াবহ প্রতারণা। একটি বিষাক্ত শিল্প-রাসায়নিক কীভাবে শিশুদের ওষুধে ব্যবহৃত প্রোপিলিন গ্লাইকলের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হল বলে প্রশ্ন ওঠাটা স্বাভাবিক। উঠেওছে। এজন্য ওষুধ কোম্পানির কর্ণধারদের বিরুদ্ধে কঠোরতম মামলা হওয়া উচিত।

এর আগেও আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতে তৈরি বিষাক্ত কাশির সিরাপের কারণে গাম্বিয়া, উজবেকিস্তানে বহু শিশুর মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, যার জেরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) কড়া সতর্কবার্তা দিয়েছিল। তবুও আমরা শিক্ষা নিইনি। এই ঘটনায় সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রান্তিক ও নিরক্ষর পরিবারগুলি। অথচ এই ঘটনার পর সরকার এবং কেন্দ্রীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা সিডিএসসিও'র ভূমিকা ছিল শিথিল এবং চরম উদাসীন। যতক্ষণ না রাজ্য সরকারগুলি নড়েচড়ে বসেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় স্তরে তেমন কোনও কঠোর পদক্ষেপ চোখে পড়েনি। এটি জনগণের জীবনের প্রতি চরম অবহেলার ইঙ্গিত।

জাতির অভিভাবক হিসেবে সরকারের দায়িত্ব প্রতিটি নাগরিকের জীবন সুরক্ষিত রাখা। এই বিষাক্ত কাশির সিরাপের ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল দোষী শুধু কোম্পানি নয়, এই দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থাও বটে। এবার আর কোনও 'দুর্ঘটনা' নয়, আর কোনও 'তদন্ত কমিটি' নয়। এবার সময় এসেছে কঠোর ব্যবস্থার।

ওষুধ প্রস্তুতকর্তা থেকে অসাধু ব্যবসায়ী সহ সকল দায়িত্বশীল আধিকারিককে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে বিচার করতে হবে এবং তাঁদের কঠোরতম শাস্তি দিতে হবে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল অফিসের যে সকল আধিকারিক এই কোম্পানিকে লাইসেন্স দিয়েছেন বা গুণমান পরিদর্শনে গাফিলতি করেছেন, তাঁদের চিহ্নিত করে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে হবে। শিশুদের জন্য তৈরি সমস্ত ওষুধের উপাদান ও কাঁচামাল বাধ্যতামূলকভাবে নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের ল্যাবরেটরি দিয়ে পরীক্ষা করার কঠোর নিয়ম চালু করতে হবে। মৃত ও অসুস্থ শিশুদের পরিবারকে অবিলম্বে সরকারের পক্ষ থেকে উপযুক্ত ও ন্যায়সংগত আর্থিক ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা করতে হবে।

(লেখক শিক্ষক। কোচবিহারের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৬২

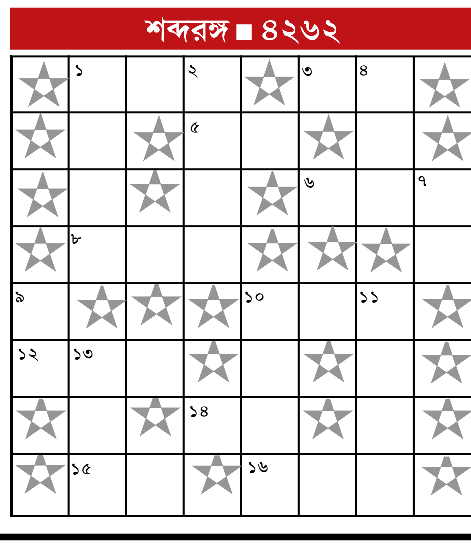

পাশাপাশি : ১। বিষয় আশয় ৩। আমাদের চারপাশে উড়ে বেড়ায় যে পতঙ্গ ৫। মানুষের শরীরে থাকে যে ছয়টি শত্রু ৬। এই ভূত মুসলিম সম্প্রদায়ের ৮। বাস্তবে যার অস্তিত্ব নেই ১০। পৌরাণিক চরিত্র ১২। উচ্ছৃঙ্খল, উপদ্রবকারী ১৪। বিতরণ করা ১৫। টকটকে লাল রঙের ১৬। তাঁবুর ঘের বা পর্দা।

উপর-নীচ : ১। পাহারার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি ২। শিষ্টাচার বা শিক্ষা ৪। কল্কের ছোট সংস্করণ ৭। পানের খিলি রাখার ঠোঙা ৯। গাঢ় বেগুনি রঙের একটি ফলের নাম ১০। চলতি বাংলায় যাকে বলে কলা গাছ ১১। লুকিয়ে বা ঢেকে রাখা ১৩। যে অকারণেই খোশামোদ করতে পছন্দ করে।

সমাধান ■ ৪২৬১

পাশাপাশি : ১। অম্বিকা ৩। গুপ্তিপাড়া ৪। তাবিজ ৫। রাহাজানি ৭। তামা ১০। দাবা ১২। আসবাব ১৪। প্রিজম ১৫। মহালয়া ১৬। নবীন।

উপর-নীচ : ১। অগসূতা ২। কাতান ৩। গুজরাট ৬। জাবেদা ৮। মান্দাস ৯। শিবপ্রিয়া ১১। বাতায়ন ১৩। সমন।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

অর্থনীতি, খালিস্তানি সমস্যা নিয়ে কথা

ট্রাম্প-দাবি উড়িয়ে মোদির পাশে স্টার্মার

মুম্বই, ৯ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মারের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে উঠে এল ভারতের অর্থনীতির উজ্জ্বল দিক। সেই সঙ্গে উঠে এল খালিস্তানি সমস্যার কথাও। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর স্টার্মারের প্রথম ভারত সফরের দ্বিতীয় দিনে একগুচ্ছ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। তবে সেই আলোচনার ভরকেন্দ্র ছিল বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তার মতো একাধিক বিষয়ে ভারত-ব্রিটেন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করার ব্যাপারেই। এদিন রাজভবনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে ভারতে স্বাগত জানান মোদি। পরে এক যৌথ বিবৃতিতে ভারতের অর্থনীতির বিস্ময়যাত্রার ভূয়সী প্রশংসা করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী।

সম্প্রতি শুল্ক আঘাতের আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতকে একটি মৃত অর্থনীতি বলে কটাক্ষ করেছিলেন। ট্রাম্পের সেই অবস্থানকে এদিন কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে স্টার্মার বলেন, '২০২৮ সালের মধ্যে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার রাস্তায় রয়েছে। এই যাত্রাপথে ভারতের শরিক হিসেবে থাকবে ব্রিটেন।' তিনি বলেন, 'ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি গোটা বিশ্বের কাছে একটি বিস্ময়। সম্প্রতি জাপানকে পিছনে ফেলে ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠেছে। আমি যতটা সময় এখানে কাটিয়েছি তা আমাকে নিশ্চিত করেছে যে ভারত নিজের লক্ষ্যে পৌঁছোবেই। আমরা চাই, সেই যাত্রায় ব্রিটেন যেন ভারতের সহযোগী হয়।'

স্টার্মারের সঙ্গে ভারত সফরে এসেছে শতাধিক ব্রিটিশ উদ্যোগপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল। ভারতের অর্থনীতির জয়যাত্রা নিয়ে স্টার্মারের এই প্রশংসা বার্তার জবাবে ব্রিটেনের খালিস্তানি সমস্যার বিষয়টি তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁকে উদ্ধৃত করে বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি বলেন, 'উগ্রপন্থা এবং হিংসাত্মক চরমপন্থার কোনও স্থান যে গণতান্ত্রিক সমাজে নেই সেই কথা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি এও বলেছেন, সমাজ যে স্বাধীনতা দিয়েছে তা যেন কোনওভাবেই খর্ব করা না হয়।' ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মানুষের জন্য সত্যিকারের পার্টনারশিপ বলেও আখ্যা দিয়েছেন।

ভারত-ব্রিটেন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বিকশিত ভারতের স্বপ্নকেই সফল করবে বলে স্টার্মারকে জানিয়েছেন মোদি। ব্রিটেনের যে ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভারত সফরে এসেছেন সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্যাম্পাসও খোলা হবে ভারতে। স্টার্মারের সফরকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়েও এদিন দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে আলোচনা হয়। মোদি নিজেকে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বন্ধু বলে দাবি করলেও আলোচনা এবং কূটনীতির মাধ্যমে ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানের বার্তা দিয়েছেন।

একনজরে

- ২০২৮ সালের মধ্যে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার রাস্তায় রয়েছে বলে দাবি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর
- ব্রিটেনের খালিস্তানি সমস্যার বিষয়টি তুলে মোদি জানিয়েছেন, উগ্রপন্থা এবং হিংসাত্মক চরমপন্থার কোনও স্থান গণতান্ত্রিক সমাজে নেই
- উগ্রপন্থা এবং হিংসাত্মক চরমপন্থার কোনও স্থান যে গণতান্ত্রিক সমাজে নেই সেই কথা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন নমো
- ভারত-ব্রিটেন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বিকশিত ভারতের স্বপ্নকেই সফল করবে বলে স্টার্মারকে জানিয়েছেন মোদি

অন্য মেজাজে স্টার্মার ও নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের রাজভবনে।

পশ্চিমবঙ্গকে ৬৮০.৭১ কোটির অনুদান কেন্দ্রের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বহুবার অভিযোগ করেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য অর্থ দিচ্ছে না। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা আটকে রেখে রাজ্যের উন্নয়ন থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এমন অভিযোগ প্রায়ই তোলা হয় রাজ্য সরকারের তরফে। সেই অভিযোগের মধ্যেই রাজ্যের বিধানসভা ভোটের আগেই পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় সংস্থাগুলির জন্য ৬৮০.৭১ কোটি টাকার অনুদান দিল কেন্দ্র।

কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতরাজ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য রাজ্যের গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থা এবং পঞ্চায়েতরাজ প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য একত্রিত (মৌলিক) অনুদানের প্রথম কিস্তি হিসেবে এই অর্থ ৬ অক্টোবর দেওয়া হয়েছে। এর ফলে উপকৃত হবে রাজ্যের ৩,২২৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ৩৩৫টি ব্লক পঞ্চায়েত এবং ২১টি জেলা পরিষদ।

কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষ মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জন্য মোট ৪,১৮১.২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে ২,০৮২.১৩ কোটি টাকা একীভূত(ইউনাইটেড) অনুদান এবং ২,০৯৯.১০ কোটি টাকা নির্দিষ্ট (টাইড) অনুদান হিসেবে দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রকের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, একীভূত অনুদান স্থানীয় সংস্থাগুলিকে নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণের জন্য। যেমন গ্রামীণ রাস্তাঘাট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, সৌরচালিত স্ট্রিট লাইট, পরিবেশ সংরক্ষণ, ডিজিটাল সংযোগ প্রভৃতি। অন্যদিকে, নির্দিষ্ট অনুদান ব্যবহৃত হবে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখা, পানীয় জলের সরবরাহ, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, জল জমা এলাকার উন্নয়নের কাজে ।

এছাড়াও ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের জন্য স্বাস্থ্য খাতে আরও ১৫১ কোটি টাকার অনুদান পশ্চিমবঙ্গকে দিয়েছে কেন্দ্র। এই অর্থ ব্যয় করা হবে গ্রামীণ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির ডায়াগনস্টিক পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য, যাতে গ্রামের মানুষ উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পান।

পাশাপাশি অন্ধ্রপ্রদেশকেও ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য ৪১০.৭৬ কোটি টাকার একীভূত অনুদানের প্রথম কিস্তি দিয়েছে কেন্দ্র। কেন্দ্রের হিসাব বলছে, গত দু'বছরে রাজ্যের স্থানীয় সংস্থাগুলির জন্যই ৪,০০০ কোটিরও বেশি টাকা দেওয়া হয়েছে।

এদিকে কেন্দ্রের অনুদানের জন্য মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, 'এই গুরুত্বপূর্ণ বরাদ্দর ফলে সারা রাজ্যের ৩২২৪টি গ্রামপঞ্চায়েত, ৩৩৫টি ব্লক পঞ্চায়েত এবং ২১টি জেলা পরিষদ আরও শক্তিশালী হবে। গ্রামীণ উন্নয়নের গতিতে নতুন গতি আসবে। যখন ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল নেতারা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর অভিযোগ ছড়াচ্ছেন। তখন এইধরনের অনুদান স্পষ্ট করে দেয় মোদি সরকার কতটা আন্তরিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য কাজ করছে।'

ভারতে তালিবানি বিদেশমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি প্রথমবারের মতো সরকারি সফরে ভারতে এসেছেন। ৯ থেকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত তাঁর এই সফর চলবে। শুক্রবার তিনি ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে বৈঠক করবেন। তারপর আগ্রা ও দেওবন্দের মাদ্রাসা পরিদর্শনে যাবেন। মনে করা হচ্ছে, এই সফরটি ভারতের বিদেশনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, নয়াদিল্লি এখন এমন এক সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করছে, যাকে এখনও আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। সেদিক থেকে মুত্তাকির ভারত সফর ভারত-তালিবান সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায় বলে মনে করা হচ্ছে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের তালিবান নিষেধাজ্ঞা কমিটি তাঁকে অস্থায়ী ভ্রমণ ছাড়পত্র দেওয়ার পরেই এই সফর সম্ভব হয়েছে।

আর এখানেই দেখা দিয়েছে সূক্ষ্ম একটি কূটনৈতিক জট। রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতীয় কূটনীতিকরা এখনও নিশ্চিত নন জয়শংকরের সঙ্গে মুত্তাকির বৈঠকে পতাকা প্রদর্শনের বিষয়টি কীভাবে সামলানো হবে। এর আগে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে দুবাইয়ে যখন বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রির সঙ্গে মুত্তাকি দেখা করেছিলেন, তখন দুই পক্ষই পতাকা প্রদর্শন এড়িয়ে গিয়েছিল। ২০২১ সালে তালিবান কাবুল দখলের পর থেকে ভারত তাদের সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়নি। দিল্লিতে আফগান দূতাবাসে এখনও উড়ছে প্রাক্তন ইসলামিক প্রজাতন্ত্র আফগানিস্তানের পতাকা, যা আশরাফ গনির আমলে স্বীকৃত ছিল। এটাই এখনও পর্যন্ত ভারতের কূটনৈতিক টেমপ্লেট। তবে প্রোটোকল অনুযায়ী, কোনও দেশের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের সময় তাঁদের দেশের পতাকা ভারতের পতাকার পাশে প্রদর্শিত হয়।

আইপিএসের আত্মহত্যায় হেনস্তার তত্ত্ব হরিয়ানায়

চণ্ডীগড়, ৯ অক্টোবর : হরিয়ানার সিনিয়ার আইপিএস আধিকারিক পূরণ কুমারের আত্মহত্যা সংক্রান্ত তদন্তে নয়া মোড়। মৃতের সুইসাইড নোটে একাধিক উচ্চপদস্থ পুলিশকর্তার নাম থাকা সত্ত্বেও এখনও কোনও এফআইআর দায়ের না হওয়ায় তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

মৃত আইপিএস-এর স্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনির উদ্দেশে চিঠি লিখে দ্রুত তদন্ত ও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেছেন। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, তাঁর স্বামীর আত্মহত্যার নোটে যেসব উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছিল, যাঁরা তাঁকে জাতপাত তুলে 'হেনস্তা, অপমান ও মানসিক নির্যাতন' করেছেন, চণ্ডীগড় পুলিশ তাঁর মৃত্যুর পরও সেই বিষয়গুলি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে। আত্মঘাতী পুলিশ কর্তার সুইসাইড নোটে ১২ জন পুলিশ আধিকারিকের নাম পাওয়া গিয়েছে।

সূত্রের খবর, রাজ্য পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়ার পর হরিয়ানা সরকারও ঠিক করেছে ডিজিপি শত্রুজিৎ কাপুরকে সাময়িক ছুটিতে পাঠানোর। বৃহস্পতিবার পদস্থ পুলিশকর্তাদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের পর এই ইঙ্গিত মিলেছে। এদিকে জাতীয় তপশিলি জাতি কমিশন হরিয়ানার মুখ্যসচিবকে এক সপ্তাহের মধ্যে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

সব পরিবারে চাকরি : তেজস্বী

পাটনা, ৯ অক্টোবর : বিধানসভা ভোটের আগে বিহারবাসীর কাছে স্বপ্নের ফেরিওয়ালা সাজায় মন দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে আরজেডি নেতা বলেন, 'আমরা ক্ষমতায় এলে বিহারের যে সমস্ত পরিবারে কোনও সরকারি চাকুরে নেই, সেই সমস্ত পরিবারের একজন করে সদস্যকে সরকারি চাকরি দেওয়া হবে।' তিনি বলেন, 'এনডিএ সরকার ২০ বছরে তরুণদের হাতে কাজ দিতে পারেনি। তেজস্বী সরকার ক্ষমতায় এলে প্রত্যেক পরিবারের একজন করে ব্যক্তি যাতে সরকার চাকরি পান, সেটা আমরা সুনিশ্চিত করব। এটা আমার অঙ্গীকার, জুমলাবাজি নয়।'

লালু-পুত্রের ঘোষণা, 'সরকার গঠনের ২০ দিনের মধ্যে এই মর্মে একটি নতুন আইন তৈরি করব। আর ২০ মাসের ভিতর বিহারের একটিও পরিবার সরকারি চাকরিহীন হয়ে থাকবে না।' এর আগে নীতীশ কুমারের উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি কীভাবে তরুণদের হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দিয়েছিলেন, সেই কথা এদিন স্মরণ করিয়ে দেন তেজস্বী। তিনি বলেন, 'গত বিধানসভা ভোটের সময়ও আমি সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। সংক্ষিপ্ত সময় ক্ষমতায় ছিলাম আমি। তখনই ৫ লক্ষ চাকরি দিয়েছিলাম। আমি যদি পাঁচবছর ক্ষমতায় থাকতাম তাহলে আর কী কী করতাম, সেটা আপনারা কল্পনা করতে পারেন। বিহারের মানুষ পরিবর্তন চাইছেন। বেকারত্ব সমূলে উপড়ে ফেলতে চান তাঁরা। সামাজিক ন্যায়বিচারের পাশাপাশি আমরা বিহারের মানুষের জন্য আর্থিক ন্যায়ও চাইছি।'

ঘটনা হল, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার বিভিন্ন প্রকল্পে সরাসরি উপভোক্তাদের হাতে টাকা দিয়ে তাঁদের সমর্থন পাওয়ার জোরালো চেষ্টা করছে। তার জবাবে এবার সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিহারবাসীর মনের নাগাল পেতে চাইছেন লালু-পুত্র। এদিকে মহাজোটের তরফে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হোক বা না হোক, তেজস্বীর মুখে এদিন বারবার 'তেজস্বী সরকার' শব্দবন্ধ শোনা গিয়েছে।

মহাজোট বা ইন্ডিয়ার বদলে তেজস্বী সরকার শব্দ উচ্চারণ করে কংগ্রেসের ওপর কার্যত চাপ সৃষ্টি করেছে আরজেডি। একটি সূত্র জানিয়েছে, তেজস্বীকে যদি মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয় তাহলে একজন দলিত, একজন মুসলিম এবং একজন অতি পিছড়েবর্গের প্রতিনিধিকে উপমুখ্যমন্ত্রী করা হতে পারে। আসনরফার ক্ষেত্রেও আপাতত ঠিক হয়েছে, রাজ্যের ২৪৩টি আসনের মধ্যে আরজেডি ১২৫টিতে, কংগ্রেস ৫০-৫৫টিতে এবং বামেরা ২৫টি আসনে প্রার্থী দেবে। বাকি আসনগুলি ভিআইপি, পশুপতি পরসের এলজেপি, জেএমএম-কে ছাড়া হতে পারে। এদিন কংগ্রেসের তরফে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে '২০ সাল বিনাশকাল' শীর্ষক একটি চার্জশিট সাংবাদিক বৈঠকে পেশ করা হয়।

পিকে'র তালিকা

পাটনা, ৯ অক্টোবর : আসন্ন বিধানসভা ভোটে প্রথম দফার প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করে দিল প্রশান্ত কিশোরের (পিকে) দল জন সুরাজ। বৃহস্পতিবার ওই ৫১ জনের প্রার্থীতালিকায় একাধিক শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রাক্তন আমলা ঠাঁই পেয়েছেন। তপশিলি জাতি এবং অত্যন্ত অনগ্রসর শ্রেণির (ইবিসি) প্রার্থীরাও রয়েছেন। ৫১ জনের মধ্যে ৬ জন মুসলিম এবং একজন রূপান্তরকামীও রয়েছেন। প্রীতি কিন্নর নামে ওই রূপান্তরকামীকে গোপালগঞ্জের ভোরে (এসসি) আসনে প্রার্থী করা হয়েছে। পিকের দলের প্রার্থী তালিকায় রয়েছেন বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ কেসি সিনহা। তিনি ৭০টিরও বেশি গণিতের বই লিখেছেন। একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও ছিলেন তিনি। তাঁকে কুমহারিন পাটনায় প্রার্থী করেছে জন সুরাজ। অপরদিকে ভোজপুরি সংগীতশিল্পী রীতেশরঞ্জন পান্ডেকে কারগাহারে প্রার্থী করা হয়েছে।

কমিশনের সতর্কবার্তা

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : আসন্ন বিহার বিধানসভা ভোটে রাজনৈতিক দলগুলিকে এআই দিয়ে ডিপফেক ভিডিও তৈরি করে ভ্রান্তিমূলক প্রচার করা থেকে বিরত থাকার সতর্কবার্তা জারি করল নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে কমিশন সাফ জানিয়ে দিয়েছে, সমস্ত রাজনৈতিক দল যেন আদর্শ আচরণবিধি মেনে চলে। সেইসঙ্গে প্রতিপক্ষকে নিশানা করতে এআই দিয়ে ভিডিও তৈরির ব্যাপারেও যেন নির্দেশিকাগুলি মেনে চলা হয়। ৬ ও ১১ নভেম্বর বিহারে দুই দফায় ভোট। কমিশনের সতর্কবার্তা, ডিপফেক ভিডিও তৈরি করে বিকৃত তথ্য প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে হবে রাজনৈতিক দলগুলিকে।

ঋতুকালীন ১ দিন সবেতন ছুটি

বেঙ্গালুরু, ৯ অক্টোবর : নজিরবিহীন পদক্ষেপ করল কর্ণাটক সরকার। এবার থেকে রাজ্যের সরকারি ও বেসরকারি অফিসে কর্মরত মহিলারা মাসে ১ দিন ঋতুকালীন সবেতন ছুটি পাবেন। বছরে ১২ দিন সবেতন ছুটি নিতে পারবেন মহিলারা। বৃহস্পতিবার এই প্রস্তাব কর্ণাটক মন্ত্রীসভায় পাস হয়েছে। চাকুরিজীবী মহিলাদের স্বাস্থ্য ও কর্ম পরিবেশের কথা মাথায় রেখে সিদ্দারামাইয়ার সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আইনমন্ত্রী এইচকে পাটিল বলেছেন, 'এটা মহিলাদের পক্ষে সহায়ক হবে। অন্যান্য রাজ্যে এই নীতি সফল হয়েছে। আমরাও এটা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলাম।' কর্ণাটকের সব সরকারি, বেসরকারি দপ্তর, বহুজাতিক সংস্থা, তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থার কর্মীরা এর আওতায় পড়বেন। ২০২৪ সালে মহিলা কর্মীদের ৬ দিনের সবেতন ঋতুকালীন ছুটির প্রস্তাব করা হয়। বৃহস্পতিবার বছরে ১২ দিনের ছুটির প্রস্তাব গৃহীত হল।

ভেঙে পড়ল বিমান : *রানওয়ে থেকে আকাশে ওড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল একটি বেসরকারি চার্টার্ড বিমান। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের ফারুখাবাদে। তবে বরাতজোরে রক্ষা পেয়েছেন বিমানের পাইলট, কোপাইলট এবং যাত্রীরা। এয়ারস্ট্রিপ থেকে টেকঅফের পরই কোতওয়ালি মহম্মদাবাদ এলাকায় ফাঁকা জমির ওপর ভেঙে পড়ে বিমানটি। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই এই বিপত্তি বলে জানা গিয়েছে।*

জুতো ছোড়া 'ভুলে যাওয়া অধ্যায়' : গাভাই

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই ৬ অক্টোবরের জুতো ছোড়ার ঘটনায় মুখ খুললেন। সেদিন স্তম্ভিত হয়েছিলেন প্রধান বিচারপতি। কিন্তু এখন তাঁর কাছে তা নিছক ভুলে যাওয়া ঘটনা ছাড়া কিছু নয় বলে জানালেন গাভাই। তিনি বলেন, 'সোমবারের ঘটনায় আমি ও আমার বিদ্বান ভাই (বিচারপতি চন্দ্রন) মর্মাহত হয়েছিলাম। আমাদের কাছে ওটা ভুলে যাওয়া অধ্যায়।'

প্রধান বিচারপতি রাকেশের মন্তব্যকে ধর্তব্যের মধ্যে না নিলেও বিচারপতি ভুঁইয়া বলেছেন, 'এটা রসিকতার বিষয় নয়। বিষয়টি প্রতিষ্ঠানের প্রতি অবমাননা।' তিনি এও বলেন, 'বিচারক হিসেবে বছরের পর বছর আমরা অনেক রায় দিই, যা ন্যায্য বলে নাও মনে হতে পারে। কিন্তু সেই রায় সম্পর্কে আমাদের মতামত পরিবর্তন হয় না।'

ওইদিন সুপ্রিম কোর্টের এক নম্বর ঘরের এজলাসে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে ছিলেন বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়া, কে বিনোদ চন্দ্রন। আইনজীবী রাকেশ কিশোর প্রধান বিচারপতির দিকে জুতো ছোড়েন। সেইসময় তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন, 'সনাতনের অপমান বরদাস্ত করব না (সনাতন কা অপমান নেহি সহেঙ্গে)।'

সোমবারের ঘটনায় আমি ও আমার বিদ্বান ভাই (বিচারপতি চন্দ্রন)মর্মাহত হয়েছিলাম। আমাদের কাছে ওটা ভুলে যাওয়া অধ্যায়।

বিআর গাভাই

শান্তির আশা গাজায়

চুক্তি সই ইজরায়েল-হামাসের

কায়রো ও ওয়াশিংটন, ৯ অক্টোবর : গাজায় অবশেষে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা ঘিরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইন দু'পক্ষই। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় ইজরায়েল-হামাস শান্তিচুক্তির প্রথম ধাপে ক'দিনেই পণবন্দিদের মুক্তি দেওয়া হতে পারে বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প নিজেই।

গাজায় শান্তি ফেরাতে ২০ দফা প্রস্তাব দিয়েছিলেন ট্রাম্প। সেই শান্তিপ্রস্তাবের প্রথম দফার শর্তগুলি মানার বিষয়ে সম্মত হয় ইজরায়েল এবং হামাস। বুধবার সমাজমাধ্যমে ট্রাম্প লেখেন, 'আমি গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করছি, ইজরায়েল এবং হামাস উভয়েই আমাদের শান্তি পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে স্বাক্ষর করেছে। এর অর্থ, খুব শীঘ্রই সমস্ত পণবন্দিকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং ইজরায়েল তাদের সৈন্যদের একটি সম্মত-রেখায় সরিয়ে নেবে যা একটি শক্তিশালী, টেকসই এবং স্থায়ী শান্তির দিকে প্রথম পদক্ষেপ। আজ আমেরিকা, আরব দুনিয়া, ইজরায়েল এবং আশপাশের দেশগুলির জন্য দারুণ দিন।' শান্তির শর্তগুলি পালনের বিষয়ে দু'পক্ষকে রাজি করানোর জন্য তিনি ধন্যবাদ জানান তিন মধ্যস্থতাকারী দেশ কাতার, মিশর এবং তুরস্ককে।

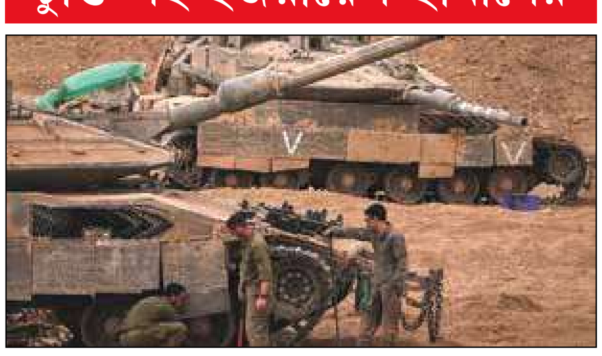

শান্তিচুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, 'পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং এতে পূর্ণ সমর্থন রয়েছে ভারতের।' বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে ফোনে কথা হয় ট্রাম্পের। তা জানিয়ে তিনি বলেন, 'একটু আগে আমি বিবি (নেতানিয়াহুর ডাক নাম)-র সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি বললেন, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, সবাই এখন আমাকে পছন্দ করছে। আমি বললাম, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, সবাই আবার ইজরায়েলকে ভালোবাসছে!'

যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর গাজা ও ইজরায়েলের বিভিন্ন শহরে মানুষ রাস্তায় নেমে আনন্দ প্রকাশ করেন। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর যুদ্ধবিরতি উভয়পক্ষের কাছেই বড় স্বস্তি। ট্রাম্প দাবি করেন, এই শান্তিচুক্তি পশ্চিম এশিয়ায় স্থিতিশীলতার নতুন অধ্যায় খুলে দেবে। একই সঙ্গে তিনি কৌতুকের ছলে বলেন, তিনি সাত সাতটি যুদ্ধ থামিয়েছেন। গোটা বিশ্বে এই রেকর্ড কারও নেই। হয়তো এবার তাঁকে 'শান্তির নোবেল পুরস্কার'-এর জন্য ভাবা হতে পারে!

হোয়াইট হাউসের তরফে ট্রাম্পের একটি ছবি পোস্ট করে লেখা হয়, 'দ্য পিস প্রেসিডেন্ট'! নোবেল শান্তি ঘোষণার আগে এই পোস্টকে ইঙ্গিতবাহী বলেই মনে করা হচ্ছে।

সিরাপ কাণ্ডে গ্রেপ্তার ফার্মা মালিক

চেন্নাই ও ভোপাল, ৯ অক্টোবর : মধ্যপ্রদেশে ২০ শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় বুধবার রাত দেড়টা নাগাদ 'কোল্ডরিফ' কফ সিরাপ উৎপাদনকারী ওষুধ কোম্পানির মালিককে গ্রেপ্তার করেছে মধ্যপ্রদেশ পুলিশ। সিরাপটিতে দূষিত উপাদান থাকার কারণেই শিশুদের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। সিরাপ কেলেঙ্কারিতে দেশজুড়ে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। সংশ্লিষ্ট সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্তাদেরও তদন্তে তলব করা হয়েছে।

অভিযুক্ত শ্রীসান ফার্মার মালিক রঙ্গনাথন গোবিন্দনকে ধরার জন্য 'অপারেশন মিডনাইট' নামে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। গভীর রাতের ওই অভিযানে চেন্নাইয়ের কোডাম্বক্কামে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় গোবিন্দনকে। এরপর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় কাঞ্চিপুরমে কোম্পানির ওষুধ কারখানায়। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, অভিযানে কোম্পানির বহু নথি ও সিরাপ সংক্রান্ত তথ্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভিযুক্তকে মধ্যপ্রদেশে নিয়ে যাওয়া হবে।

সাহিত্যে নোবেল হাঙ্গেরির লেখকের

স্টকহোম, ৯ অক্টোবর : এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন হাঙ্গেরির উত্তরাধুনিক লেখক লাজলো ক্রাশনাহরকাই। বৃহস্পতিবার তাঁর নাম ঘোষণা করে সুইডিশ অ্যাকাডেমি।

সুইডিশ একাডেমি বলেছে, 'লাজলো ক্রাশনাহারকাই মধ্য ও মধ্য-ইউরোপীয় উপন্যাসের ধারার এক মহান সাহিত্যিক, যাঁর সাহিত্যকর্ম কাফকা থেকে থমাস বার্নহার্ডের ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তাঁর লেখায় অতিবাস্তবতা (অ্যাবসার্ডিজম) এক বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। শুধু তা-ই নয়, তাঁর রচনায় প্রাচ্যের দিকেও তাকানোর স্পষ্ট প্রভাব পাওয়া যায়, যা আরও সূক্ষ্ম ও বাঙ্ময় করেছে তাঁর মানবিক কণ্ঠস্বরকে।'

ক্রাশনাহরকাই ১৯৫৪ সালে হাঙ্গেরির দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের রোমানিয়া সীমান্তে ছোট শহর জিউলাতে জন্মগ্রহণ করেন। ক্রাশনাহরকাই মূলত তাঁর ডিস্টোপিয়ান ও বিষণ্ণতাময় উপন্যাসগুলির জন্য স্মরণীয়। লেখক হয়ে ওঠার আগে তিনি সম্পাদনার কাজ করতেন। তাঁর প্রথম উপন্যাসেই সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন ক্রাশনাহরকাই। হাঙ্গেরির সাহিত্য জগতে তোলপাড় পড়ে গিয়েছিল 'স্যাটানট্যাঙ্গো' (১৯৮৫) প্রকাশের পর। এছাড়া 'দ্য মেলাঙ্কোলি অফ রেজিস্ট্যান্স'ও তাঁকে যথেষ্ট খ্যাতি দিয়েছে। এই উপন্যাসগুলি অবলম্বনে চলচ্চিত্রও হয়েছে। ক্রাশনাহরকাইয়ের সাহিত্য গভীর দার্শনিকতায় ঋদ্ধ। মধ্য ইউরোপীয় সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ স্বর হিসাবেই তিনি সম্মানিত। তাঁর রচনাশৈলীতে কাফকা থেকে থমাস বার্নহার্ড প্রমুখ লেখকের প্রভাব দেখা যায়। মানসিক টানাপোড়েন, ধ্বংসাত্মক সময় ও মানবীয় জটিলতার অতল গহ্বরের গন্ধ পাওয়া যায় তাঁর লেখায়।

মাসুদ-বোনের জঙ্গি ব্রিগেড

ইসলামাবাদ, ৯ অক্টোবর : প্রথা ভাঙল জইশ। এই প্রথম মহিলাদের নিয়ে জঙ্গি ব্রিগেড গড়ল জইশ-ই-মহম্মদ। মাসুদের বোন সাদিয়া আজহার এর নেতৃত্ব দেবে। ভারতীয় সেনার সিঁদুর অভিযানে মাজা ভাঙলেও ফের নতুন করে নিজেদের শক্তি বাড়াতে তৎপর জইশ-ই-মহম্মদ। তারই প্রকাশ হিসেবে জইশের মহিলা শাখা 'জামাত-উল-মোমিনাত' গঠনের কথা জামাতের সদর দপ্তর ভাওয়ালপুরের মরকজ উসমান-ও-আলিতে ঘোষণা করল তারা। আইসিস, বোকোহারাম, হামাস, এলটিটিই ইত্যাদি জঙ্গি সংগঠনের মহিলা আত্মঘাতী শাখা রয়েছে। জইশ কিন্তু এতদিন মহিলাদের নীচু চোখে দেখত। এবার তারাও মতধারা বদলে মহিলা জঙ্গি সংগঠন জামাত-উল-মোমিনাত গড়েছে। নিয়োগও শুরু করে দিল।

সেমিনার

চিনে ‘রিসার্চ টক’-এ রায়গঞ্জের রিপন

রাহুল দেব

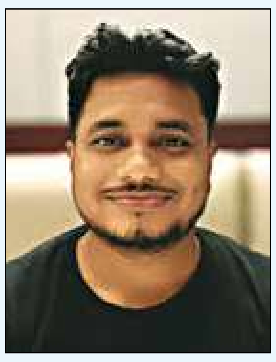

৮-২০ সেপ্টেম্বর চিনের হেফেই শহরের আনহুই বিশ্ববিদ্যালয়ে বীজগণিত (অ্যালজেব্রা) সংক্রান্ত বিষয়ে এক আন্তর্জাতিক গবেষণা সভায় যোগ দিতে চিনে উড়ে গিয়েছেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. রিপন সাহা। ইতিমধ্যেই আগামী বছর জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত ‘ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ ম্যাথম্যাটিসিয়ান’ সভায় যোগ দেওয়ার জন্যও মনোনীত হয়েছেন তিনি। চিন থেকে রিপন জানিয়েছেন, ‘ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক সংস্থা ‘সিমপা’র আয়োজনে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে পঞ্চাশ জনেরও বেশি গণিতজ্ঞ এসেছিলেন এখানে রিসার্চ টক দিতে। সেখানে অংশ নিতে পেরে আমি আপ্লুত।

মালদা কলেজের শতবর্ষে রক্তকরবী

১৯২৪ সালে শিলং-এর শৈলাবাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘যক্ষপুরী’ নামে একটি রূপক-সাংকেতিক নাটক লেখেন। পরবর্তীকালে নাটকটি যখন প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশ হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ সেটির ‘রক্তকরবী’ নাম দেন। ১৯২৫ সালে ‘রেড ওলিয়েন্ডার্স’ নাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই ইংরেজিতে নাটকটি তর্জমা করে প্রকাশ করেন। সেই হিসেবে রক্তকরবী নাটকটি এবছর শতবর্ষ পেরোল। শতবর্ষ পেরনো বহুচর্চিত এই নাটক নিয়ে মালদা কলেজের বাংলা বিভাগ আয়োজিত ‘শতবর্ষে রক্তকরবী’ শীর্ষক আলোচনাসভায় একশো বছর পরেও ‘রক্তকরবী’ নাটকের প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করেন মালদা কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি অধ্যাপক সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়।। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় ইকোক্রিটিসিজমের নিরিখে ‘রক্তকরবী’ নাটকের অনবদ্য বিশ্লেষণ করেন। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সুনিমা ঘোষ তাঁর আলোচনায় বলেন, ‘রক্তকরবীর মতো আজও কর্পোরেট রাজারা সাধারণ মানুষদের শোষণ করে চলেছে। এই নাটকে মুক্তির যে পথ দেখানো হয়েছে, সেই আদর্শ অ্যাকাদেমিক স্তরের বাইরে বেরিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।’

তথ্য : সৌকর্য সোম

চ্যালেঞ্জ টেকসই উন্নয়নের আলোচনায়

দীপঙ্কর মিত্র

স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য ও পরিবেশগত স্থায়িত্বের উদ্দেশ্যে রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ের মিলনায়তনের একদিবসীয় আলোচনার বিষয় ছিল ‘টেকসই উন্নয়নের সমাজ-অর্থনীতির দিক : চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের পথ’। অর্থনীতির অধ্যাপক ড. সুব্রত ঘোষ টেকসই উন্নয়নের সমাজ-অর্থনীতির দিকটির গুরুত্ব তুলে ধরেন। অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অরূপ সান্যাল টেকসই উন্নয়নের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ যেমন-অর্থনৈতিক বৈষম্য, পরিবেশ দূষণ ও সামাজিক বঞ্চনার প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, ‘এসব সমস্যার সমাধানে আন্তঃবিভাগীয় সহযোগিতা ও জনগণের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। অধ্যাপক ড. শংকরকুমার রায় সামাজিক ন্যায়, সাংস্কৃতিক চর্চা ও স্থানীয় উন্নয়নের সঙ্গে টেকসই উন্নয়নের সংযোগ স্থাপন করে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন। আইকিউএসির কোঅর্ডিনেটর ড. নীলিমা মোক্তান এবং অধ্যক্ষ ড. চন্দন রায় বলেন, ‘শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক সচেতনতা ও গবেষণায় ভূমিকার কথায় বলেন, এই ধরনের অ্যাকাডেমিক আয়োজনে গুণগত মান বৃদ্ধির পাশাপাশি সচেতনতা গড়ে ওঠে।’

কালিয়াগঞ্জ কলেজের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক সন্দীপ সুনদাস ‘চা-শ্রমিকদের পানীয় জল, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য: কার্সিয়ং, দার্জিলিং-এর একটি ক্ষেত্রসমীক্ষা’ বিষয়ক গবেষণাপত্রে চা-বাগানের শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও পানীয় জলের সমস্যা তুলে ধরে নীতিগত হস্তক্ষেপের সুপারিশ করেন। এরপর মালদা কলেজের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক নিমেষ দিউলি বিশুদ্ধ জলের প্রাপ্যতা ও মানব উন্নয়নে তার ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন। সেমিনারের শেষে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকমণ্ডলী বক্তাদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়ে অংশ নেন।

অধ্যক্ষ ড. চন্দন রায় জানান, রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয় প্রতি মাসে প্রতিটি বিভাগের জন্য বিশেষ অ্যাকাডেমিক বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে থাকে। এবারের এই সেমিনার অর্থনীতির জনক অ্যাডাম স্মিথের জন্ম ও মৃত্যু স্মরণে।

ফোটো স্টোরি

সেপ্টেম্বরে বিদ্যাসাগরের জন্মদিন। রায়গঞ্জের সুরেন্দ্রনাথ কলেজের বাংলা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং আইকিউএসি বিভাগের পক্ষ থেকে বিদ্যাসাগর শ্রদ্ধাঞ্জলি ও বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। অধ্যক্ষ চন্দন রায় জানিয়েছেন, ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দিতেই প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কলেজের সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী ছাত্রছাত্রীদের এই পুরস্কার দেওয়া হয়। *ছবি ও তথ্য : দীপঙ্কর মিত্র*

অলচিকি স্কুলে আমমেলা

সৌকর্য সোম

পুরাতন মালদা ব্লকের থুকড়াবাড়ি অলচিকি জুনিয়ার স্কুলকে হাইস্কুলে উন্নীত করা হয়েছে চলতি বছরেই। তবে হাইস্কুলে উন্নীত হলেও স্কুলে শ্রেণিকক্ষের ঘাটতি ছিল। সেই ঘাটতি মেটাতে মালদা জেলা সমগ্র শিক্ষা মিশনের তরফে ২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুটি শ্রেণিকক্ষ উদ্বোধন করা হল।

তবে শুধু শ্রেণিকক্ষের উদ্বোধন নয়, আমের জেলা মালদায় পড়ুয়াদের আমের প্রজাতি জানাতে বিশেষ উদ্যোগ নিল জেলা শিক্ষা দপ্তর। ইংরেজবাজার শহর থেকে ২৫ কিমি দূরে পুরাতন মালদার যাত্রাডাঙা গ্রামে থুকড়াবাড়ি অলচিকি হাইস্কুলে আম উৎসবে নানা প্রজাতির আম প্রদর্শন করা হয়। এই আমমেলার উদ্বোধন করে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) বাণীব্রত দাস বলেন, ‘একবছর আগে উচ্চপ্রাথমিক থেকে মাধ্যমিকে উন্নীত হলেও এখানে পড়ুয়াদের নিজস্ব শ্রেণিকক্ষের অভাব ছিল। আজ পড়ুয়াদের হাতে দুটি শ্রেণিকক্ষ তুলে দেওয়ার পাশাপাশি আমমেলার আয়োজন।’

অভিভাবকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বৃন্দাবনী আম। জেলা শিক্ষা দপ্তরের এই উদ্যোগকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন বনমন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন, অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) অনিন্দ্য সরকার, অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ আধিকারিক চৈতালি দত্ত, জেলা পরিষদ সদস্য নাইকি হাঁসদা প্রমুখ। শিক্ষক নেতা উত্তীয় পান্ডে জানান, ‘জেলার এই একমাত্র অলচিকি স্কুলকে নিয়ে রাজ্য সরকার ও জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়।’

বিদ্যুৎ দপ্তরের সচেতনতা

জেলার বিদ্যুৎ দপ্তরের উদ্যোগে গাজোলের শ্যাম সুখী বালিকা শিক্ষানিকেতনের অষ্টম এবং একাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের নিয়ে হয়ে গেল বিদ্যুৎ ব্যবহারে নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা শিবির। মূলত বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষত বর্ষাকালে কী ধরনের সাবধানতার প্রয়োজন, সেই নিয়ে বক্তব্য এবং প্রোজেক্টরের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ ভবনের কর্পোরেট সেফটি অফিসার উৎপল বিশ্বাস, দপ্তরের আধিকারিক আমজাদ আলি, গাজোলের ডিভিশনাল ম্যানেজার ফারুক শেখ, জেলা পরিষদের বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ রেজিনা মুর্মু প্রমুখ। ডিভিশনাল ম্যানেজার ফারুক শেখ জানিয়েছেন, মূলত বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে, ছাত্রীদের তা বোঝানো হয়েছে। বিশেষত ঝড়-বৃষ্টির সময় এবং প্লাবিত এলাকায় বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী ধরনের সাবধানতা নেওয়া দরকার, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আগামী দিনে বিভিন্ন স্কুলে এই ধরনের সচেতনতামূলক শিবির করবে বিদ্যুৎ দপ্তর।

তথ্য : গৌতম দাস

‘বিবেক-চেতনা’

স্কুলপড়ুয়াদের মধ্যে বিবেক-চেতনার সঞ্চার ঘটাতে রায়গঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে কালিয়াগঞ্জ পার্বতীসুন্দরী উচ্চবিদ্যালয়ের স্মার্ট ক্লাসরুমে ‘বিবেক- চেতনা’ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিশনের অধ্যক্ষ পরেশাত্মানন্দজি মহারাজ, বিদ্যাচক্র স্কুলের প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ দত্ত, কালিয়াগঞ্জ পার্বতীসুন্দরী উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক অভিজিৎ সরকার। বিভিন্ন স্কুলের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি এবং

নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির প্রবন্ধ এবং অঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়। কালিয়াগঞ্জ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সদস্য প্রাণকৃষ্ণ ভৌমিক বলেন, ‘কালিয়াগঞ্জের একাধিক স্কুলে এই আয়োজন করা হয়েছে। আগামী দিনে প্রতিযোগিতায় কৃতীদের পুরস্কৃত করা হবে।’

নিজস্ব প্রতিনিধি

পরিবেশ রক্ষার বার্তা স্কুল পড়ুয়াদের

কুমারগঞ্জ ব্লকের গৌরাঙ্গপুর উচ্চবিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী বর্ষে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দিল। পরিবেশ বিষয়ক এক আলোচনাসভা পরিচালনা করেন পরিবেশ-চিন্তক তুহিনশুভ্র মণ্ডল। তিনি শিক্ষার্থীদের কাছে ডাক পাঠালেন, ‘তোমরাও হয়ে ওঠো সবুজ মিত্র’। তাঁর বক্তব্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ছিল মানবিক আবেদন। উৎসাহী ছাত্রছাত্রীদের স্বরচিত কবিতা, প্রবন্ধ ও চিত্র নিয়ে উদ্বোধন করা হয় বিদ্যালয়ের দেওয়াল পত্রিকা ‘দীপশিখা’। ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে একটি নতুন সাইকেল স্ট্যান্ডের উদ্বোধনও করা হয় এদিন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামলকুমার গায়েন বলেন, ‘২০০১ সালে বিদ্যালয়ের পথচলা শুরু। শিক্ষা ছাড়াও পরিবেশ সচেতনতা এবং ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভার বিকাশই আমাদের মূল লক্ষ্য।’

তথ্য : বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

‘আলো’র ঝলকে শিশুশ্রমিকের মুখ

সৌরভ রায়

হরিরামপুর দেওয়ান আবদুল গনি কলেজের ফোটোগ্রাফি ক্লাব ‘আলো’র উদ্যোগে কলেজের প্রদর্শনীকক্ষে সম্প্রতি এক জাতীয় স্তরের আলোকচিত্র প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল ‘শৈশবের এক ঝলক’। কলেজের প্রিন্সিপাল আবদুল ওহাব জানান, শিশুশ্রমের কঠোর বাস্তবতার সঙ্গে একটি মনোরম শৈশবের ধারণাকে একত্রিত করা ছিল প্রদর্শনীর অন্যতম উদ্দেশ্য। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এলাকার ফোটোগ্রাফারদের উৎসাহ দিয়ে একত্রিত করার পাশাপাশি শিশুশ্রমের ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠের ফোটোগ্রাফি বিভাগের প্রধান প্রফেসর ড. সুব্রত রায়চৌধুরী। প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন রাজেশ ধর (কলকাতা), দ্বিতীয় হয়েছে সুরজ টমাস (কেরল), তৃতীয় রাজু দাস (নন্দীগ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ), চতুর্থ দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের সহিষ্ণু সাহা, পঞ্চম হয়েছেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুরের নীহাররঞ্জন সরকার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরের প্রণয় বণিক হয়েছেন ষষ্ঠ।

সুস্থায়ী পৃথিবীর স্বপ্নে রং -তুলির ছোঁয়া

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

গোপালগঞ্জ রঘুনাথ উচ্চবিদ্যালয়ে ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস কলকাতার তত্ত্বাবধানে এবং স্কুলের স্ট্যান্ডার্ড ক্লাবের উদ্যোগে সম্প্রতি হয়ে গেল পোস্টার মেকিং প্রতিযোগিতা। ‘একটি সুস্থায়ী পৃথিবী গঠন’ করতে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির মোট ৩০ জন প্রতিযোগী জলবায়ু পরিবর্তন, পুনর্ব্যবহারযোগ্য সম্পদের ব্যবহার, দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রকৃতি সংরক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে তাদের পোস্টারের মাধ্যমে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে। শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সচেতন এবং শিল্প-সৃজনশীল করতে মেন্টরের দায়িত্বে ছিলেন শিক্ষক অরিন্দম সরকার এবং সহকারী প্রধান শিক্ষক পুলকেশ চৌধুরী। বিচারকের আসনে ছিলেন শিক্ষক বুদ্ধদেব গোস্বামী, সোমনাথ দত্ত, শিক্ষাকর্মী সৌমেন সেন, অতনু ভট্টাচার্য ও চঞ্চল মুখার্জি প্রমুখ।

সৃজনশীলতা এবং বার্তার স্পষ্টতায় প্রথম স্থান অধিকার করে হিয়া নন্দী (দশম শ্রেণি), দ্বিতীয় সৃজিতা ভট্টাচার্য (দশম শ্রেণি) এবং তৃতীয় শাম্মা সরকার (নবম শ্রেণি)। এছাড়াও প্রশংসিত হয় প্রেয়সী সাহা (নবম শ্রেণি)। অংশগ্রহণকারী সকলকেই পুরস্কার দেওয়া হয়।

বাজার সরকার
বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন
বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান
আজ সন্ধে ৬টা
উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে
f LIVE
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

রায়গঞ্জে বাজি বাজার

রায়গঞ্জ, ৯ অক্টোবর : দীপাবলি উৎসব ঘিরে প্রতিবছরের মতো এবছরও বাজি বাজারের আয়োজন করছে রায়গঞ্জ পুরসভা। রায়গঞ্জ স্টেডিয়াম চত্বরে এই বাজি বাজারটি বসবে। ১৭ অক্টোবর থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত বাজি বাজার থাকবে। সেখানে শুধুমাত্র সরকার অনুমোদিত বাজিই বিক্রি হবে। থাকবে কড়া নিরাপত্তা ও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা।

বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ পুরসভার চেয়ারপার্সন সন্দীপ বিশ্বাস জানান, পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় রায়গঞ্জ স্টেডিয়াম ময়দানের সম্মুখে এই বাজি বাজার বসবে। এর জন্য ৮ ও ৯ অক্টোবর ফর্ম বিক্রি ও জমা নেওয়া হবে। প্রতিটি ফর্মের মূল্য ১০০ টাকা। শিল্প সাথী পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। ১০ তারিখে লটারির মাধ্যমে স্টল বাছাই করা হবে। এবছর ৫০টি স্টলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

ধর্ষণে ধৃত ২

কালিয়াগঞ্জ, ৯ অক্টোবর : এক কিশোরীকে অপহরণ করে ধর্ষণের অভিযোগে দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। বুধবার রাতে অভিযুক্তদের নিজ নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় জানান, ৩ অক্টোবর ঘুরতে যাওয়ার নাম করে শহরের বাসিন্দা ওই কিশোরী বাড়ি থেকে বের হয়েছিল। দীর্ঘ সময় মেয়ের খোঁজ না পেয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করে পরিবার। ফোন ট্যাপ করে ৭ অক্টোবর কিশোরীকে কালিয়াগঞ্জের একটি গ্রামে বন্ধুর বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়। সে অভিযুক্তদের মধ্যে একজনের বিরুদ্ধে জোরজবরদস্তি শারীরিক সম্পর্ক তৈরির অভিযোগ তোলে। এরপর বুধবার রাতে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়। বৃহস্পতিবার ধৃতদের রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করা হয়। বিচারক তাঁদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

সিপিএমের সভা

গঙ্গারামপুর, ৯ অক্টোবর : সিপিএমের গঙ্গারামপুর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে বৃহস্পতিবার বিশরাইল হাটখোলা এলাকায় একটি কর্মীসভা হল। ওই কর্মীসভা থেকে চলতি মাসের ২৭ তারিখে গঙ্গারামপুর ব্লকের নন্দনপুর অঞ্চলে বিভিন্ন দাবি নিয়ে একটি স্মারকলিপির দিন ধার্য করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের গঙ্গারামপুর এরিয়া কমিটির সম্পাদক জীবন সরকার, অচিন্ত্য চক্রবর্তী, সুশান্ত বিশ্বাস প্রমুখ।

কংক্রিটের রাস্তা

বুনিয়াদপুর, ৯ অক্টোবর : বংশীহারীতে ২ কিমি কংক্রিটের রাস্তার কাজের সূচনা করলেন ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। বৃহস্পতিবার বুনিয়াদপুরের গিট্টি মোড়ের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য সুভাষ ভাওয়াল। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের টাকায় গিট্টি মোড় থেকে মোরগামারি পর্যন্ত ২ কিমি কংক্রিটের রাস্তা তৈরি করতে ২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা খরচ করা হবে।

বদলে যাচ্ছে বিজয়ার ভাষা

একসময় বিজয়া দশমী মানেই ছিল আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে গিয়ে মিষ্টি খাওয়া, কোলাকুলি, আর প্রাণখোলা আড্ডা। কিন্তু সেই ছবিটা আজ প্রায় ইতিহাস। বালুরঘাটে এখন আর তেমন ঘরোয়া বিজয়া পর্ব দেখা যায় না। মিষ্টির প্যাকেটের জায়গা নিয়েছে চকোলেট, কোলাকুলির বদলে ইমোজি, স্টিকার আর আন্তরিক শুভেচ্ছার জায়গা দখল করেছে মোবাইলের স্ক্রিন। সময়ের সঙ্গে পালটেছে সম্পর্কের প্রকাশভঙ্গি-যেখানে একটি ক্লিকেই পৌঁছে যায় শুভেচ্ছা। কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে সেই উষ্ণতা, সেই মুখোমুখি হাসির আবহ। যা ছিল একসময় বাঙালির বিজয়ার আসল আনন্দ। বিজয়ার একাল-সেকালের খোঁজ নিলেন পঙ্কজ মহন্ত।

বাড়িভরা হাসি

একসময় বিজয়া মানেই ছিল আত্মিক মিলন। বাড়ির দরজা খোলা থাকত সারাদিন। কে কখন এসে পড়বে- সেটাই ছিল আনন্দের অংশ। আজ সেসব বন্ধ দরজার ওপারে পড়ে আছে শুধু স্মৃতি। শুধু ফোনে বা ফেসবুকে লেখা কয়েকটি শব্দে সম্পর্ক টেকে না, আক্ষেপ প্রবীণদের। তাঁদের মতে, 'এটা যেন এক নিঃশব্দ বিজয়া।'

মোবাইলে শুভেচ্ছা

একসময় বিজয়া করতে বালুরঘাট শহরে হাতে মিষ্টির বাক্স নিয়ে আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়ার দৃশ্য দেখা যেত। সেই দেখা হওয়া, গল্পগুজবই ছিল সম্পর্কের বন্ধনকে আরও মজবুত করার মাধ্যম। এখন হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজে 'শুভ বিজয়া' পাঠিয়ে সবাই যেন দায় সেরে ফেলছেন বলে মত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অমলেশ দাসের। তাঁর কথায়, 'আগে বিসর্জনের পর থেকে ক'দিন যেন অন্যরকম আনন্দ থাকত। সকালে বেরিয়ে পড়তাম, এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে যেতাম। মিষ্টি খেতাম, আড্ডা দিতাম। এখন তো কেউ আসে না, ফোনে বলে 'শুভ বিজয়া', ব্যাস! মনে হয় এভাবেই সম্পর্কগুলি ভার্চুয়াল হয়ে গেল।'

বর্তমানে ইমোজি

মিষ্টির ঘ্রাণে, কোলাকুলিতে, নিমকি সহযোগে এক কাপ চায়ের আড্ডায় ছিল বিজয়ার আসল উষ্ণতা। এখন চকোলেটের বাক্স বা ইমোজির মধ্যে সেই আবেগ খুঁজে পাওয়া যায় না। বালুরঘাট কলেজের প্রথম সিমেস্টারের পড়ুয়া অর্ক মজুমদার বলেন, 'ছুটিতে স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকায় মোবাইলে মেসেজ করা ছাড়া কোনও উপায় থাকে না। তবে বন্ধুদের সঙ্গে কোলাকুলি করে হাতজোড় করে নমস্কার কোনওদিনই করিনি। কেউ কখনও বলেনি এমনটা করতে। সময়ের স্রোতে এগুলো এখন আর নেই। এখন হ্যান্ডশেক করে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানানো হয়। বিদেশি রীতির সঙ্গে বাঙালি পরম্পরা যেন মিশে গিয়েছে।'

সময় বদলেছে

তরুণ প্রজন্ম বলছে, দোষ শুধু তাঁদের নয়, সময়েরও। বেসরকারি অফিসে ছুটি সীমিত। দশমীর পরের দিনই কাজে যোগ দিতে হয়। কেউ কেউ অন্য শহরে থাকেন, কেউ দূরে কাজের কারণে ঘরে ফিরতে পারেন না। ফলে শুভেচ্ছা জানানোর মাধ্যম বদলেছে, তবে আন্তরিকতা বদলায়নি। বছর উনত্রিশের আইটি কর্মী ঋত্বিক সাহার কথায়, 'ছুটি নেই, কাজের চাপ প্রচুর। দশমীর দিন রাতেই কলকাতায় ফিরতে হয়েছে। তাই আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করে বিজয়া সারতে পারি না ঠিকই, কিন্তু মন থেকেই শুভেচ্ছা পাঠাই।'

অধরা মিলনোৎসব

লোহার কোম্পানির কর্মী শান্তনু সরকার বলেন, 'আমাদের কাছে উৎসব মানে এখন বিশ্রামের সুযোগ। বছরের এই কয়েকটি ছুটি ঘরে কাটাতে চায় সবাই। কাজের চাপে যাঁদের পরিবার থেকে দূরে থাকতে হয়, তাঁরা অন্যের বাড়ি না গিয়ে নিজের ঘরেই বিশ্রাম করেন। নিউক্লিয়ার পরিবার ও ব্যস্ত জীবনযাপন মিলিয়ে সমাজে তৈরি হয়েছে এক ধরনের মানসিক দূরত্ব। আগে যৌথ পরিবারে উৎসব মানে ছিল মিলনমেলা। এখন সেই বন্ধন সংকীর্ণ পরিসরে বন্দি। বাচ্চারাও আর দেখে না বিজয়ার কোলাকুলি বা মিষ্টি ভাগ করার রীতি- যা ছিল এক অমূল্য অভিজ্ঞতা।'

ফিরুক কোলাকুলি

বালুরঘাটবাসীর একাংশের আশা, হয়তো একদিন আবার শহরের অলিগলি ভরে উঠবে শুভেচ্ছার হাসিতে, চায়ের কাপে গল্পে, গরম রসগোল্লার হাঁড়িতে। ডিজিটাল শুভেচ্ছা থাকুক, কিন্তু মানুষের স্পর্শ যেন হারিয়ে না যায়।

রায়গঞ্জের শিলিগুড়ি মোড়, ডালখোলা, অপরদিকে মালদা হয়ে উঠেছে মাদক পাচারের অবাধ সাম্রাজ্য। চলতি বছর উত্তর দিনাজপুরে প্রায় চার কোটি টাকার মাদক বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার হয়েছে ২২ জন। পাচারের মূল চক্রের হদিস পেতে কালঘাম ছুটছে তদন্তকারীদের।

মাদকচক্রের পর্দা ফাঁস পুলিশের

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ৯ অক্টোবর : বুধবার রাতে বড়সড়ো মাদক পাচারচক্রের পর্দা ফাঁস করল মালদা থানার পুলিশ। পুরাতন মালদার মিশন রোড সংলগ্ন ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে মাদক পাচারে যুক্ত থাকার অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে ৬০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত হয়েছে। যার আনুমানিক বাজারমূল্য ৫০ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি পাচারে ব্যবহৃত একটি ছোট গাড়িও বাজেয়াপ্ত করেছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ধৃত পাঁচজনকে পুলিশ মালদা জেলা আদালতে পেশ করে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত পাঁচজনের মধ্যে তিনজন বিহারের বাসিন্দা। তাঁদের নাম রাকেশ রাজ, জ্যোতিষ রাজ ও শান্তনু কুমার। দুজন কালিয়াচকের বাসিন্দা তাঁদের নাম আলিউল খান ও আলিম খান।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, পাচারকারীরা কালিয়াচক থেকে ব্রাউন সুগার সংগ্রহ করে তা বিহারে পাচারের ছক কষেছিলেন। ওই রাতে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে টহল দিচ্ছিল মালদা থানার পুলিশ। ওই সময় তারা মিশন রোডের কাছে একটি গাড়িকে সন্দেহজনকভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। পুলিশ গাড়ির ভেতরে থাকা তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাঁদের কথায় অসংগতি ধরা পড়ে। এরপর গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ ৬০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি রাকেশ রাজ, জ্যোতিষ রাজ ও শান্তনু কুমারকে গ্রেপ্তার করে।

ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পরই পুলিশ আলিউল খান এবং আলিম খানের খোঁজ পায়। পুলিশ দ্রুত ওই রাতে অভিযান চালিয়ে ওই দুজনকেও গ্রেপ্তার করে। পুলিশ জানিয়েছে, পাচারের মূল চক্রের হদিস পেতে ধৃতদের পুলিশি হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

বাসে ব্রাউন সুগার পাচার, গ্রেপ্তার ৩

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৯ অক্টোবর : লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করল জেলা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। বৃহস্পতিবার ভোররাতে রায়গঞ্জ শহরের সুদর্শনপুর এলাকায় কলকাতা-শিলিগুড়িগামী একটি সরকারি বাসে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৩৫০ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করে ক্রাইম ব্রাঞ্চ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম হাতিন শেখ (২১), ইমাজুদ্দিন শেখ (২২)। তাঁদের বাড়ি কালিয়াচকে। আর একজন বৈষ্ণবনগরের সুশান্ত রবিদাস (২৪)। ধৃতদের এদিন রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

রায়গঞ্জ সিজেএম কোর্টের সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার বলেন, 'পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করেছে। বিচারক তদন্তের জন্য তাঁদের ১০ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার সুপার মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, 'এদিন মাদক বাজেয়াপ্ত সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এদিন রায়গঞ্জ শহরের শিলিগুড়ি মোড় এলাকায় দূরপাল্লার একটি সরকারি বাস থামিয়ে তল্লাশি চালাতেই ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে জেলা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ।

গত মাসের ১৮ তারিখে রায়গঞ্জ শহরের সুদর্শনপুর এলাকা থেকে ১ কেজি ৩২ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করে জেলা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। ওই ঘটনায় এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের নাম সুরজিৎ মণ্ডল। তাঁর

কারবারের সাম্রাজ্য

- ব্রাউন সুগার সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করল জেলা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ
- ধৃতদের আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন
- চলতি বছরে জেলায় প্রায় চার কোটি টাকার মাদক বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ
- রায়গঞ্জের শিলিগুড়ি মোড় বা ডালখোলাকে করিডর করে মাদক পাচার হচ্ছে

বাড়িও কালিয়াচক থানা এলাকায়। আবার ওইদিনই ডালখোলা থানার পুলিশ অপর এক তরুণ শাহ মহম্মদের কাছ থেকে ৭৫০ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করে। সেই ঘটনাতেও ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বাড়িও কালিয়াচকে।

এই সমস্ত ঘটনাগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে, রায়গঞ্জ শহরের শিলিগুড়ি মোড় আবার কখনও ডালখোলাকে করিডর করে মাদক পাচার করার সুযোগ নিচ্ছে কারবারিরা।

সম্প্রতি উত্তর দিনাজপুর জেলায় ২২ জন মাদক কারবারি গ্রেপ্তার হয়েছে। তাদেরকে পুলিশি হেপাজতে নিয়ে জেরা করে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। মাদক তৈরি হচ্ছে কালিয়াচকে। এরপর তা চলে যাচ্ছে উত্তর দিনাজপুর জেলা হয়ে ঝাড়খণ্ড, বিহারে। পুলিশের একটি সূত্র জানাচ্ছে, কখনও ভুটান, মায়ানমার, নেপাল, বিহার থেকে মাদক ঢুকছে রায়গঞ্জ সহ গোটা জেলায়।

চলতি বছরে উত্তর দিনাজপুর জেলায় প্রায় চার কোটি টাকার মাদক বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। পাচারকারীরা এইসব মাদক পাচারের জন্য শিশুদের দুধের প্যাকেট, হরলিক্সের প্যাকেট, স্কুলের ব্যাগ ব্যবহার করছে। পুলিশের তৎপরতায় গ্রেপ্তার হয়েছে বাইরের রাজ্যের কুখ্যাত পাচারকারীরাও। তবে তাদের নেটওয়ার্ক ঠিক কতদূর পর্যন্ত রয়েছে সেটা খুঁজতেই কালঘাম ছুটছে তদন্তকারীদের। তবে লাগাতার অভিযানে কিছুটা হলেও পাচারকারীদের রোখা সম্ভব হয়েছে বলে দাবি পুলিশকর্তাদের।

জেলায় কোথাও পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ, কোথাও সিআইডি, কোথাও আবার ডিআইবি সহ পুলিশ আধিকারিকরাও নাকা চেকিংয়ের মাধ্যমে নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছেন। তবুও তার ফাঁক গলে বের হয়ে যাচ্ছে পাচারকারীরা।

ত্রাণ সংগ্রহ

বালুরঘাট, ৯ অক্টোবর : উত্তরের বন্যাদুর্গতদের সাহায্য করার জন্য বৃহস্পতিবার বালুরঘাটের বিশ্বাসপাড়া ও তহবাজার এলাকায় ত্রাণ সংগ্রহ অভিযানে নামল বিজেপি। সংগ্রহ হওয়া সমস্ত ত্রাণ একত্রিত করে ওই বন্যাকবলিত এলাকায় পাঠানো হবে।

এদিন শহরের বিশ্বাসপাড়া এলাকায় বিভিন্ন দোকানে মুক্ত হস্তে দান করুন বাক্স নিয়ে হাজির হন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, জেলা সম্পাদক বাপি সরকার প্রমুখ। স্বরূপ চৌধুরী বলেন, 'আমরা বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানাব। তাঁরা ইচ্ছেমতো দান করবেন। সঙ্গে আমাদের কিছু অর্থ যুক্ত করে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে পাঠানো হবে।'

হেলে পড়া বাঁশের তোরণে বিপদের শঙ্কা

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৯ অক্টোবর : দেবী দুর্গার বিসর্জন হয়ে প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গিয়েছে। নিভে গিয়েছে চারদিক ছেয়ে থাকা আলোর মালা। খোলা হয়ে গিয়েছে সারিবদ্ধ সব বিজ্ঞাপনের ফ্লেক্স। পাড়ায় পাড়ায় খোলা হচ্ছে মণ্ডপের কাপড়, সজ্জা। ঢিলে হচ্ছে বাঁশের বাঁধুনি। কিন্তু উৎসবের আবেশ ফুরিয়ে এলেও বালুরঘাট শহরের একাধিক রাস্তায়, আলোকসজ্জা ও বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত বিশালাকার বাঁশের তোরণগুলো এখনও ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর সেই কাঠামোগুলোই ক্রমশ বাঁশের বাঁধন আলগা হয়ে বা কিছুটা হেলে পড়ে বিপদের কারণ হয়ে উঠেছে। শহরবাসীর আশঙ্কা, যেকোনও মুহূর্তে সেগুলো ভেঙে পড়ে বড় বিপদ ঘটে যেতে পারে। এনিয়ে শীঘ্র ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে পুর প্রশাসন।

শহরের পাওয়ার হাউস এলাকায় দিন কতক আগেই নিউটাউন ক্লাবের এমন একটি বাঁশের গেট আচমকা ভেঙে পড়েছিল। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছিলেন কয়েকজন পথচারী ও একজন গাড়িচালক। তবে এনিয়ে তখনও পুর প্রশাসন বা পুজো উদ্যোক্তাদের কোনও হেলদোল দেখা যায়নি। যদিও পুরসভা জানিয়েছিল, ওই কাঠামোটি পুরসভার অনুমতি ছাড়াই লাগানো হয়েছিল। তবে এখনও শহরের বিভিন্ন মোড়ে, বিশেষ করে বড় মণ্ডপগুলোর সামনে প্রায়ই হেলে থাকা বাঁশের তোরণ দেখা যাচ্ছে।

দুর্গাপুজোর আগে প্রশাসন, পুরসভা ও পুলিশের অনুমতি নিয়েই শহরের পুজো উদ্যোক্তারা রাস্তাজুড়ে আলো সাজাতে বিশাল বিশাল বাঁশের কাঠামো তৈরি করেছিলেন। কিন্তু পুজো শেষের পর আলো, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি খুলে নেওয়া হলেও, কাঠামো সরানো হয়নি। যার ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। এবিষয়ে স্থানীয়দের অভিযোগ, বাঁশগুলোর বহন খরচ বাঁচাতেই ডেকোরেটাররা তোরণগুলো খুলতে চাইছেন না। এরপর আরেকবার করে দড়ি বেঁধেই সেগুলো কালীপুজোর জন্য চালিয়ে দেওয়ার ভাবনায় আছেন তাঁরা।

এভাবেই রাস্তার ওপরে রয়েছে একাধিক বাঁশের তোরণ।

সমস্যা যেখানে

- পুজো মিটলেও বালুরঘাটের একাধিক রাস্তায় বাঁশের তোরণ এখনও খোলা হয়নি
- বাঁধন আলগা হয়ে বিপজ্জনক অবস্থায় হেলে রয়েছে সেগুলি
- ডেকোরেটার ও উদ্যোক্তাদের গাফিলতিতে তোরণগুলো খোলা হয়নি বলে অভিযোগ
- চেয়ারম্যান এ ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন

এনিয়ে মঙ্গলপুরের বাসিন্দা অরিজিৎ সাহার অভিযোগ, 'প্রতিবছরই পুজোর পর বাঁশের গেটগুলো পড়ে থাকে। কোনও একটা দুর্ঘটনা না ঘটলে প্রশাসন নড়েচড়ে বসে না। পুজো উদ্যোক্তাদের আরও বেশি করে এদিকে নজর দেওয়া উচিত।' স্থানীয় একটি ক্লাবের পুজো কমিটির সম্পাদক সৌগত রায় বলেন, 'কাঠামোর বাঁশগুলো খুলে মালদা নিয়ে যাওয়ার কথা। সেখানে কালীপুজোর জন্য ব্যবহৃত হবে। তাই সেগুলি খুলতে কিছুদিন দেরি হচ্ছে।'

এবিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র বলেন, 'পুজো শেষ হলে দ্রুত সমস্ত কাঠামো সরিয়ে নেওয়ার গাইডলাইন দেওয়া হয়েছিল কমিটিগুলোকে। তবুও এতদিন পরেও কেন সেগুলো ফেলে রাখা হয়েছে, সে বিষয়ে খোঁজখবর নেব। প্রয়োজনে পুরসভার তরফেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' শহরবাসীর আশা, দুর্ঘটনা ঘটার আগেই যেন প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নেয়, আর উৎসবের আনন্দ যেন কারও জন্য অনভিপ্রেত বিপদের কারণ না হয়ে ওঠে।

দীপাবলিতে টুনিলাইটের চাহিদা মালদায়

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ৯ অক্টোবর : একনজরে দেখলে মনে হবে, দুর্গাপুজোর বড় বড় লাইটের গেট, চরকি লাইট, কলকা লাইট যেসমস্ত দেখা যায়, ঠিক যেন তার ছোট রূপ। মালদা শহরের চায়না মার্কেটে প্রবেশ করলে রকমারি আলোকসজ্জা এভাবেই ক্রেতাদের মুগ্ধ করছে। বাজারে টুনিলাইটের পাইকারি বেচাকেনা চলছে ভালোই। দীপাবলির বাজার ধরতে জেলা তো বটেই, এমনকি ভিনরাজ্যের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাও এখন হাজির হচ্ছেন নেতাজি মার্কেটের চায়না বাজারে।

হাতে গুনে আর ক'টা দিন। তার পরেই আলোর উৎসব দীপাবলির আনন্দে মেতে উঠবে মানুষ। তার আগেই মালদা শহরের বাজারগুলিতে শুরু হয়ে গিয়েছে রকমারি এবং আকর্ষণীয় টুনিলাইটের বেচাকেনা। বিগত কয়েক দশক ধরেই মাটির প্রদীপ, মোমবাতিকে টেক্কা দিয়ে আমবাঙালির বাড়িতে জায়গা করে নিয়েছে টুনি। বাজারে চলে এসেছে ইলেক্ট্রনিক পঞ্চপ্রদীপ। শুধু তাই নয়, রয়েছে স্ট্যান্ড প্রদীপ। এছাড়া বাড়ির বারান্দা কিংবা ছাদের রেলিং সাজানোর প্রদীপের চেনও পাওয়া যাচ্ছে। জেলার সর্ববৃহৎ পাইকারি ও খুচরো বাজার নেতাজি মার্কেটে ইলেক্ট্রনিক্স বাজার আলাদা করে গড়ে উঠেছে। পোশাকি নাম নেতাজি সুপার মার্কেট হলেও লোকমুখে এই বাজার এখন চায়না মার্কেট নামে বেশি পরিচিত।

রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ হয়ে এই বাজারে প্রবেশ করলে মনে হবে যেন দীপাবলির আগে দীপাবলি শুরু হয়ে গিয়েছে। যেদিকে তাকানো যায়, শুধু আলো আর আলো। রকমারি এই আলোর ঝলকানি মানুষকে আকৃষ্ট করছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো মানুষ ছুটে চলেছে চায়না মার্কেটের গ্রাউন্ড ফ্লোরে। বাপি সাহার দোকানে বিভিন্ন ধাঁচের টুনি মজুত রয়েছে। চরকি লাইট, ডিজি লাইট, ডিস্কো লাইট, ফানুস লাইট, বিভিন্ন ফল ও ফুলের ধাঁচের টুনি ঝুলছে দোকানের সামনে। ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতেই সব লাইট জ্বালিয়ে রেখেছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'খুচরো বেচাকেনা এখনও সেভাবে শুরু হয়নি। তবে পাইকারি বিক্রি এখন থেকেই শুরু হয়েছে। বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ভিনজেলার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা দীপাবলির বাজার ধরতে চায়না বাজারে আসছেন। কলকাতা ও কালিয়াচকের বাজার থেকেও এখানে দাম অনেকটায় সস্তা। তাই ভিড় মালদা শহরের বাজারে।' আরেক বিক্রেতা বিকাশ সাহা জানান, টুনির বাজার সবে শুরু হয়েছে। পাইকারি বাজার অবশ্য দুর্গাপুজোর পরই শুরু হয়ে গিয়েছে। মানুষ এখন মোমবাতি কিংবা মাটির প্রদীপের বদলে ইলেক্ট্রনিক আলোর উপর আগ্রহী। বছরের এই সময়টা তাঁদের ভালো রোজগার হয়।

মালদা শহরের বিভিন্ন বাজারে রকমারি রঙিন লাইটের সমাহার।

গৃহবধূ সংগীতা বসাক চায়না মার্কেট থেকে ইলেক্ট্রিক প্রদীপ ও কিছু প্রদীপের চেন কিনে বাড়ি ফিরছিলেন। তিনি বলেন, 'মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে যা খরচ হয়, টুনির প্রদীপে তার অর্ধেক। আর দেখতেও ভালো। নিভে যাওয়ার ব্যাপার নেই। প্রদীপ জ্বালাতে সর্ষের তেল লাগে। বাজারে ১৭০ টাকা কেজি। ইলেক্ট্রিকের তুলনায় অনেক কম।' তবে নিয়ম রক্ষার ১১টি মাটির প্রদীপ অবশ্যই নিতে হবে বলে জানান তিনি।

পৃথিবীর পাঠশালা

একজন বাবার অনন্য ভালোবাসা

রবার্ট কার্টার নামে ২৯ বছর বয়সি এক অবিবাহিত বাবা। তিনি নিজে শৈশবে ফস্টার হোমে বড় হয়েছেন, তাই তাঁর ভাইবোনদের থেকে আলাদা থাকার যন্ত্রণাটা খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, অন্য কোনও শিশুকে এই কষ্টের মধ্যে পড়তে দেবেন না। প্রথমে তিনি তিনটি ছেলেকে দত্তক নিলেন। পরে যখন শুনলেন তাদের আরও দুই বোন আছে, তিনি এক মুহূর্তও দেরি করলেন না। নিজের সবটুকু দিয়ে তিনি মেরিয়েলা, রবার্ট জুনিয়ার, মাকাইলা, জিওভানি ও কিওনটেকে এক ছাদের নীচে নিয়ে এলেন। একজন মানুষের হৃদয়ের জোরে এই পাঁচ ভাইবোন এখন একসঙ্গে বড় হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। পরিবার বলতে তো এটাই বোঝায়, তাই না?

নদীর একপেশে প্রতিশোধ

১৯৯৮ সালের এক মজার গল্প শুনুন। হন্ডুরাসে তৈরি হয়েছিল চৌলুটেকা সেতু। সে বছরের হারিকেন মিচ নামে এক ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় তাণ্ডব চালাল। সবাই ভাবল সেতু বুঝি শেষ! কিন্তু অবাক কাণ্ড, ঝড়বৃষ্টির মধ্যেও সেতুটি টলে না, দিব্যি দাঁড়িয়ে রইল। হারিকেন তার রাস্তা বদলে নিল। কিন্তু নদীটি বেঁকেচুরে নিজের গতিপথই বদলে ফেলল! আর যেই না পথ বদলাল, অমনি সেতুটা মাঝনদীতে একলা হয়ে অকেজো হয়ে পড়ে রইল। এখন এর নাম 'ব্রিজ টু নো-হয়্যার'। এই ঘটনা আমাদের শেখায়, প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকাটা যেমন দরকার, তার থেকেও বেশি দরকার সময়ের সঙ্গে নিজেকে বদলে নেওয়ার ক্ষমতা।

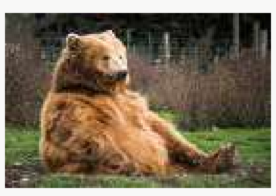

চুপচাপ ভালুক

জঙ্গলের ভালুকদের এমন চুপচাপ বসে থাকতে দেখলে অবাক লাগবে, তাই না? ক্যামেরায় তাদের ধ্যানমগ্ন ছবি প্রায়ই ধরা পড়ে। হ্রদের ধারে, বনের মধ্যে বা পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে যেন অনন্তকাল পার করে দিচ্ছে। বিজ্ঞানীরাও এর কোনও সঠিক কারণ বলতে পারেননি। কেউ বলেন, হয়তো বিশ্রাম নিচ্ছে, আবার কেউ মনে করেন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই জীবগুলো বেশ বুদ্ধিমান আর সামাজিক। এরা খেলা করে, আনন্দে মাতে, এমনকি শোক পালন করে।

প্রকৃতির সেরা ইঞ্জিনিয়ার

ভাবতে পারেন, চেক প্রজাতন্ত্রের সরকার সাত বছর ধরে একটা বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা করছে, আর আটটা সাধারণ বিভার মাত্র দু'দিনে সেই কাজটা করে দিল? আরও অবাক করা ব্যাপার, তারা একেবারে নিখুঁত জায়গায় বাঁধটা তৈরি করল! তাদের এই প্রাকৃতিক প্রকৌশল শুধু এক মিলিয়নেরও বেশি ডলার বাঁচায়নি, বরং ওই অঞ্চলের জলকে আরও পরিষ্কার করেছে আর জীববৈচিত্র্যকেও বাড়িয়েছে। এই ঘটনা প্রমাণ করে, প্রকৃতির কাছে শেখার আছে অনেক কিছু। আর সেরা স্থপতিরা হয়তো আমাদের আশপাশে লোমশ শরীর আর কাঠ চিবানোর অভ্যাস নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

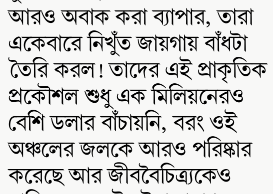

তৃণমূলের নজরে বিধানসভা ভোট

কর্মীদের চাঙ্গা করতে টোটকা

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ৯ অক্টোবর : পুজোর ঢাক থামতেই বিজয়াতে ভোটের ঢাক বাজিয়ে দিলেন বিধায়ক। আগামী শনিবার ইটাহার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে বিজয়া সম্মিলনি। তারই প্রস্তুতি সভায় দলের সমস্ত স্তরের নেতা-নেত্রীকে ডেকে বিধায়ক মোশারফ হুসেন জানিয়ে দিলেন, সামনে ফাইনাল খেলা। কোমর কষে নামতে হবে। পাখি পড়ানোর মতো করে সবার কানে গুঁজে দিলেন বীজমন্ত্র, কীভাবে আগামী চার-পাঁচ মাস দলের ব্লক সভাপতি থেকে শুরু করে বুথ সভাপতিদের চলতে হবে। সামনে ঝুলিয়ে দিলেন ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস-এর নীতিমালাও। অভিমান করে দূরে সরে থাকা নেতা-কর্মীদের কাছে টেনে নেওয়ারও বার্তা দেন তিনি। তাঁর কথায়, 'হয়তো চলতেফিরতে মাঝেমধ্যে একটু ভুলটুল হয়ে যাচ্ছে। অভিমান করার পূর্ণ অধিকার আপনাদের আছে। আমার ভুল কিছু দেখলে আমাকেও দু'চার কথা বলার বা আমার ভুল শোধরানোর সর্বোচ্চ ক্ষমতা আপনাদের দেওয়া আছে। সেটা করুন, বলুন। কিন্তু একইসঙ্গে পার্টির মিটিং, মিছিল, প্রচার কাজটাও করতে হবে।'

ইটাহারে প্রস্তুতি সভায় তৃণমূল নেতৃত্ব। -সংবাদচিত্র

ইটাহার ব্লক অফিস চত্বরের সভাকক্ষে আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনির প্রস্তুতি সভার বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দলের বুথ থেকে শুরু করে ব্লক স্তরের সমস্ত পদাধিকারী, গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির সব সদস্য।

তাঁদের উদ্দেশে বিধায়ক তথা তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতি মোশারফ হুসেন বলেন, 'আনন্দ হল, দুর্গোৎসব হল। এবার কিন্তু পরিশ্রম করার পালা আসছে। সবাইকে বলব, এবার আপনারা একটু এলাকামুখী হন। পাড়ায় পাড়ায় যান, মানুষের সঙ্গে কথা বলুন, সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের প্রচার করুন।'

আগামী মার্চ-এপ্রিলে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন ধরে নিয়ে বিধায়ক মনে করছেন, হাতে সময় খুব কম। তাই এই চার মাসে কর্মীদের একটু ভালো করে পরিশ্রম করার টিপস দেন তিনি। তাঁর কথায়, 'এলাকায় নেতৃত্ব দেওয়া, সরকারি কর্মকাণ্ডের প্রচার, অপপ্রচার ও পরনিন্দার জবাব দিতে হবে।'

সূত্রের খবর, মোশারফকে জব্দ করতে উলটো দিকে ঘুঁটি সাজাচ্ছেন ইটাহারের প্রাক্তন বিধায়ক অমল আচার্য ও তাঁর অনুগামীরা। সেই কথা মাথায় রেখে কারও নাম উচ্চারণ না করেই দলের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে মোশারফের সতর্কবাণী, 'কিছু স্বার্থান্বেষী ষড়যন্ত্রকারী লোক ভোট ভাগের খেলায় নামবে। তাদের চিহ্নিত করে সবাইকে জানিয়ে দেওয়ার কাজটা আপনাদের করতে হবে।'

বিজয়া সম্মিলনির প্রস্তুতি বৈঠকে উপস্থিত নেতৃত্বকে তিনি নির্দেশ দেন, 'নিজের দলের নেতা-কর্মীদের টপ টু বটম সকলকে ভালো করে চিনে নিন। অন্যদের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক বা সংপৃক্ততা নেই। এটা কঠোরভাবে মনিটরিং করুন। আর কাউকে যদি অন্যদিকে অন্য কাউকে ভালো লাগে, তাঁকে দয়া করে ছেড়ে দিন। আমাদের যতজন নেতা-কর্মী আছেন তাঁদেরই যদি আমরা মূল্যায়ন করি তাহলে নেতা-কর্মীর অভাব হবে না।'

> "আনন্দ হল, দুর্গোৎসব হল। এবার কিন্তু পরিশ্রম করার পালা আসছে। সবাইকে বলব, এবার আপনারা একটু এলাকামুখী হন। পাড়ায় পাড়ায় যান, মানুষের সঙ্গে কথা বলুন, সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের প্রচার করুন।
>
> **মোশারফ হুসেন** রাজ্য সভাপতি
> তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেল

কালী প্রতিমার মুখ তৈরিতে মগ্ন শিল্পী। বালুরঘাটে। -মাজিদুর সরদার

মদ বিক্রির প্রতিবাদ করায় বধূকে হেনস্তা

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৯ অক্টোবর : মদ বিক্রির প্রতিবাদ করায় দুই মহিলাকে অর্ধনগ্ন করে মারধর করার অভিযোগ উঠল গ্রামের এক প্রভাবশালী মদ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়েরের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

ওই বধূকে অর্ধনগ্ন করে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে এলাকারই প্রতিবেশী এক মদ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। দিদিকে বাঁচাতে গেলে বোনকেও অর্ধনগ্ন করে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। বুধবার রাত দশটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে রায়গঞ্জ থানার মাড়াইকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের টেনহরি গ্রামে। এরপর জখম মহিলাদের উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করে পরিবার, পরিজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার বিকেল চারটা নাগাদ রায়গঞ্জ থানায় বকুল বর্মন সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি ও খুনের চেষ্টা সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিবেশী দুষ্কৃতীরা প্রতিদিন দেশি মদ তৈরি করে বাড়িতেই বিক্রি করে। এর ফলে বহিরাগতরা এসে মদ্যপ অবস্থায় রাতভর এলাকায় যাতায়াত করে। যার জেরে স্থানীয় মহিলাদের অসুবিধা হয়।

ঘটনার রাতে বাড়ির সামনে সাইকেল ও বাইক রেখে মদ্যপ তরুণরা অভিযুক্তের বাড়িতে গিয়ে মদ খাওয়ার পাশাপাশি মাতলামো ও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে বলে অভিযোগ। বুধবার রাতে এই বিষয় নিয়ে প্রতিবাদী বধূকে অর্ধনগ্ন করে মারধর করা হয়। দিদিকে বাঁচাতে গিয়ে বোনকেও একইভাবে হেনস্তা করা হয়। তাঁদের চিৎকারে ছুটে আসে পরিবার, পরিজন ও এলাকার বাসিন্দারা। জখমদের উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তাঁরা রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই প্রসঙ্গে নির্যাতিতা বধূ বলেন, 'বাড়ি সংলগ্ন প্রতিবেশী বকুল বর্মন, অভি বর্মন সহ পাঁচজন বাড়িতেই বাংলা মদ তৈরি করে বিক্রি করে। প্রতিদিনই মাতালদের অত্যাচার সহ্য করতে হয় প্রতিবেশীদের। এই বিষয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে আমাদের অর্ধনগ্ন করে মারধর করা হয়।' পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আখতার বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত চলছে। ঘটনার তদন্ত করার পাশাপাশি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

কী অভিযোগ

- দেশি মদ বিক্রির প্রতিবাদ করায় এক মহিলা ও তাঁর বোনকে হেনস্তা
- স্থানীয় এক মদ ব্যবসায়ী বাড়িতেই দেশি মদ বিক্রি করেন বলে অভিযোগ
- মদ কিনতে এলাকায় বহিরাগতদের আনাগোনা, মহিলাদের সমস্যা
- ব্যবসায়ী প্রভাবশালী হওয়ায় কিছু বলতে নারাজ এলাকাবাসী

ধৃত নেতা

বহরমপুর, ৯ অক্টোবর : দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে থাকার পরেও শেষরক্ষা হল না। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে দুই ভোটারকে নৃশংসভাবে মারধর ও খুনের চেষ্টার অভিযোগে বুধবার গভীর রাতে বহরমপুর মহকুমার রেজিনগরের তৃণমূল কংগ্রেস ব্লক সভাপতি মাঞ্জুর শেখকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার তাঁকে বহরমপুর সিজেএম আদালতে তোলা হলে বিচারক ৭ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। আগামী ১৫ অক্টোবর পরবর্তী শুনানি।

মাঞ্জুরের গ্রেপ্তারিতে রেজিনগরের তৃণমূল বিধায়ক রবিউল ইসলাম সাফ বলেছেন, 'একদম সঠিক কাজ হয়েছে। আইন আইনের মতো চলবে। যে দোষী তাকে আদালত নিশ্চিত উপযুক্ত সাজা দেবে। দল কোনওভাবেই এই ধরনের ব্যক্তির পাশে থাকবে না।' আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি গ্রেপ্তার হতেই জেলার রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। জেলা কংগ্রেস মুখপাত্র জয়ন্ত দাসের কটাক্ষ, 'তৃণমূল দলের অধিকাংশ নেতাই খুন থেকে শুরু করে নানা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। নিজেকে বাঁচানোর জন্য রাজনীতি করে। মানুষ এদের চিনে ফেলেছে।'

হাসছে কাঞ্চনজঙ্ঘা...

প্রথম পাতার পর

তিনচুলেতে হোমস্টে চালান দীপেন্দ্র গুরুং। এই মুহূর্তে তাঁর হোমস্টেতে পর্যটক ভর্তি। বুকিং আছে দীপাবলি পর্যন্ত। দীপেন্দ্র বলছিলেন, 'দুর্যোগের পর একটা ধাক্কা লেগেছিল। কিছু লোকজন ভিউস আর টাকা কামানোর জন্য যা নয় তাই ভিডিও বানিয়ে ছেড়ে দেন। উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে তাঁদের কোনও ধারণা নেই। যার ফল ভুগতে হয়েছে। এখন অবশ্য পর্যটকরা বুঝতে পেরেছেন, সব জায়গায় বিপর্যয় হয়নি। তাই তাঁরা আসতে শুরু করেছেন। নতুন করে বুকিংও হচ্ছে।'

দার্জিলিং যাওয়ার রোহিণী রোড এখনও বন্ধ। খোলা রয়েছে পাঙ্খাবাড়ি এবং তিনধারিয়ার রাস্তা। পাঙ্খাবাড়ি রোড ধরে ঘুমে উঠতে গিয়ে খুব সামান্য কয়েকটি ধস নজরে এল। তিনধারিয়ার পথও স্বাভাবিক। লেপচাজগৎ হয়ে পৌঁছে যাওয়া যাচ্ছে সীমানা পর্যন্তও। তারপর সুখিয়া হয়ে মিরিক যাওয়ার পথে কয়েকশো ধস নামলেও এখন আর অবরুদ্ধ নেই। তবে গোপালধারা, তাবাকোশি সহ নেপাল লাগোয়া গোটা মিরিকই কার্যত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সে পথে পা বাড়াতে চাইছেন না পর্যটকরা। ফলত যে মিরিক লেক একসময় পর্যটকের ভিড়ে গিজগিজ করত, সেই লেক এখন কার্যত শুনসান।

উত্তরের পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠন এতোয়ার কর্মকর্তা দেবাশিস চক্রবর্তী বলছেন, 'বিপর্যয় হয়েছে পাহাড়ের একটা অংশে। অথচ কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন ইউটিউবার, ব্লগার এমনভাবে প্রচার করছে যেন গোটা পাহাড়টাই বিধ্বস্ত। তা তো নয়। আর সাধারণ মানুষও নিজেরা তথ্য যাচাই না করে সেই ভিডিও শেয়ার করেছেন। এখন অনেকেই বুঝতে পারছেন সেইসব ভাইরাল ভিডিওর সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির কোনও মিল নেই।' পর্যটকদের এব্যাপারে আরও সতর্ক করতে সাংগঠনিকভাবে পালটা প্রচারও শুরু করছে দেবাশিসদের সংগঠন।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে, আপাতত পাহাড়ে আর দুর্যোগের সম্ভাবনা নেই। বিদায় নিচ্ছে বর্ষাও। ১২ অক্টোবর থেকে নামতে শুরু করবে পারদও। সেইসঙ্গে ঝকঝকে হবে কাঞ্চনজঙ্ঘা। এদিকে, সামনেই দীপাবলি। ফলে পর্যটকদের কাছে এখন বেড়িয়ে নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। দার্জিলিংয়ের হোটেল মালিক সুতীর্থ মুখোপাধ্যায়ের কথায়, 'আমাদের হোটেলে এখন প্রচুর পর্যটক রয়েছেন। মিরিক ছাড়া এদিকে কোনও অসুবিধা নেই। আমরা সেইমতো পর্যটকদের আশ্বস্ত করছি। ফলে বুকিং বাতিল আর হচ্ছে না সেভাবে।'

একই কথা বলছেন সিটংয়ের হোমস্টে মালিক পদম গুরুং। পদমের ব্যাখ্যা, 'পর্যটকদের ভয় দেখিয়ে আমাদের ব্যবসা নষ্ট করছে ব্লগারদের একটা অংশ। আমাদের অনুরোধ, না জেনে না বুঝে অপপ্রচার করবেন না কেউ।'

কসবার মধুমিতা সেনগুপ্ত ও তাঁর সঙ্গীরাও এদিন দার্জিলিং থেকে পেশক রোড হয়ে পৌঁছেছেন রামধুরায়। তাঁরা প্রথমদিন ছিলেন কার্সিয়াংয়ের বেলটারে। মধুমিতা বলছেন, 'খবরে, ফেসবুকে এত কিছু দেখছি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কোথাও কোনও সমস্যায় পড়িনি। আজ কালিম্পং এলাম। এখানেও দারুণ ওয়েদার। লাভা হয়ে পরশু আমাদের এনজেপি নামার কথা।'

দুর্যোগ আর আতঙ্কের মেঘ কাটিয়ে পাহাড়ি পর্যটন এখন ছন্দে ফিরতে চাইছে। আবহাওয়াও যোগ্য সংগত দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। এখন চাই শুধু পজিটিভ প্রচার। তাহলেই আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারবে পাহাড়ের অর্থনীতি। আপাতত সেটুকুই প্রত্যাশা পর্যটন ব্যবসায়ীদের।

থানায় বিক্ষোভ

বহরমপুর, ৯ অক্টোবর : ক্ষত এখনও দগদগে। কোজাগরি লক্ষ্মীপুজোর রাতে বন্ধুর সঙ্গে ঠাকুর দেখে বাড়ি ফেরার পথে গণধর্ষণের শিকার হয়েছিল এক স্কুল ছাত্রী। মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমার সালারের ওই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হল বামেরা। এমন নারকীয় ঘটনায় নারী নিরাপত্তা নেই অভিযোগ তুলে দোষীদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবিতে বৃহস্পতিবার থানায় বিক্ষোভ দেখাল গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ডিওয়াইএফআই ও এসএফআই। বামেদের অভিযোগ, উৎসবের মরশুমে একের পর এক বীভৎস ঘটনা ঘটলেও, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। ডিওয়াইএফআইয়ের মুর্শিদাবাদের জেলা সম্পাদক সন্দীপন দাস বলেন, 'মুর্শিদাবাদে এমন ঘটনা আগে ঘটত না। তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে একের পর এক এমন ঘটনা ঘটছে। পুলিশের কাছে গিয়েছি বলেছি, ভয়াবহতা যারা তৈরি করছে, তাদের বিরুদ্ধে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা নিতে হবে। এই ঘটনায় যারা মদতপুষ্ট, তাদেরকেও গ্রেপ্তার করতে হবে। অন্যথায় চরম আন্দোলন হবে।'

কিছুদিন আগেই জেলার সদর শহর বহরমপুরের সাটুই এলাকায় এমনই এক ঘটনার সাক্ষী থাকতে হয়েছিল এলাকাবাসীকে। যা নিয়ে নিন্দার ঝড় বয়ে যায় এলাকায়। তার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের সালারের ঘটনা সামনে এসেছে। ফলে মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে সাধারণের মধ্যে। পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

নাবালিকা

প্রথম পাতার পর

ছয়জনের মধ্যে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ঘটনাপ্রসঙ্গে আদিবাসী কবি ও সমাজসংস্কারক কিষ্টু মুর্মুর বক্তব্য, 'মোবাইল ফোন যে কীভাবে আদিবাসী সংস্কৃতিকে গ্রাস করেছে এই ঘটনা তারই প্রমাণ। এখনই এই বিষয়ে আদিবাসী সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।' দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদার উদ্বেগ, 'আদিবাসী তরুণরা বিপথে চালিত হচ্ছেন। তাঁদের সঠিক পথে আনতে জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলব।'

ধৃত পুত্রবধূ

প্রথম পাতার পর

খবর পেয়ে মালদা থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

আরকেশ বিবি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, 'সংসারে ঝগড়া হচ্ছিল। তার মধ্যেই বড় বৌমা আমার স্বামীকে মেরে ফেলল।' স্থানীয় প্রতিবেশী মিজানুর রহমান বললেন, 'মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে আমার মামা ছিলেন। পুত্রবধূ তাঁকে মারধর করে যেভাবে খুন করল তা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আমরা দোষীর কড়া শাস্তি চাই।'

আদিবাসী নির্যাতনই অস্ত্র

প্রথম পাতার পর

বৃহস্পতিবার তিনি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'আমরা পৌঁছাতেই কিছু লোক বলছিলেন, এখানে বিজেপিকে দরকার নেই। আমরা দিদির লোক। এর পরেই আমাদের ঘাড়ধাক্কা দিতে শুরু করেন। ইট, পাথর ছুড়তে শুরু করেন ওঁরা। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তো সবই ছোট ঘটনা। তাই তিনি আমার আঘাতকে ছোট বলেছেন।'

যদিও তৃণমূলের মোকাবিলা নিয়ে বিজেপির মধ্যে মতভেদ বৃহস্পতিবার প্রকাশ্যে এসে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বুধবার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন দুর্গত এলাকা ঘুরতে ঘুরতে দলীয় কর্মীদের বার্তা দিয়েছিলেন, 'পুলিশ ব্যবস্থা না নিলে বিজেপি পালটা মার দেবে। দোষীদের গ্রেপ্তার করা না হলে আমরা রাস্তায় নামব।'

কিন্তু বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বৃহস্পতিবার পালটা মারের তত্ত্ব নাকচ করে দেন। কলকাতায় তিনি বলেন, 'চোখের বদলে চোখ, কানের বদলে কান- এসব জঙ্গলের রাজত্বে হয়। বিজেপি সেই সংস্কৃতির দল নয়। মানুষ আমাদের তিনবার কেন্দ্রের ক্ষমতায় এনেছে। মানুষই আমাদের ভরসা।'

এই মতপার্থক্যের মধ্যে বৃহস্পতিবার হাইকোর্টে কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তের আর্জি জানিয়ে মামলা দায়ের করেন বিজেপির জলপাইগুড়ির প্রাক্তন জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী। বিচারপতি কৌশিক চন্দ এবং বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রর ডিভিশন বেঞ্চে আগামী ১৪ অক্টোবর এই মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা। বাপি বলেন, 'বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের ছবি ও ভিডিওতে যাঁদের হামলা চালাতে দেখা গিয়েছে, আমরা তাঁদের নামে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। কিন্তু মূল অভিযুক্ত কাউকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি।'

যদিও বিজেপির নাগরাকাটা-১ মণ্ডল সভাপতি তন্ময় নার্জিনারির অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ৫ জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। বুধবার ধৃত গোবিন্দ শর্মা, আক্রামুল হক, বৃহস্পতিবার ধৃত সাহানুর আলম ও তোফায়েল হোসেন এখন পুলিশ হেপাজতে। বিজেপির মণ্ডল সভাপতি তন্ময় নার্জিনারি কিন্তু নাগরাকাটা থানায় সাতজনের নামে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। ধৃতদের বিরুদ্ধে পুলিশ তপশিলি জাতি ও আদিবাসীদের ওপর নির্যাতন সহ একাধিক অভিযোগে মামলা রুজু করেছে।

হাইকোর্টে আরেকটি মামলা হয় বিচারপতি ওম নারায়ণ রাইয়ের একক বেঞ্চে। ওই বেঞ্চে বিজেপির আইনজীবী ময়ূখ মুখোপাধ্যায় অভিযুক্তদের চিহ্নিতকরণ, সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ ও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা দিয়ে তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার আর্জি জানান।

(তথ্য সহায়তাঃ সৌরভ দেব, শুভজিৎ দত্ত, রাহুল মজুমদার, রিমি শীল ও অরূপ দত্ত)

চুরি নিয়ে ধোঁয়াশা

প্রথম পাতার পর

এদিকে, পুলিশের পাশাপাশি জেলা হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছেন ওই দুই মহিলা। সিসিটিভি, বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থার পাশাপাশি জেলা হাসপাতাল চত্বরে রয়েছে পুলিশ ক্যাম্পও। ভিজিটিং আওয়ারে রোগীর পরিবারকে দেওয়া বিশেষ কার্ড দিয়ে তবেই ভিতরে ঢোকা যায় বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল ক্যাম্পাসে। কিন্তু বুধবার রাতে বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা ওই দুই মহিলা মদ্যপ অবস্থায় একেবারে ছয়তলায় প্রসূতি বিভাগ পর্যন্ত পৌঁছে যান বলে অভিযোগ। তাঁদের কাছে কোনও কার্ড ছিল না বলেই সূত্রের খবর। তাহলে ওই মহিলাদের কীভাবে হাসপাতাল চত্বরে ঢুকতে দেওয়া হল তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ওই মহিলারা প্রসূতি বিভাগে ভর্তি পতিরামের এক প্রসূতির পাশে থাকা শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করার সময় ধরা পড়ে যান। বুধবার রাত ন'টা নাগাদ এই ঘটনা ঘটার পর প্রবল উত্তেজনা ছড়ায় হাসপাতাল ক্যাম্পাসে। পরে বালুরঘাট থানার পুলিশ গিয়ে তাঁদের হাসপাতাল থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে।

এদিন বিকেল পর্যন্ত হাসপাতালের তরফে কোনওরকম অভিযোগ বালুরঘাট থানায় দায়ের করা হয়নি। বরং পুলিশ সুয়োমোটো মামলা করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এদিন ডিএসপি এবং হাসপাতাল সুপার দফায় দফায় হাসপাতাল ক্যাম্পাসে বৈঠক করেছেন। বিশেষ করে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য নানারকম নির্দেশ দেওয়া হয়। হাসপাতালে প্রবেশ সহ নানা বিষয়ে কড়াকড়িও করা হয়েছে। কিন্তু ওই মহিলারা কী উদ্দেশ্যে ওই শিশু চুরির চেষ্টা করছিলেন তা স্পষ্ট হয়নি এদিন। তাঁরা কোন পথে এবং কাদের সহায়তায় ছয়তলায় পৌঁছে গিয়েছিলেন তারও হদিস মেলেনি।

কিশোর-কিশোরী উদ্ধার

মালদা, ৯ অক্টোবর : আরপিএফ জওয়ানদের তৎপরতায় উদ্ধার ছয় কিশোর-কিশোরী। বুধবার রাতে মালদা ডিভিশনের বারহারওয়া স্টেশন থেকে ওই ছয়জনকে উদ্ধার করা হয়। মালদা ডিভিশনে এর আগেও একাধিক কিশোর-কিশোরীকে উদ্ধার করা হয়েছে। এর আগে অগাস্টে নাবালিকা উদ্ধারের দুটি ঘটনা ঘটেছে। প্রথমটায় কালিম্পং জেলার জলঢাকা থানা এলাকার দুই নাবালিকাকে অপহরণ করে দক্ষিণ ভারতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। অন্য ঘটনায়, চার কিশোরীকে প্রলোভন দেখিয়ে পাচারের চেষ্টা চালানো হয়েছিল। দুটি ঘটনার ক্ষেত্রেই পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের আরপিএফ ওই কিশোরীদের উদ্ধার করে।

পর্যটনে ছন্দে ফিরছে ডুয়ার্স

প্রথম পাতার পর

বৃহস্পতিবার তা সাপ্তাহিক বন্ধ থাকলেও লাটাগুড়ির জঙ্গলে সাফারি চালু হওয়ায় পর্যটকের ঢল নামে। তিন শিফটে ৬০টি ট্রিপে ৩০০ পর্যটক জঙ্গলে ঢোকেন। আর এতেই আশায় বুক বাঁধছেন ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, বুধবার গরুমারার বিভিন্ন নজরমিনারে ৩০টি জিপসি গাড়িতে প্রায় ১৫০ জন পর্যটক প্রবেশ করেছিলেন। তবে এখনও পর্যটকদের জন্য গরুমারার জঙ্গলে হাতি সাফারি চালু করতে হয়নি। বন দপ্তর জানিয়েছে, জঙ্গলের আনাচে-কানাচে যে এলাকায় হাতি সাফারি করানো হয় সেখানে প্রচুর কাদা রয়েছে। সেই এলাকায় হাতি সাফারি চালু করতে আরও বেশ কয়েকদিন সময় লাগবে। পাশাপাশি লাটাগুড়ির জঙ্গলে কালভার্ট ও কালামাটির জঙ্গল সাফারির রাস্তায় আরেকটি কালভার্ট ভেঙে গিয়েছে জলের স্রোতে। লাটাগুড়ি জঙ্গলে ৪২ কিলোমিটার পথ ঘোরানো হত পর্যটকদের। এই কালভার্ট দুটি ভেঙে যাওয়ায় এখন পর্যটকরা কিছুটা পথ কম ঘুরতে পারবেন। বন দপ্তরের লাটাগুড়ির রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত বলেন, 'সপ্তাহখানেকের মধ্যেই কালভার্ট দুটো মেরামত করে যাতে পর্যটকদের ৪২ কিমি পথ ঘোরানো যায় সেই চেষ্টা করা হচ্ছে।'

ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের সাধারণ সম্পাদক তথা লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলছেন, 'দুর্যোগ কাটিয়ে স্বাভাবিক হচ্ছে ডুয়ার্সের পর্যটনের পরিস্থিতি। ফের বুকিংয়ের অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে কয়েকদিনের মধ্যেই পরিস্থিতি ফের স্বাভাবিক হবে।'

একদিকে যখন চিলাপাতা, কোদালবস্তি, জলদাপাড়া এলাকার পর্যটন ব্যবসায়ীরা বন দপ্তরের সিদ্ধান্তে খুশি তখন চিন্তা বেড়েছে মাদারিহাটের পর্যটন ব্যবসায়ীদের। মাদারিহাট জিপসি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি গোপাল সন্ন্যাসীর বক্তব্য, 'এই সময়ই আমাদের সব থেকে বেশি বুকিং থাকে। বেশি উপার্জন হয়। সেটাই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এভাবে সাফারি বন্ধ করে রাখলে পর্যটকদেরও সমস্যা হবে।' চিলাপাতা ইকো ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহ সভাপতি বিমল রাভা বলেন, 'সাফারি কয়েকদিন বন্ধ থাকায় অনেক ক্ষতি হয়েছে। পর্যটকরা ঘুরে গিয়েছে। শুক্রবার থেকে আর সেই সমস্যা হবে না। ব্যবসা আবার চাঙ্গা হবে।'

দ্বিতীয় শহরের পাশে ম্লান শিলিগুড়ি

প্রথম পাতার পর

সঙ্গে যদি কাল্পনিক প্রতিযোগিতা হয়, শিলিগুড়ি তাহলে কোথায় থাকবে? তামিলনাড়ুর দু'নম্বর শহর তো ধরাছোঁয়ার বাইরে।

পূর্ব ভারতের বিহার, অসম, ওডিশা, ঝাড়খণ্ড বাদ দিলে অন্যান্য রাজ্যের দ্বিতীয় শহরগুলো অনেক এগিয়ে গিয়েছে আমাদের তুলনায়। পরিকাঠামোগত দিক থেকে, ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে। আরও বেশি করে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে।

পূর্ব ভারতের বাইরে অন্য রাজ্যের রাজধানীর কথা আনতে চাই-ই না। সেই রাজ্যের দ্বিতীয় শহরগুলোর কথা টানলেও পড়ে থাকে একরাশ হতাশা। যেমন তামিলনাড়ুর দু'নম্বর শহর ঘোরার পর মনে হয়। বিমানবন্দর থেকে রেলস্টেশন, রাস্তাঘাট-পরিবহণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সৌন্দর্যায়ন-- সর্বত্রই ওরা আমাদের অন্তত পাঁচ গোলে হারিয়ে দিয়ে যাবে।

কেরলের কোচি, মহারাষ্ট্রের পুনে, কর্ণাটকের মাইসুরু, গুজরাটের সুরাট, মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর, উত্তরপ্রদেশের কানপুর, রাজস্থানের যোধপুর, হরিয়ানার ফরিদাবাদ, অন্ধ্রের বিজয়ওয়াড়া... । নামগুলো লিখতে থাকলে কান্না পেয়ে যাবে। বলতে ইচ্ছে করবে, ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন। আর বলবেন না কর্তা। ওই শহরগুলো এত এগিয়ে গেল আর আমরা পারলাম না কেন?

শিলিগুড়ির উদাহরণ দিয়েই বোঝা যাবে পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলো কেন এগোতে পারল না। আমাদের এখানে সিপিএম থেকে তৃণমূল, তৃণমূল থেকে বিজেপি, বিজেপি থেকে কংগ্রেস সবাই শুধু ভোটেরই রাজনীতি করে গিয়েছে শহরের উন্নয়নের ক্ষেত্রে। শিলিগুড়িতে সাতটির বেশি নদী। বিদেশে যে কোনও শহর কর্তৃপক্ষ এরকম পরিস্থিতি পেলে শহরটাকে পর্যটকদের করে ফেলতে পারতেন। এখানে অধিকাংশ নদীর চরই বেআইনিভাবে দখল হয়ে গিয়েছে এবং সেটা রাজনীতিকদের সৌজন্যেই।

মহানন্দা নদীর ধারে এক কলোনি শাসকদলের এক কাউন্সিলারের নামে। এর থেকে আর লজ্জার কিছু হতে পারে? বেআইনি দখলদারদের উচ্ছেদ করবেন, তখন সব বিরোধী দল নেমে পড়বে রাস্তায়। একসঙ্গে শহরের উন্নয়নে এদের কোনও ভূমিকাই নেই! শুধু রাজনীতি, শুধু রাজনীতি!

শিলিগুড়ি থেকে মালদা, সর্বত্রই নদীর ধারে বেআইনি লোকেদের বাস! যাঁরা ভালো করে জানেন নদীতে জল বাড়লে ভেসে যাবে বাড়ি! তবু সেখানে থাকবেন এবং বছরের পর বছর তাঁদের জন্য মানবিক কারণেই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে! ঘর ভেসে যাওয়া লোককে তো বলা যায় না যে আপনি বেআইনিভাবে ছিলেন কেন? সব পার্টি এখানে উন্নয়নের জন্য এক হতে পারে না। অমৃত ভারত প্রকল্পের পরে হয়তো এনজেপি স্টেশনের কিছু উন্নতি হবে। কিন্তু তার আগে উত্তর-পূর্ব ভারতের এক নম্বর স্টেশনের কী বেহাল দশা ছিল দেখেছেন? এখানে মানুষও উদাসীন ছিল, সব পার্টির নেতারাও। তাই অপরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি চালকদের দাদাগিরি প্রকাশ পেত এখানে।

সৌন্দর্য? হাসালেন! এই তো একদিন আগেই দেখলাম, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব কার্যত বলে দিয়েছেন, মহানন্দার চর থেকে লোককে সরানো যাবে না! ভালো কথা। কিন্তু এখানে যে নদীর গতিপথই পালটে যাচ্ছে, মানুষের ওপরে আছড়ে পড়ছে প্রকৃতির ক্ষোভ, সেই ব্যাপারটা তো বোঝানো হয় না। নদী সাফ করার জন্য একটা পার্টি উদ্যোগ নিলে অন্য দল বাগড়া দেবে।

বেশি দূর যেতে হবে না, ঘরের কাছে সিকিমের দু'নম্বর শহর জোরথাং ঘুরে আসতে পারেন। পাহাড়ের গায়ে অতি ছোট শহর, কিন্তু শহরের অন্দরমহল কী চমৎকার সাজানো। প্রাণকেন্দ্রটি ঝকঝকে তকতকে। এগুলো তৈরি করতে তো বেশি অর্থের দরকার হয় না। বাংলার দু'নম্বর শহর হওয়ার ক্ষেত্রে শিলিগুড়ির প্রবল প্রতিপক্ষ যে দুটো শহর, সেই বর্ধমান বা আসানসোলের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে।

এ কথা সত্যি, নানা কারণে বহুদিন হল পূর্ব ভারত দেশে অন্য জায়গার তুলনায় পিছিয়ে যাচ্ছে দিন-দিন। চাকা ঘোরানোর কোনও লক্ষণ নেই। ব্যবসার জায়গাটা দিন-দিন সংকুচিত। পূর্ব ভারতের এক নম্বর শহর কলকাতার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আগের মতো নেই, তবু সেখানে সাম্প্রতিক কিছু রূপটানের ফলে অনেকটা ঝকঝকে দেখায়। সাম্প্রতিকতম জিডিপির তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ ছয় নম্বরে। মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক ও গুজরাটের পরেই। এর প্রতিফলন কি রাজ্যের দু'নম্বর শহরের উন্নয়নে কোনও প্রভাব ফেলতে পারে না?

হোয়াইটওয়াশের অপেক্ষায় ভারত

‘রোকো’ জুটির অভিজ্ঞতা থেকে ভরসা খুঁজছেন শুভমান

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : চলছে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট সিরিজ। আহমেদাবাদে প্রথম টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার আড়াই দিনের অনায়াস জয়ের পর কাল থেকে দিল্লিতে শুরু হচ্ছে সিরিজের দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্ট। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের লক্ষ্যে টিম ইন্ডিয়ার জন্য ঘরের মাঠে চলতি সিরিজ গুরুত্বপূর্ণ। দুর্বল ওয়েস্ট ইন্ডিজকে শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা দ্বিতীয় টেস্টে উড়িয়ে হোয়াইটওয়াশ করতে পারলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের র‌্যাংকিংয়ে উন্নতি ঘটতে পারে টিম ইন্ডিয়ার।

কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটমহল চলতি ক্যারিবিয়ান সিরিজ নিয়ে একেবারেই আগ্রহী নয়। বরং ক্রিকেটপ্রেমীদের যাবতীয় আগ্রহের কেন্দ্রে টিম ইন্ডিয়ার আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফর। কারণ, সেই সফরের একদিনের স্কোয়াডে রয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটের দুই কিংবদন্তি রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। তার মধ্যে রোহিতকে সরিয়ে দিনকয়েক আগেই শুভমানকে একদিনের দলের নেতা ঘোষণাও হয়ে গিয়েছে। ফলে টেস্টের পাশে শুভমান এখন একদিনের দলের অধিনায়কও। ‘রোকো’ জুটির নেতাও।

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ

দ্বিতীয় টেস্ট

সময় : সকাল ৯.৩০ মিনিট
স্থান : নয়াদিল্লি
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা দিল্লি টেস্টের প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে আজ দুপুরে বারবার রোহিত-বিরাটকে নিয়ে প্রশ্নের সামনে পড়তে হল শুভমানকে। দক্ষ নেতার মতো সবদিক সামলালেন গিল। বলে দিলেন, ‘দুনিয়াতে রোহিত-বিরাটভাইয়ের মতো ক্রিকেটার খুব কমই রয়েছেন, যাঁদের অভিজ্ঞতা ও ক্রিকেট স্কিল বিশ্বমানের। দীর্ঘসময় ধরে খেলছে ওরা। ফলে ওদের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটার দলে থাকলে সুবিধাই হয়।’ দিনকয়েক আগেই রোহিতকে সরিয়ে একদিনের দলের নেতা হয়েছেন শুভমান। সামনেই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সাদা বলের সিরিজ। যেখানে রোহিতদের নেতৃত্ব দেবেন গিল। ভারত অধিনায়ক বলছেন, ‘ভারতকে কত ম্যাচ রোহিতভাইরা জিতিয়েছেন, গুনে শেষ করতে পারবেন না। বিরাটভাইরা দলে থাকলে অনেক কাজই সহজ হয়ে যায়। আমি রোহিতভাইয়ের ঠান্ডা মাথা, সতীর্থদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশে যাওয়া দেখে অনেক কিছু শিখেছি। চেষ্টা করব সেই শিক্ষা কাজে লাগাতে।’ টেস্টের পাশে একদিনের দলের নেতৃত্ব তাঁর কাছে নয়া চ্যালেঞ্জ। শুভমান সেই চ্যালেঞ্জের জন্য তৈরি বলে জানিয়ে বলেছেন, ‘টেস্টের পাশে একদিনের নেতৃত্ব নিশ্চিতভাবেই বড় দায়িত্ব। আমি তৈরি সেই চ্যালেঞ্জ নিতে। তবে আমার থিয়োরি হল, বর্তমানে থেকে সামনে তাকানো।’

গিলের ভারতের জন্য বর্তমান হিসেবে সামনে প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ। যাদের ক্রিকেটে সাফল্য বলে শব্দটাই হারিয়ে গিয়েছে। এমন দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামার আগে গিল বলছেন, ‘ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের কেন এমন বেহাল দশা, সঠিকভাবে বলতে পারব না। তবে আমার মনে হয়, ওদের ক্রিকেটারদের নজর শুধু টি২০ লিগের দিকে। আমি বিশ্বাস করি, কোনও দেশের লাল বলের ক্রিকেট যদি শক্তিশালী হয়, তাহলে সাদা বলের ক্রিকেটেও তার প্রভাব পড়বে।’

আইসিসি দ্বিস্তরীয় টেস্ট শুরুর কথা ভাবছে। ভারতের সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো দেশগুলির ক্রিকেটে এতটাই ফারাক তৈরি হয়েছে, আইসিসি এমন সিদ্ধান্তের পথে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। গিল বলছেন, ‘দ্বিস্তরীয় টেস্টের বিষয়টা আইসিসি বলতে পারবে। তবে আমার মনে হয়, বিপক্ষও শক্তিশালী হলে ভালো ক্রিকেট হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়ে যায়।’

দ্বিতীয় টেস্টের জন্য অনুশীলনের পথে শুভমান গিল। বৃহস্পতিবার।

কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে বললেন সৌরভ

গিলকে একদিনের নেতৃত্ব দেওয়া সঠিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ অক্টোবর : সবাইকে একদিন থামতে হয়। সময়ের দাবি মেনে তিনিও একদিন থেমেছিলেন। ৩৭ বছর বয়সে ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরাও এমনই এক সন্ধিক্ষণে। টি২০ ও টেস্ট থেকে আগেই তাঁরা অবসর নিয়েছেন। আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ খেলতে ‘রোকো’ জুটি যাচ্ছেন। সঙ্গে নিয়মিতভাবে জল্পনা বেড়ে চলেছে বিরাট-রোহিতদের অবসর নিয়েও। এমন পরিস্থিতিতে আরও একটি বিষয় নিয়েও চর্চা চলছে। হিটম্যানকে টিম ইন্ডিয়ার একদিনের দলের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিয়ে শুভমান গিলকে নতুন অধিনায়ক করা হয়েছে। রোহিতকে এভাবে সরানো কি ঠিক হল?

আজ বিকেলে মধ্য কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে নতুন একটি কোম্পানির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। আর তারপরই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়ে দিলেন, শুভমানকে অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত সঠিক। মহারাজের বিশ্বাস, রোহিতের সঙ্গে অজিত আগরকাররা আলোচনা করেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সৌরভের কথায়, ‘রোহিত দুর্দান্ত অধিনায়ক, দারুণ ক্রিকেটার। টি২০ বিশ্বকাপ জেতার পাশে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও জিতেছে ও। তবে আমার মনে হয় একদিনের নেতৃত্ব থেকে ওকে সরানোর আগে জাতীয় নির্বাচকরা অবশ্যই কথা বলেছিলেন। হয়তো ওর বয়সের কথা বিবেচনা করা হয়েছিল। ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের সময় রোহিতের বয়স হবে ৪০।’

বয়স ৪০ মানেই কি চালশে?

সৌরভ এমন প্রশ্নের সরাসরি জবাব দেননি। বরং ঘুরিয়ে তিনি জানিয়েছেন, রোহিত-বিরাটদের ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপ খেলতে হলে ফিট থাকার পাশাপাশি ঘরোয়া ক্রিকেটেও খেলতে হবে। তবে শুভমানকে একদিনের দলের অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত সঠিক বলেই মনে হয়। মহারাজকীয় বিশ্লেষণ, ‘শুভমানকে একদিনের দলের অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত সঠিক বলেই আমার মনে হয়। ইংল্যান্ডে দারুণ পারফর্ম করেছে শুভমান। রোহিত আগামীদিনে খেলা চালিয়ে গেলে ওর নজরদারিতেই শুভমান আরও অভিজ্ঞ হয়ে উঠবে।’ তিনি নিজে, রাহুল দ্রাবিড়, শচীন তেন্ডুলকাররা সবাই বয়সের কারণে একসময় থেমেছিলেন। নয়া অধিনায়ক শুভমানকেও হয়তো দশ বছর পর থামতে হবে। সৌরভের কথায়, ‘আগামী দশ বছর পর শুভমান যখন ৪০ বছরের কাছে পৌঁছে যাবে, হয়তো তখন ওকেও এমন অবস্থায় পড়তে হবে। দিয়েগো মারাদোনা, পিট সাম্প্রাস, রজার ফেডেরার, রাফায়েল নাদালদেরও একটা সময় বয়সের কারণে থামতে হয়েছিল। এটাই দুনিয়ার নিয়ম।’

> রোহিত দুর্দান্ত অধিনায়ক, দারুণ ক্রিকেটার। টি২০ বিশ্বকাপ জেতার পাশে চ্যাম্পিয়ান্স ট্রফিও জিতেছে ও। তবে আমার মনে হয় একদিনের নেতৃত্ব থেকে ওকে সরানোর আগে জাতীয় নির্বাচকরা অবশ্যই কথা বলেছিলেন। হয়তো ওর বয়সের কথা বিবেচনা করা হয়েছিল। ২০২৭ সালের বিশ্বকাপের সময় রোহিতের বয়স হবে ৪০।
>
> **সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়**

শুভমান, জাদেজাদের নিয়ে পিচ দেখছেন গৌতম গম্ভীর।

আমি ফিট, দাবি সামির

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : গত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে যুগ্মভাবে সর্বাধিক উইকেট শিকারি। যদিও আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরের ওডিআই দলে ডাক পাননি। অগ্রাধিকার পেয়েছেন প্রসিধ কৃষ্ণারা। নির্বাচক কমিটির যে সিদ্ধান্ত মহম্মদ সামির কেরিয়ারকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে। ভারতীয় দলের দরজা বন্ধের আশঙ্কাও দেখছেন অনেকে। সংশয় তৈরি হয়েছে ফিটনেস নিয়েও। সামি যদিও তা মানতে নারাজ। দাবি, ভারতের হয়ে খেলার জন্য তিনি পুরোদস্তুর ফিট। ফিটনেস কোনও সমস্যা নয়।

বাংলার রনজি ট্রফি দলে রয়েছেন। রবিবার কলকাতায় পা রাখবেন। পরের দিনই বাংলা দলের সতীর্থদের সঙ্গে প্রস্তুতিতেও নেমে পড়বেন। তার আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ভিডিওতে সামি দাবি করেন, ‘প্রচুর গুজব রটছে। কিন্তু বাস্তব হল, নির্বাচনের বিষয়টা আমার হাতে নেই। এটা নির্বাচক, কোচ, অধিনায়কের কাজ। যদি মনে করে আমি উপযুক্ত, তাহলে নেবে। কিংবা ভাবে আরও সময় লাগবে আমার, সেটা তাদের সিদ্ধান্ত। তবে এটুকু বলতে পারি, ডাক পেলে আমি খেলতে প্রস্তুত।’

সামির আরও দাবি, ফিটনেস ভালো জায়গায় রয়েছে। দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে কাটানোর সুবাদে নিজের বোলিং, ফিটনেস নিয়ে কাজ করার বাড়তি সময় পেয়েছেন। দলীপ ট্রফিতেও ৩৫ ওভার বল করেছেন। ফিটনেস কোনও ইস্যু নয়।

৫ কোটি চাই!

রিঙ্কুকে হুমকি দাউদ গ্যাংয়ের!

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : প্রাণে বাঁচতে চাইলে ৫ কোটি টাকা দিতে হবে। এমনই হুমকি ফোন পেয়েছেন রিঙ্কু সিং। আর হুমকি ফোন এসেছে ভারতের ‘মোস্ট ওয়ান্টেড’ দাউদ ইব্রাহিমের গ্যাংয়ের থেকে। অভিযোগ পেয়ে তাৎক্ষণিক তদন্তে নেমে মহম্মদ দিলশাদ এবং মহম্মদ নাভিদ নামে দুজন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চ। তদন্ত অনুসারে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিলের মধ্যে রিঙ্কুর প্রোমোশনাল টিম অর্থের দাবি করে তিনটি হুমকি ই-মেল পেয়েছে। এর মধ্যে একটি ই-মেল এসেছে ডি কোম্পানির অন্যতম জনৈক সদস্যের থেকে।

রহিমের নাটকীয় গোলে টিকে খালিদের দল

সিঙ্গাপুর-১ (ফান্দি) ভারত-১ (রহিম)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : রহিম আলির করা শেষমুহূর্তের নাটকীয় গোলে এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে টিকে থাকল ভারত।

ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজার অপেক্ষায় যখন সিঙ্গাপুর দল থেকে ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের গ্যালারি, তখনই গোল পরিবর্ত হিসাবে নামা রহিম আলির। একেবারেই ভুল বোঝাবুঝিতে গোলটা হল। জর্ডন গোলরক্ষক মাহবুদকে ব্যাকপাস করলে অন্য কোনও ডিফেন্ডার সেটা খেয়ালই করলেন না। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা রহিম আলি কৃতজ্ঞচিত্তে বল ধরে প্রায় হেঁটে হেঁটে গিয়ে গোলটা করে আসেন। যা রহিমের প্রথম আন্তর্জাতিক গোল। এই ম্যাচ ড্র করার ফলে ২ পয়েন্ট নিয়ে টুর্নামেন্টে ভেসে রইল ভারত। বাকি তিন ম্যাচ জিততেই হবে ভারতকে। যা কঠিন কিন্তু সম্ভব। তবে বাকি সব ম্যাচ হংকং ও সিঙ্গাপুরকেও হারতে হবে। ম্যাচের পর সুনীল ছেত্রীও বলেছেন, ‘অঙ্কের বিচারে আমাদের এখনও সম্ভাবনা থাকল। শেষ তিন ম্যাচই জিততে হবে। আমরা আপাতত একটা করে ম্যাচ ধরে ধরে এগোতে চাই।’

খালিদ জামিল দায়িত্ব নিয়ে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত লড়াইয়ের এই সদর্থক মানসিকতাটা অন্তত আনতে পেরেছেন। তারই ফসল এদিনের ড্র। সুনীলকে দিয়ে তিনি শুরুতে চেষ্টা করলেও আর পারছেন না তিনি। নাহলে ১৪ মিনিটে লিস্টন কোলাসোর ফ্রি কিকে তিনি মাথা ছোঁয়াতে পারতেন। সেই অর্থে সারা ম্যাচে গোলটা ছাড়া বিশেষ বলার মতো কিছু নেই ভারতের। লালিয়ানজোয়ালা ছাঙ্গতেরও আগের ফর্ম নেই। ফলে ক্রমশ নিজেদের মাঠে কর্তৃত্ব নিয়ে নেয় সিঙ্গাপুর। প্রথমার্ধেই একাধিক সুযোগ তাদের। বিরতির ঠিক আগের মুহূর্তে গোল ইকহসান ফান্দির। তাঁর মতো বিপজ্জনক ফুটবলার বল পাওয়ার পরও আনোয়ার আলি হঠাৎই মহম্মদ উবেইসকে দেখে দৌড় থামান। ফলে দুজনেরই নাগালের বাইরে চলে যান ফান্দি। গুরপ্রীত সিং সান্ধুরও অত আগে বেরিয়ে আসা ভুল। শেষ চেষ্টা করেও বল গোলে যাওয়া আটকাতে পারেননি সন্দেশ ঝিংগান। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই তাঁর দ্বিতীয় হলুদ ও লাল কার্ড দেখা ভারতকে আরও কমজোরি করে দেয়। আগামী ১৪ অক্টোবর গোয়ায় তাঁকে বাদ দিয়েই নামতে হবে। যা কমজোরি করবে ভারতকে।

এদিকে, হংকং ৩-২ গোলে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জিতে যাওয়ায় চাপ বাড়ল ভারতের।

ভারত : গুরপ্রীত, রাহুল, আনোয়ার, সন্দেশ, উবেইস, ফারুখ (ভালপুইয়া), ম্যাকার্টন (সাহাল), নিখিল (টাংরি), লিস্টন, সুনীল (রহিম) ও ছাঙ্গতে (উদান্তা)।

গোলের পর দর্শকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছেন রহিম আলি।

পাঁচ গোলের ম্যাচেও ফ্যানদের গো ব্যাক ধ্বনি

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-৫ (ম্যাকলারেন -২, রিশাদ-আত্মঘাতী, আলবার্তো, রবসন)

গোকুলাম কেরালা এফসি-১ (আপুইয়া-আত্মঘাতী)

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : অভিনব দৃশ্য। প্রিয় দল গোল করছে অথচ সমর্থকরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার পরিবর্তে ‘গো ব্যাক ম্যানেজমেন্ট’ স্লোগান দিচ্ছে!

এই নজিরবিহীন দৃশ্য দেখা গেল আইএফএ শিল্ডে। গোকুলাম কেরালা এফসি-কে ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত করে শিল্ডে অভিযান শুরু করল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। অথচ সমর্থকরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার পরিবর্তে টিম ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে গেলেন। এমনকি জেমি ম্যাকলারেনরা যখন একের পর এক গোল করে যাচ্ছেন, তখনও একই দৃশ্য দেখা গিয়েছে গ্যালারিতে। আবার উলটোদিকে ম্যাকলারেনরাও গোল করার পর অদ্ভুতভাবে শান্ত।

সমর্থকরা আগেই ম্যাচ বয়কট করার হুমকি দিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মেরেকেটে হাজার দেড়েক দর্শক হয়েছিল। শুরু থেকেই ‘গো ব্যাক’ ধ্বনি দিয়ে গেলেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতেও গোকুলামকে হারাতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি সবুজ-মেরুন শিবিরের। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ম্যাকলারেনরা। প্রথম গোল পেতে তাঁদের অপেক্ষা করতে হয় ১১ মিনিট পর্যন্ত। রবসন রোবিনহোর কর্নার থেকে আলবার্তো রডরিগেজের হেড গোকুলাম মিডফিল্ডার রিশাদের পা ছুঁয়ে গোলে ঢোকে।

জোড়া গোলে মোহনবাগানের জয়ের নায়ক জেমি ম্যাকলারেন।

২৭ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান ম্যাকলারেন। রবসনের লব থেকে বক্সের কোণ দিয়ে দুরন্ত শটে বিশ্বমানের গোল করে যান অজি তারকা। দ্বিতীয়ার্ধের ৪৮ মিনিটে একটি আত্মঘাতী গোলে ব্যবধান কমায় গোকুলাম। অন্যদিকে, এডুয়ার্ডো মার্টিনেজের সেন্টার ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজেদের গোলেও বল ঢুকিয়ে দেন আপুইয়া। মিনিট তিনেক পরেই তৃতীয় গোলটি পেয়ে যায় মোহনবাগান। রবসনের সেন্টার থেকে হেডে ফিনিশ করেন আলবার্তো। ৫৩ মিনিটে নিজেই গোল করেন রবসন। ম্যাকলারেনের পাস থেকে তাঁর নেওয়া শট পোস্টে লাগার পর গোলরক্ষকের গায়ে লেগে গোলে ঢোকে। ৭৩ মিনিটে অভিষেক সিং টেকচামের পাস থেকে গোকুলামের কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন ম্যাকলারেন। আপাতত আইএফএ শিল্ডে প্রথম ম্যাচে জিতে আত্মবিশ্বাস বাড়লেও সবুজ-মেরুন শিবিরে অস্বস্তির কাঁটা থেকেই গেল।

মোহনবাগান : বিশাল, মেহতাব, আলবার্তো, অ্যালড্রেড (কামিংস), শুভাশিস (অভিষেক), আপুইয়া, অনিরুদ্ধ (সূর্যবংশী), মনবীর (আশিস), রবসন, কিয়ান ও ম্যাকলারেন।

ফাইনালে ডার্বির আশায় ব্রুজোঁও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ অক্টোবর : আইএফএ শিল্ড ফাইনালে ডার্বি না হলেই বরং তা অঘটন হবে।

শিল্ডের প্রথম ম্যাচে জয়ের পরই ফাইনালে মহারণের সম্ভাবনা দেখতে শুরু করেছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁও। তিনি বলেছেন, ‘ফাইনালে ডার্বি হলে তা দারুণ হবে। ডুরান্ড কাপে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে কিছুটা রক্ষণাত্মক মানসিকতা নিয়ে খেলেছিলাম আমরা। তবে এখন যে কোনও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলার জন্য তৈরি ইস্টবেঙ্গল।’

খানিক আগেভাগেই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের উদ্দেশে হুংকার ছুড়ে রাখলেন। শুধু তাই নয়, বৃহস্পতিবার আবার মোহনবাগান-গোকুলাম কেরালা এফসি-র ম্যাচ দেখতে মাঠে গিয়েছিলেন ব্রুজোঁর সহকারী আদ্রিয়ান মার্টিনেজ। ফাইনালের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষের শক্তি-দুর্বলতা নোটবুক বন্দি করতে দেখা গেল তাঁকে। এদিকে, শ্রীনিধি ডেকান এফসি ম্যাচেই দল নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা সেরে ফেলেছেন ব্রুজোঁ। শিল্ডে পরের ম্যাচে লাল-হলুদের প্রতিপক্ষ নামধারী এফসি। তার আগে বৃহস্পতিবার রাতেই কলকাতায় চলে এলেন ইস্টবেঙ্গলের ষষ্ঠ বিদেশি হিরোসি ইবুসুকি।

পৃথ্বী-বিতর্কে তদন্ত কমিটি

মুম্বই, ৯ অক্টোবর : মুম্বই-মহারাষ্ট্র প্রস্তুতি ম্যাচে পৃথ্বী শ-মুশির খানের ঝামেলা নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হল। মহারাষ্ট্রের হয়ে খেলতে নেমে ১৮১ রান করেন পৃথ্বী। কিন্তু আউট হয়ে ফেরার পথে মুম্বইয়ের মুশিরের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ান। ব্যাট নিয়ে তেড়ে যান। মুশিরকে আঘাতও করেন বলে অভিযোগ পৃথ্বীর বিরুদ্ধে। অপ্রীতিকর যে ঘটনা নিয়ে তদন্তের সিদ্ধান্ত নিল মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক দিলীপ বেঙ্গসরকার সেদিন কী ঘটেছিল, তা জানতে খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলবেন। মহারাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থার তরফেও একই পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

দাখিল রিভিউ পিটিশন

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : আবারও সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। ১৯ সেপ্টেম্বর এআইএফএফ-এর নতুন সংবিধান চূড়ান্ত করেছে দেশের শীর্ষ আদালত। সেই অনুযায়ী কোনও ব্যক্তি ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতিতে নির্বাচিত হলে রাজ্য সংস্থা বা ফুটবল সংক্রান্ত অন্য কোনও সংস্থার সঙ্গেও যুক্ত থাকতে পারবেন না। এই বিষয়টি নিয়েই আদালতে রিভিউ পিটিশন দাখিল করেছে ফেডারেশন। শুক্রবারই সুপ্রিম কোর্টে শুনানি রয়েছে।

অবসরের জন্য কেউ চাপ দেয়নি’

হর্ষিত ইস্যুতে গম্ভীরদের কটাক্ষ অশ্বীনের

চেন্নাই, ৯ অক্টোবর : হর্ষিত রানা ইস্যুতে এবার গৌতম গম্ভীর, অজিত আগরকারের দিকে আঙুল তুললেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। প্রশ্ন তুললেন অস্ট্রেলিয়াগামী দলে হর্ষিতের নির্বাচনের যৌক্তিকতা নিয়ে। গম্ভীর টিম ইন্ডিয়ার হেডকোচ হওয়ার পর তিন ফর্ম্যাটেই দলে জায়গা পেয়েছেন হর্ষিত। অভিযোগ, যোগ্যতার চেয়ে গুরুত্ব পাচ্ছে গম্ভীরের পছন্দের ক্রিকেটার হওয়ার বিষয়টি।

অশ্বীন ঘুরিয়ে যে প্রশ্নটা উসকে দিলেন। তাঁর মতে, হর্ষিত দক্ষ বোলার। তবে ভারতীয় দলে নিয়মিত নির্বাচনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন, বিতর্ক থেকেই যায়। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন, ‘কেন হর্ষিতকে দলে নেওয়া হচ্ছে, আমি নিশ্চিত নই। নির্বাচনি বৈঠকে উপস্থিত থেকে কারণটা জানতে পারলে ভালো লাগত। অস্ট্রেলিয়া সফরে পেস অলরাউন্ডার দরকার, যে আট নম্বরে নেমে রানও করবে। হর্ষিতের মধ্যে সেই দক্ষতা কি আদৌ আছে? বছর দুয়েক আগে আইপিএল ফাইনালে দুর্দান্ত ডেলিভারিতে নীতীশকুমার রেড্ডিকে আউট করেছিল। ওই একটা বলের জোরেই খেলে যাচ্ছে।’

এরপর সুর কিছুটা নরম করে অশ্বীন জানান, হর্ষিতের বোলিং দক্ষতা আছে। কেউ যদি সেই নিয়ে অন্য দাবি করে, তার সঙ্গে তিনি সহমত নন। দীর্ঘদিন সামনে থেকে দেখার ফলে হয়তো হর্ষিতের ওপর ভরসা তৈরি হয়েছে কোচ গম্ভীরের। তবে বাস্তব যাই হোক, হর্ষিতের নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাকে নিয়েও পরামর্শ দিলেন অশ্বীন। বলেছেন, ‘রোহিতের অধিনায়ক বিতর্ক নিয়ে কিছু বলতে চাই না। তবে প্রশ্ন হল, বিরাট-রোহিতরা কি ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলতে চাইছে? বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া দরকার। কোহলি, রোহিতরা বিশ্বকাপ পরিকল্পনায় কি আছে? থাকলে কীভাবে নিজেদের ফর্ম ২০২৭ পর্যন্ত ধরে রাখবে? সেক্ষেত্রে বিরাটদের ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত খেলা প্রয়োজন। ভারতীয় দলের ‘এ’ সিরিজে খেলে ম্যাচ প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকা দরকার। নির্বাচক, টিম ম্যানেজমেন্টের উচিত এটা ওদের পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া।’

অস্ট্রেলিয়া সফরের মাঝে হঠাৎ অবসর নিয়েও এদিন মুখ খুলেছেন অশ্বীন। দাবি করেন, বাইরের কোনও চাপ ছিল না তাঁর ওপর। কোচ গম্ভীর বা অধিনায়ক রোহিত দুজনেই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার কথাও বলেছিলেন তাঁকে। অশ্বীন বলেছেন, ‘কেউ আমাকে চলে যেতে বলেনি। কেউ বলেনি দলে আমার জায়গা হবে না। বরং সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ২-৩ জন বারণ করেছিল। ওরা চাইছিল, আমি আরও খেলি। শেষপর্যন্ত যদিও অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।’

বিশ্বকাপে মিশর

কাসাব্লাঙ্কা, ৯ অক্টোবর : জিবুতিকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে খেলার ছাড়পত্র আদায় করে নিল মিশর। জোড়া গোল করে জয়ের নায়ক অধিনায়ক মহম্মদ সালাহ। যোগ্যতা অর্জন পর্বে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই ২৩ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থবারের জন্য ফুটবল বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করল তারা। মিশর শেষবার বিশ্বকাপ খেলেছিল ২০১৮ সালে।

২০১৮ সালের পর মিশর প্রথমবার বিশ্বকাপে যাওয়ায় সতীর্থ ইব্রাহিম আদেলের সঙ্গে উচ্ছ্বাস মহম্মদ সালাহর।

সেরা একাদশে ম্যাকলারেন

সিডনি, ৯ অক্টোবর : ২০১৫ থেকে ২০২৫ অস্ট্রেলিয়ার ‘এ’ লিগের সেরা একাদশে জায়গা পেয়েছেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের জেমি ম্যাকলারেন। ‘এ’ লিগে সর্বকালের সর্বাধিক গোলদাতা জেমি। অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া লিগে দেড়শোর কাছাকাছি গোল রয়েছে তাঁর। এর মধ্যে একশোর বেশি গোল মেলবোর্ন সিটির জার্সিতে। সেই সুবাদেই ‘এ’ লিগে দশকের সেরা একাদশে নির্বাচিত হয়েছেন ম্যাকলারেন।

বিশ্বকাপে রেকর্ড গড়লেন শিলিগুড়ির মেয়ে

রিচা-শোয়ে জল বোলারদের

ভারত-২৫১
দক্ষিণ আফ্রিকা-২৫২/৭ (৪৮.৫ ওভারে)

ভাইজ্যাগ, ৯ অক্টোবর : মহিলাদের চলতি ওডিআই বিশ্বকাপে হিদার নাইট, অ্যাশলে গার্ডনার, বেথ মুনি ও রিচা ঘোষের মধ্যে মিল কোথায় বলুন তো? এই চারজনই এবারের টুর্নামেন্টে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া অবস্থায় দলকে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু তফাত একটা রয়েই গেল বাকি তিনজনের সঙ্গে রিচার। আর সেই ফারাক গড়লেন রিচার দলের বোলাররাই। যাদের ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে নাদিনে ডি ক্লার্ক ৫৪ বলে ৮৪ রানের অপরাজিত ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৩ উইকেটে জয় এনে দেন।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গত রবিবার রিচা ৩৫ রানের ইনিংসে ভারতকে চ্যালেঞ্জিং স্কোরে পৌঁছে দেন। বৃহস্পতিবার ভাইজ্যাগে শিলিগুড়ির উইকেটকিপার-ব্যাটার রিচার ব্যাট ফের জ্বলে উঠল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দলকে কোণঠাসা পরিস্থিতি থেকে শুধু বার করে আনাই নয়, মহিলাদের বিশ্বকাপের ইতিহাসে রেকর্ডবুকে নামও তুললেন ২২ বছরের রিচা। তাঁর ৭৭ বলে ৯৪ রানের ঝোড়ো ইনিংসে ভর করে ভারত পৌঁছে যায় ২৫১ রানে।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে জয় এনে দেওয়ার কারিগর নাদিনে।

এদিন ৫৫ রানের ওপেনিং জুটিতে ভারতকে ভালো শুরু উপহার দেন প্রতীকা রাওয়াল (৩৭) ও স্মৃতি মান্ধানা (২৩)। ইনিংস লম্বা করতে না পারলেও মান্ধানা অস্ট্রেলিয়ার বেলিন্ডা ক্লার্কের ২৮ বছরের পুরোনো রেকর্ড ভাঙেন। ১৯৯৭ সালে ওডিআইয়ে বেলিন্ডা এক বছরে ৯৭০ রান করেছিলেন। এদিন তাঁকে টপকে চলতি বছরে ১৭টি ওডিআই ইনিংসে সর্বাধিক ৯৮২ রান হয়ে গেল স্মৃতির। তবে মান্ধানা ফেরার পর ক্লোয়ে ট্রাইওন (৩২/৩), নোনকুলুলেকো এমলাবাদের (৪৬/২) সামনে ১০২/৬ হয়ে যায় হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেড।

এখান থেকেই বন্দরনগরীতে ডুবতে বসা ভারতীয় ইনিংসকে পাড়ে আনার কাজ শুরু করেন রিচা। আমনজ্যোৎ কাউরের (১৩) সঙ্গে প্রথমে ৫১ রানের জুটি গড়েন তিনি। এরপর স্নেহ রানাকে (২৪ বলে ৩৩) নিয়ে ৮৮ রানের পার্টনারশিপে ভারতকে সঞ্জীবনী সুধার খোঁজ দেন রিচা। শতরান মিস করলেও তাঁর এদিনের ৯৪ মহিলাদের বিশ্বকাপে ভারতীয় উইকেটকিপারদের মধ্যে সর্বাধিক। টপকে যান ফোয়েজ খালিলিকে (ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৮৮, ১৯৮২)। বার তিনেক (দুইবার ক্যাচ ও একবার রানআউট মিস) ভাগ্যের সাহায্য পেলেও ১১টি চার ও চারটি বিশাল ছক্কায় সাজানো ইনিংসে মাঠের সর্বত্র বল ফেললেন রিচা।

শিলিগুড়ির মেয়ের তৈরি করে দেওয়া মঞ্চে প্রোটিয়াদের শুরুতেই চেপে ধরেছিলেন দুই পেসার ক্রান্তি গৌড় ও আমনজ্যোৎ। অধিনায়ক লরা উলভারডট (৭০) একটা দিক ধরে রাখলেও স্বপ্নের ফর্মে থাকা আরেক ওপেনার তাজমিন ব্রিৎজকে (০) তুলে নেন গৌড়। সুনে লুসকে (৫) ফেরান আমনজ্যোৎ। এরপর ভারতের স্পিন ত্রয়ী-দীপ্তি শর্মা, স্নেহ ও নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণির দাপটে দক্ষিণ আফ্রিকা ৮১/৫ হয়ে গিয়েছিল। ৩১.২ ওভারে দীপ্তির বলে রিচা সহজ স্টাম্পিং মিস করেন ১৫ রানে থাকা ক্লোয়ের। সুযোগ কাজে লাগিয়ে ক্লোয়ে ৪৯ রান করার সঙ্গে সপ্তম উইকেটে নাদিনেকে নিয়ে ৬৯ রান যোগ করে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন। দক্ষিণ আফ্রিকা ৪৮.৫ ওভারে ৭ উইকেটে ২৫২ রান তুলে নেয়।

ক্রিজে দাঁড়িয়ে ছক্কা হাঁকাচ্ছেন রিচা ঘোষ। ভাইজ্যাগে।

আমার তো মনে হয় প্র্যাকটিস করাটা রিচার নেশা। জাতীয় দলের দায়িত্বপালন শেষের একদিনের মধ্যে অ্যাকাডেমিতে প্র্যাকটিসে চলে আসত। এবার দেখলাম রিভার্স সুইপ-স্কুপ অনুশীলন করতে। অ্যাকাডেমির থ্রো ডাউন স্পেশালিস্ট মহাদেব দত্তকে নিয়ে ম্যাচ সিচুয়েশন তৈরি করে অনুশীলন করে গিয়েছে।

– শিবশংকর পাল

ফিনিশার রিচার বিশ্লেষণে ম্যাকো

‘দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছক্কা মারা ওর প্লাস পয়েন্ট’

শুভময় সান্যাল

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : ২০১৯ সাল। নীল জার্সি তখনও গায়ে ওঠেনি রিচা ঘোষের। সেই সময়টাতেই বোধহয় ললাটলিখন হয়ে গিয়েছিল ‘ফিনিশার’ রিচার। যার কারিগর ছিলেন তৎকালীন বাংলা মহিলা দলের কোচ শিবশংকর পাল। তখনও ওপেনিং করতে অভ্যস্ত শিলিগুড়ির মেয়েকে তিনিই নামিয়ে এনেছিলেন ছয় নম্বরে।

মহানন্দা দিয়ে জল গড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে রিচাও ভারতীয় দলে পাকাপাকি জায়গা করে নিয়েছেন। কিন্তু শিবশংকরের প্রতি ভরসা এতটুকু টাল খায়নি। তাই ওডিআই বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার আগে স্পেশাল ট্রেনিং করতে রিচা চলে গিয়েছিলেন প্রাক্তন কোচের পাটুলি ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে।

বৃহস্পতিবার ভাইজ্যাগের মাঠে বদলে যাওয়া রিচার কেরামতিতেই ভারতীয় দল ১০২/৬-এর অস্বস্তি কাটিয়ে ২৫১ রানে পৌঁছে গিয়েছে। আর ৭৭ বলে ৯৪ রানের রিচার ইনিংস দেখে আবেগে ভেসে গিয়েছেন তুফানগঞ্জের শিবশংকর। বলেছেন, ‘অসাধারণ ইনিংস খেলল। পুরো কৃতিত্ব ওর। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছক্কা মারতে পারাটা বরাবর রিচার প্লাস পয়েন্ট।’

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ব্যাটিংয়ের সময় সেটা যেমন দেখা গিয়েছে তেমনি বেশ কিছু পরিবর্তনও চোখে পড়েছে রিচার ম্যাকো স্যারের। সেই কথাই সামনে এনে তিনি বলেছেন, ‘আজকাল এত খেলা হয় যে কারও শক্তি-দুর্বলতাই আর চাপা থাকে না। আজকে রিচার বিরুদ্ধে প্রোটিয়াদের পরিকল্পনা দেখলেই সেটা বোঝা যাবে। ওর ইনিংসের শুরুর দিকে ডিপ কভারে ফিল্ডার রেখে অফ স্টাম্পের বাইরে বল রেখে গিয়েছে ওরা। শর্ট পিচ বোলিং করেছে মিড অন দাঁড় করিয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকা ভিডিও অ্যানালিসিস করে দেখেছিল ও শর্ট পিচ বল ভালো খেলতে পারে না। কিন্তু বিপক্ষের সব হিসেব গুলিয়ে দিয়ে ও সরে গিয়ে কভারের ওপর দিয়ে চালিয়েছে।’

রিচা গেম প্ল্যানে এই বদলটা যে আনতে চলেছেন সেটা বিশ্বকাপের আগে পাটুলি অ্যাকাডেমিতে প্র্যাকটিসের সময় ম্যাকোর চোখে পড়েছিল। বলেছেন, ‘আমার তো মনে হয় প্র্যাকটিস করাটা রিচার নেশা। জাতীয় দলের দায়িত্বপালন শেষের একদিনের মধ্যে অ্যাকাডেমিতে প্র্যাকটিসে চলে আসত। এবার দেখলাম রিভার্স সুইপ-স্কুপ অনুশীলন করতে। অ্যাকাডেমির থ্রো ডাউন স্পেশালিস্ট মহাদেব দত্তকে নিয়ে ম্যাচ সিচুয়েশন তৈরি করে অনুশীলন করে গিয়েছে।’

এর বাইরে আরও একটা জিনিস তাঁর চোখে পড়েছে রিচার ব্যাটিংয়ে। বলেছেন, ‘খুব ঠান্ডা মাথায় ইনিংস এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে ও। অত্যন্ত পরিণত ইনিংস দেখলাম ওর থেকে। অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দল ও ভূমিকাটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছে।’

রোড রেসে প্রথম রোহিত

হরিরামপুর, ৯ অক্টোবর : কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার ৫ কিলোমিটার রোড রেসে প্রথম হলেন রোহিত টুডু। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে বিকাশ রায় এবং জাবেদ জাহেদি। রেসটি মহেন্দ্র মোড় থেকে শুরু হয়ে হরিরামপুরে শেষ হয়।

রোড রেসে প্রথম তিন – রোহিত টুডু, বিকাশ রায় ও জাবেদ জাহেদি।
ছবি : সৌরভ রায়

জয়ী পাঠানপাড়া জুনিয়ার

হলদিবাড়ি, ৯ অক্টোবর : পাঠানপাড়া পল্লি যুব সংঘের ছত্রধর রায় বসুনিয়া ও বাণী রায় বসুনিয়া জুনিয়ার লিগ কাম নকআউট ফুটবলে বৃহস্পতিবার উত্তর পাঠানপাড়া জুনিয়ার ২-০ গোলে কাশিয়াবাড়ি সেভেন স্টারকে হারিয়েছে। গোল করেন বিবেক রায় ও সুজয় রায়। শুক্রবার আয়োজক দলের প্রতিপক্ষ কাঞ্চার মোড় ব্যবসায়ী সমিতি।

ডুয়ার্সের ফুটবল

মেটেলি, ৯ অক্টোবর : কয়েকদিনের বিরতির পর মেটেলির ডুয়ার্স ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের বীর বিরসা মুন্ডা ও ভানুভক্ত আচার্য ট্রফি ফুটবল শুক্রবার ফের শুরু হবে। মেটেলি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে খেলবে ডিএমএফএস ঝাড়খণ্ড ও দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমি।

শতরানের চেয়েও বড় এই ৯৪ : মানবেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : প্রথা বজায় রাখলেন রিচা ঘোষের বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ। কলকাতায় বসে সুযোগ থাকলেও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিনি মেয়ের ধুন্ধুমার ব্যাটিংয়ে টানা চোখ রাখেননি। হাইলাইটসে রিচার ব্যাটিং উপভোগ করতে চান মানবেন্দ্র। তবে একটা কথা তিনি পরিষ্কার করে দিয়েছেন, মেয়ের শতরান হাতছাড়ায় তাঁর কোনও আফসোস নেই। বরং তিনি গর্বিত ৯৪ রানে দাঁড়িয়েও বিগ হিটের খোঁজে মেয়ের ঝাঁপানোয়। মানবেন্দ্র বলেছেন, ‘প্রথম আন্তর্জাতিক শতরান আজ হল না বলে কোনও আক্ষেপ নেই আমার। এই ইনিংসটা শতরানের চেয়ে অনেক বড়। আমি খুশি দল ওর জন্য যে ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল মাইলস্টোনের সামনে দাঁড়িয়েও তাতেই মন দিয়েছে।’ রাতেই হয়তো রিচা ফোন করবেন বাবাকে। তখন ইনিংসটার জন্য অভিনন্দন জানালেও ম্যাচ নিয়ে খুব বেশি কথা তিনি খরচ করবেন না। মানবেন্দ্রর বিশ্বাস, ‘ভারতীয় দলের টিম ম্যানেজমেন্ট নিশ্চয় ইনিংসটা নিয়ে ফিডব্যাক দেবে। এর অতিরিক্ত আমি আর কি দিতে পারি? বাড়তি প্রত্যাশা চাপিয়ে ওকে চাপে ফেলতে চাই না।’

SAATCHI & SAATCHI